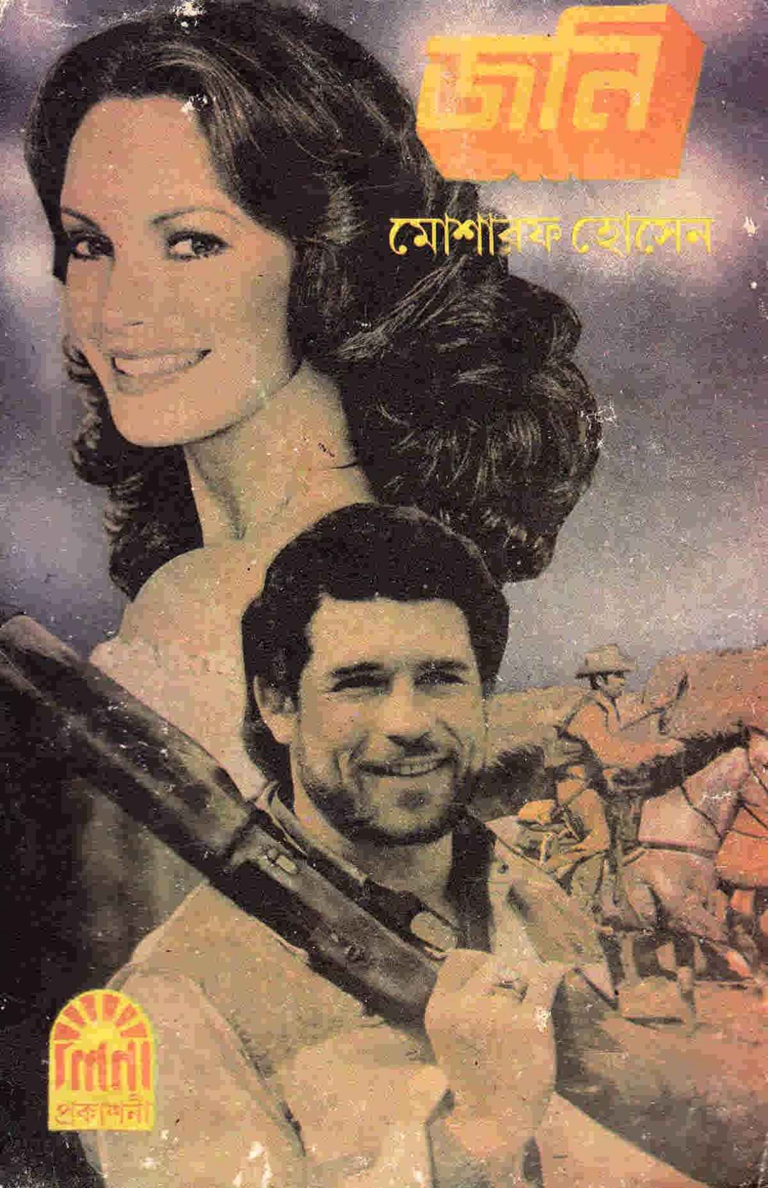
জনি
মোশাররফ হোসেন
প্রকাশনী

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.04 21:31:42 +06'00'

লিনা প্রকাশনী

**লিনা প্রকাশনীর আরও ক'টি বই**

রক্তহিম করা পিশাচ-কাহিনী

১। পিশাচ কন্যা—মহসীন কবীর/কাজী এহসান উল্লাহ

'ড্রাকুলা' খ্যাত ব্রাম স্টোকারের আরেকটি অলৌকিক হরর উপন্যাস।

২। অভিশপ্ত মমি/কাজী এহসান উল্লাহ

নিকটস্থ বুকস্টলে আজই বলুন। নইলে নিচের ঠিকানায় প্রতি বইয়ের জন্য চৌদ্দ টাকা পাঠিয়ে দিন। ঘরে বসেই বই পাবেন।

ফরিদ আহমদ
সেলস ম্যানেজার
লিনা প্রকাশনী
১১১ রায়ের বাজার (পূর্ব)
ঢাকা-৯

www.boiRboi.blogspot.com

# এক

মেসার মাথায় উঠে ঘোড়াটাকে অল্পক্ষণের জন্য থামালো হ্যারী। অসহ্য হয়ে উঠেছে গরম। মেঘশূন্য আকাশ। গণগণে আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। বাতাস এতো গরম যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সূর্যের কিরণ সরাসরি এসে বাড়ি মারছে মাথায়। মেসার উপরটা সমতল। সোজা বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মৃদু হাসলো ও।

গরম, পরিশ্রম আর উত্তেজনা সব মিলিয়েও ওকে কাবু করতে পারেনি। শুকিয়ে গেছে বুকের ভেতরটা। দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে শরীর দিয়ে। হাঁপরের মতো উঠানামা করছে বুকটা। বারবার ঢোক গিলেও গলার শুকনো খটখটে ভাবটাকে তাড়াতে পারছে না।

তবে ভয়ের কিছু নেই, তেষ্টা কমাবার জন্য মুখের ভেতর নুড়ি রেখেছে ও। ওটা বেশ কাজ দিচ্ছে। মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে ওর। দুরবীণ চোখে তোলার দরকার নেই, বহু দূরে ছোট্ট একটা ধুলার মেঘ দেখেই বুঝেছে, ওর সামনেই রয়েছে ওর শিকার।

গতকাল থেকেই লোকটার পিছু নিয়েছে ও। ফোঁস করে

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। বিষণ্ণ মুখে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে।

'কেনরে পাগল, আমার সামনে পড়লি' লোকটার জীবন বিপন্ন। ওর জন্য মায়া হচ্ছে ওর। হেঁটে এগিয়ে চললো ঘোড়া। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে দ্রুত ম্লান, গম্ভীর হয়ে উঠলো ওর মুখের চেহারা।

ভুরু কুঁচকে ভাবছে নিজের অতীত নিয়ে। ব্যথায় টন টন করছে বুকটা। যদি সবকিছু ভুলে যেতে পারতো সে?

মনে পড়লো অতীতের অনেক, অনেক দিনের স্মৃতি। কত টুকরো টুকরো পুরনো কথা। জীবনের কত বিচিত্র ঘটনার কথা। প্রবল এক স্রোতের টানে চলেছে সে ভেসে। কোথায় এর শেষ।

মৃত্যু?

মাত্র দশ বৎসর বয়সেই দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে। মা ছিল বেশ্যা। রাত দিন অমানুষিক প্রহার আর জঘন্য অশ্লীল গালি সহ্য করতে না পেরে রাস্তায় নেমে এসেছিলো ওইটুকু বয়সেই। তারপর হাজার মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছে, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ঘোড়ায় চেপে।

সোনার সন্ধানে পাগল মানুষগুলোর সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। মাত্র বার বছর বয়সেই প্রথম মানুষ হত্যা করেছে সে। তারপর বহুলোক প্রাণ দিয়েছে ওর হাতে।

যখনই মেরেছে, দক্ষ হাতে নির্দয়ভাবে মেরেছে। কিন্তু প্রতিবারই অনুশোচনায় লজ্জায় ভেতরে ভেতরে মরে গেছে ও। ওর ধারণা কারও প্রাণ নেবার কোন অধিকার নেই ওর।



প্রতিবারই নিজেকে অনেক যুক্তি তর্কে বুঝিয়েছে আর সে বেহুদা মানুষ খুন করবে না?

কিন্তু আবার মানুষ শিকার করতে বের হয়েছে, কখনও প্রতিশোধ নিতে, কখনও সামান্য টাকার লোভে, কখনও বা টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে মানুষ খুন করতে হয়েছে তাকে।

এর ফলে বহু শত্রু সৃষ্টি হয়েছে ওর। এমন অদ্ভুত ওর জীবন। প্রতিটা পদক্ষেপে ওর বিপদ লেগেই আছে। ম্লান হাসলো আবার হ্যারী।

হ্যারী। নোংরা হ্যারী।

সারা টেক্সাসে ওর নাম ছড়িয়েছে। ভয়ংকর নিষ্ঠুর আর খুনী হিসেবে সারা দেশে ওর বদনাম। অবশ্য এই জন্যে ওর মনে কারোর উপর রাগ নেই।

দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক হ্যারী। জীবনে একাকী চলতে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

আর এখানে বদনাম খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। ভবঘুরে লোকেরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। মদের আড্ডায় আর জুয়ার টেবিলে ওরা গল্প করে, ওর নানা কুকীর্তির। এমনি করেই এই দেশের সেরা বন্দুকবাজ আর খুনী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে।

অদ্ভুত একটা দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। এখনও অতীত স্মৃতি খুঁজছে ও। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, এটা বুঝতে পেরে দুঃখটা তার আরো বেড়ে গেলো।

মেসার উপর ধুলো বাতাসের ঘূর্ণি খেলে বেড়াচ্ছে। একটু



www.boiRboi.blogspot.com

বিশ্রাম পেলে মন্দ হতো না, ভাবলো ও। ওর থেকে কতদূরে আছে শিকার ? বোধহয় তিনশত গজ।

বেশ ছোকরা, মনে মনে ভাবলো হ্যারি। ভয়ংকর এ্যাপাসি পাসের উপর দিয়ে এগোচ্ছে ব্যাটা।

কে ঐ লোক ? আগে কখনো দেখেছে বলে তো মনে হয় না। এই এলাকার শত শত বন্দুকবাজ, গুণ্ডা বদমাশ আর নামকরা মার্শাল সবাইকে চিনে ও।

কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, এই ব্যাটাকে আগে কখনও দেখেনি। যাইহোক, নিঃসন্দেহে ব্যাটা খুব দুর্দান্ত আর দুর্ধর্ষ। একা একা ভয়ংকর এ্যাপাসি পাসের উপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার।

হঠাৎ একটা পিস্তলের তীক্ষ্ণ গর্জন চারদিকের নিস্তব্ধ পাহাড়ী এলাকা কাঁপিয়ে দিল।

ঝট করে দুরবীনটা চোখে লাগালো হ্যারি। গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর।

দু'জন ইণ্ডিয়ান আক্রমণ চালিয়েছিলো ওর শিকারকে।

কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি ওরা।

আত্মরক্ষার জন্য ইণ্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলো ব্যাটা, বুলেটের ধাক্কায় বুক থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে এক ইণ্ডিয়ানের, অপর ইণ্ডিয়ান ঘোড়ায় চেপে পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

চোখ থেকে দুরবীণ নামিয়ে নিল হ্যারী। ফোঁস করে একটা



www.boiRboi.blogspot.com

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। খুব সাবধানে লোকটাকে শিকার করতে হবে ? কারণ যুদ্ধ শুরু হলে বুদ্ধি এবং শক্তি যাদের বেশি, তারাই জেতে।

তাই যদি হয় ব্যাপারটা, তাহলে এই লোক সহজপাত্র নয় ? খুব তাড়াতাড়িই সারতে হবে নোংরা কাজটা, যতো দেরী হবে, ওকে খুন করা ততোই কঠিন হয়ে উঠবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো ও, দিনের বেলায় আক্রমণ করা চলবে না এই লোককে, তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য।

সহজে মারাত্মক ঝুঁকি নেয় না বলেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বহুবার রক্ষা পেয়েছে ও। আবার নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করতে শুরু করলো হ্যারি।

# দুই

রাত দশটা। বিশাল বার প্রায় খালি। মাত্র জনাকয়েক লোক বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে।

শুরু হয়েছে সন্ধ্যাবেলা থেকেই। জানালাগুলো লাগিয়ে দিয়ে কয়েকটা বাতি নিভিয়ে দিয়েছে মালিক। এর মানে খরিদ্দারদের স্পষ্ট ইংগিত করা হচ্ছে যে গাত্রোত্থান করতে।

কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না খরিদ্দাররা। ওদের মতলব বাকী রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেয়া, বিনে পয়সায়।

বাদুর মার্কা দুই দিকের দু'টো দরজা খুলে গেল। বজ্রাহতের মতো বসে থাকলো সবাই, আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে। ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে সবার মুখ।

দুই সেকেণ্ড পরেই সম্বিত ফিরে পেল মালিক, এক লাফে কাউন্টার টপকে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে আগন্তুকের সামনে থমকে দাঁড়াল সে। 'সালাম' দুই হাত জোড় করলো সে। 'শত কোটি বার সালাম হুজুর' চোখে-মুখে ভয় আর একরাশ উদ্বেগের চিহ্ন।

'তুমি মালিক' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো হ্যারী। 'নুতন লোকটা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে?' 'জ্বি মালিক...তিনতলার একশত চার



www.boiRboi.blogspot.com

নম্বর রুমে, চমকে গেল মালিক, কাঁপতে শুরু করেছে প্রবলভাবে। গলাটা ভেঙ্গে যাচ্ছে ওর। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে বেচারা।

সহজ সাবলিল ভঙ্গিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে তিন-তলায় উঠে এল হ্যারি। তলপেটে তীক্ষ্ণ চিনচিনে ব্যাথাটা চাগিয়ে উঠছে। যখনই মানুষ শিকার করে তখনই, শুধুমাত্র ব্যথাটা শুরু হয়।

খুব সহজেই একশত চার নম্বর রুমটা খুঁজে পেল। দরজাটা আলতো করে ধাক্কা দিয়েই অবাক হলো। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়।

দরজাটা খুলে সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখলো সেই ফাঁকে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে ব্যাটা, ওর দিকে পেছন ফিরে। জোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো হ্যারী।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। তারপরই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো, হ্যারির হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে। ওর চোখ দু'টো একটু বিস্ফোরিত হলো।

'একটুও নড়াচড়া করবে না।' পরিষ্কার কণ্ঠে বললো হ্যারী। গমগম করে উঠলো ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'একবিন্দু নড়াচড়া করলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে। আমি বেপরোয়া লোক।'

'আমায় হাসিও না' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লোকটা। 'বেপরোয়া না ছাই, অতিরিক্ত ভীতু তুমি। সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে আছো তুমি, চোরের মত আমার রুমে ঢুকে, আমার দিকে একটা পিস্তল তাক করে ভয় দেখাতে চাইছো কেন?'

পুরোপুরি হতভম্ভ হয়ে গেল হ্যারী। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলো। 'ভুল ধরেছো তুমি। প্রতিটা মুহূর্ত আমার আতঙ্কিত বিভীষিকার মাঝে কাটে। ভীরু নই আমি। বীরও নই। তবে খুব সাবধানী, আর এই লাইনের পুরানো খেলোয়াড় আমি।'

অস্বস্তি বোধ করলো লোকটা। ওর সামনে পিস্তল ধরা লোকটা ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর। নেকড়ের মত হিংস্র।

'মন খারাপ করো না।' আশ্বাস দিয়ে বলল হ্যারি 'সুযোগ পেয়েছি, তাই পিস্তল হাতে ঢুকে পড়েছি তোমার রুমে।'

'তুমি কি আমার প্রতিপক্ষ, জাত দুশমন?' জানতে চাইলো লোকটা, 'আমাকে কি গুলী খেতে হবে?'

বহু কষ্টে দ্রুত সামলে নিচ্ছে নিজেকে। রাগ চেপে চিকন এক ফালি হাসি ফোটাল ঠোঁটে। ভাবছে, দাঁড়াও, একবার সুযোগ এলেই হল, উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। আমার দিকে পিস্তল ধরার মজা টের পাইয়ে দেবো।

একটু ইতস্ততঃ করলো হ্যারী। তারপর বলল। 'ঠিক। আমি খুন করতেই এসেছি। তুমি মারা যাবে আমার হাতে।'

সমস্যাটার প্রকৃত চেহরাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটা। ওর প্রতিপক্ষ সশস্ত্র। নিজে সে নিরস্ত্র। পিস্তলটা রয়ে গেছে বালিশের নীচে। প্রতিপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে সেটা হাতানো একেবারেই অসম্ভব। তাহলে উপায়?

আচ্ছা বাইরে থেকে কি, কোন সাহায্য আসতে পারে? সাথে



সাথে এও উপলব্ধি করল, আকাশ কুসুম কল্পনা করছে সে। কেউ আসবে না ওকে সাহায্য করতে।

'এত নার্ভাস হবার কিছু নেই' মৃদু কণ্ঠে বললো হ্যারী, 'শান্ত, সহজভাবে নিজের মরণকে মেনে নিতে শেখ।'

গুলি করার একটা মোক্ষম সুযোগ খুঁজছে সে। এই লোকটার দিকে পিস্তল ধরে খুশি হতে পারেনি ও, যে লোক পিস্তলের মুখে এই রকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, তাকে খুন করা কেন যেন, একেবারেই অসম্ভব, বার বার এই—কথাই মনে হচ্ছে ওর।

'আচ্ছা বেঁচে থাকার কি কোনো চান্সই নেই আমার' অত্যন্ত শান্ত গলায় জানতে চাইলো লোকটা। 'তুমি আমায় খুন করতে চাও কেন? আমি কার কি ক্ষতি করেছি? আমাকে মেরে কিছু লাভ হবে তোমার?'

'হু' যেন বুঝতে পেরেছে এই ভংগিতে উপর নীচে মাথা নাড়লো হ্যারী' সব কাজ লাভ লোকসান, চিন্তা ভাবনা নিয়ে করলে আমি এতো, নাম করতে পারতাম?'

তারপরই খুব শান্তভাবে টিপে দিলো পিস্তলের ট্রিগার।

বদ্ধ রুমে যেন বোমা ফাটলো। পর মুহূর্তেই—তীব্র কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো লোকটা। ডান বাহুতে যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেল, মনে হচ্ছে কেউ বড় লোহার হাতুড়ি দিয়ে ধড়াম করে বাড়ি মেরেছে ওখানে।

বাম হাতে চেপে ধরলো ডান বাহু—রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল আঙুলগুলো।



www.boiRboi.blogspot.com

বিদ্যুৎবেগে ওর দেহটা লাফিয়ে উঠলো শূন্যে, তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল খোলা জানালা দিয়ে বাতাসে ভেসে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল হ্যারী। অবিশ্বাস ভরা চোখে লোকটার পলায়ন দেখলো সে। জান বাঁচানোর জন্যে তিনতলার জানালা গলে কেউ নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে, একথা কল্পনাতেও ঠাঁই দিতে পারেনি ও।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। ছিঃ ছিঃ, এমন ভুলটা করতে পারলো?

নিজেকে বাপ মা তুলে গাল দিতে শুরু করলো। সর্বনাশ হয়ে গেছে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করে পুরো ঘটনাটা গোড়া থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করলো। লোকটা আহত, যদি জান নিয়ে পালাতে পারে, তাহলে সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসবে, খুঁজবে ওকে···তারপর, নাহ্···মাথা ঝাঁকিয়ে দুঃশ্চিন্তাটা তাড়িয়ে দিল সে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তোমরা সবাই শোন' চীৎকার করে উঠলো নীচে নেমে 'আমি একটা লোককে গুলি করেছি। তিনতলা থেকে জানালা গলে লাফিয়ে পড়েছে বেজন্মাটা। ওকে ধাওয়া করে, মেরে ফেল। প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাবে' উল্লাসে আনন্দে সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো বারে বসা লোকগুলো। তারপরই ছুটলো ওরা বাইরে। বৃষ্টির পরোয়া না করে। মানুষ শিকার, এই এলাকার একটি জনপ্রিয় খেলা।



www.boiRboi.blogspot.com

## তিন

'হ্যাঁ, ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিলো, এই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত লোকটা। পাশাপাশি দু'টো বাড়ির মাঝখানে সরু একচিলতে গলির ভেতর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও।

শীতের চাবুক হাতে নিয়ে হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। চুপচাপ মুখ গুঁজে পড়ে রইলো মিনিট বিশেক, তারপর ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে উপরের দিকে তাকালো সে। তিনতলার খোলা জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে, ওই জানালা দিয়েই ছিটকে নীচে পড়েছে ও।

ঠক ঠক করে কাঁপছিলো লোকটা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছিল, চেষ্টা করেও থামাতে পারছিল না কিছুতেই। তীব্র ব্যথা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, মাথার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ঘিলুটা।

তীরের মত চোখে এসে বিঁধছিলো বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। মৃত্যু শীতল বাতাসটা যেন হাড়ের মধ্যে গিয়ে লাগছিলো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল সে। কিন্তু তার মধ্যে দেখছিলো একটা ঘুম ঘুম

আলস্য আসছে শরীরে। সচকিত হয়ে মাথা ঝাড়া দিল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ।

খুব ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করলো ও। না কেউ নেই। ওকে জানালা গলে নীচে পড়তে দেখে কি ওরা তাড়া করা ছেড়ে দিল? নাকি তাড়া করেইনি?

ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। পালাতে হবে। ধরা পড়বার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই।

এরকম ফাঁকা জায়গায় শুয়ে থাকা, মানে মৃত্যু। একটু একটু বুকে হেঁটে এগোতে লাগলো ও। সামনের দেয়ালের কাছে এসেই দেয়াল ধরে আছড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়ালো।

তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে গেল দেহটা। কাঁধের মাসল অবশ হয়ে গেছে, মেরুদণ্ডে অসম্ভব ব্যথা। বাইসেপের পেশী দু'টো কাঁপছে থরথর করে। হাতে আর শক্তি নেই।

দুই হাতে কাঠের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে ও। হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকের ভেতর থেকে।

ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিলো? নিস্তব্ধ রাত্রির ঠাণ্ডা উজ্জ্বল তারাগুলোর নীচে চারিদিকে আছে কেবল বৃষ্টির পানি পড়ার একটানা শব্দ, আর সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দ।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে ডান দিকে তারপর বাম দিকে তাকিয়ে দেখলো লোকটা। সমস্ত অনুভূতি শ্রবণেন্দ্রিয়ে একত্রিভূত করবার চেষ্টা করলো। নাহ্, কিছু দেখা যাচ্ছে না।



যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। কোথাও গাঢ় কোথাও হালকা। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে ওর হাসি পেল।

এই মুহূর্তে যদি একটা বাচ্চা ছেলেও ওর সাথে মারামারি করতে চায় নির্ঘাৎ হেরে যাবে।

ভালো করে কিছু ভাবতে পারছে না। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। ও কে? নিজের সম্পর্কে ভাবতে চাইলো। ওকে খুন করতে চাইছিলো কেউ? কিন্তু কেন?

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করে চিন্তাটায় মন দিতে চাইলো। পুরো ঘটনাটা গোড়া থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করলো। নাহ্ কিছু মনে পড়ছে না?

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠলো চিন্তাটা মাথায়। এতোক্ষণ কেন চিন্তাটা মাথায় আসেনি ভেবে পেলোনা ও। প্রশ্নের আকারে ঘুরপাক খেতে লাগলো চিন্তাটা—যদি ওকে খুন করতেই চায় তাহলে তিনতলার জানালা গলে নিচে পড়তে দেখেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না ওরা, নীচে নেমে ওর মৃতদেহটা দেখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

ঝাপসা চোখে ডানে আর বামে তাকালো। নাহ্, গাঢ় অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত বোধ করার কোনো কারণ নেই।

সামনে পিছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না বলে আততায়ীরা নীচে নেমে আসেনি এমন ভাবার কোনো কারণই নেই।



www.boiRboi.blogspot.com

আশে পাশে এমন হাজারটা জায়গা আছে যেখানে লুকিয়ে থেকে ওর দুরবস্থা দেখে মনে মনে হাসছে ওরা, ঘাপটি মেরে বসে আছে, ওকে রাস্তায় হাঁটতে দেখলেই গুলি করবে। এবার আর মিস করবে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ চমকে উঠলো ও। লাফিয়ে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা। বেশ কিছুটা দূরে, যেখানে ও ছিটকে পরেছিলো জানালা গলে; সেখানে আবছা একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। মাথা নীচু করে মাটি পরীক্ষা করছে, হাতে জ্বলে উঠলো দিয়াশলাই, একবার জ্বলেই নিভে গেল বৃষ্টিতে।

ঝট করে ডান হাত নিতম্বে চলে গেল ওর। সাথে সাথেই তিক্ত এক চিলতে হাসি খেলে গেল ওর মুখে।

নাহ্, নেই। পিস্তলের খাপটা শূন্য।

দু'সেকেণ্ড পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইলো ও। বুকের রক্ত হিম হয়ে জমে গেছে, কিচ্ছু ভাবতে পারছে না আর।

এইভাবে মৃত্যুই তাহলে কপালে লেখা ছিল? ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি, বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ আর বৃষ্টির একটানা শব্দ ছাপিয়ে ওর পদশব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে পদশব্দ এগিয়ে আসছে। পরিষ্কার উপলব্ধি করলো, কেবল সন্দেহপ্রবণ হয়েই যে লোকটা খুঁজছে তা নয়, লোকটা স্থির নিশ্চিত যে, কিছু না কিছু দেখতে পাবেই।

সমস্ত মনের জোর একত্রিত করবার চেষ্টা করলো। মারা সে একবারই পড়বে, কিন্তু বীরের মত যুদ্ধ করে মরবে যতক্ষণ একবিন্দু



www.boiRboi.blogspot.com

শক্তি অবশিষ্ট থাকবে গায়ে। হাল সহজে ছেড়ে দেবে না।

হঠাৎ করেই থমকে গেল পদশব্দ। ঝড়-বৃষ্টির অন্ধকার রাতে বাতাসের সাঁই সাঁই আর বৃষ্টির একটানা রিম ঝিম শব্দ হঠাৎ করেই ক্লান্ত করে তুললো ওকে। মনটা আইঢাই করে উঠলো, গরম এক মগ কফি, নরম বিছানা, আগুন আর নিরাপদ একটা আশ্রয়ের জন্যে।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর পদশব্দ। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হ্যাঁ, ওরা খুন করতে চায় আমায়, সিদ্ধান্ত টানলো ও। কিন্তু কেন? সংগত কোনো জবাব খুঁজে পেলো না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, ওকে নাগালের মাঝে পেলেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে ওরা সারা দেহ।

ধীর পায়ে টলতে টলতে এগোলো লোকটা। শরীরের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি পা ফেলার জন্যেই শরীরের অবশিষ্ট শক্তির পুরোটা প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

একবার শিউরে উঠলো। ল্যাম্প পোস্টের ম্লান আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। কপাল বেয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে। বুলেটের আঘাত। তার মানে আমি আহত, ভাবলো সে। পরিষ্কার বুঝতে পারলো, এখন ওর একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

না পেলে?

রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ। সব আশা ভরসা দপ করে নিভে গেল যেন ওর।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ আর তীব্র ঠাণ্ডায় এমনিতেই মারা পড়বে। বুক ভরে দম নিয়ে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। যে রকম ক্লান্ত হয়েছে, তবুও হাঁটতে পারছে অস্বাভাবিক মনের জোরে।

ঘন্টাখানেক পরে পাথরের উঁচু টিবিটার উপর উঠে এলো। থর-থর করে কাঁপছে শরীর। তাল হারিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল অল্পের জন্যে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বার্কস্কিনের কোটটা অসম্ভব ভারী লাগছে, ওটা খুলে ফেলে দিল অন্ধকারে। ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে শুরু করলো ও। জান বেরিয়ে যাচ্ছে অসহ্য ব্যথায়।

আর এক পাও এগুতে চাইছে না শরীর। পা পা করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শরীরটা। প্রবল ইচ্ছা-শক্তির জোরেই নিজেকে মাটির উপর খাড়া রেখে এখনো চলতে পারছে ও।

হঠাৎ একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে শক্ত কিছুতে আছড়ে পড়লো ওর দেহটা। যে ধাক্কাটা লাগলো শরীরের উপর সেটা সামলাতেও অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। বুকের হাড় ভাঙেনি বটে তবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না সে।

নিজের উপরই ভয়ানক রাগ হলো ওর। আরেকটু সাবধানে চললে এই দুর্ঘটনাটা ঘটতো না। একটা ঘুম ঘুম আলস্য আসছে শরীরে। পাথরের উপর মাথা রেখে ত্রিশ সেকেণ্ড চুপ করে



www.boiRboi.blogspot.com

পড়ে রইলো। ঝিমোতে ঝিমোতেই শুনতে পেলো গাড়িটার শব্দ।

আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকালো। একটা গোলাকার উজ্জ্বল আলো এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

এতক্ষণে খেয়াল হলো, যে শক্ত কিছুতে আছড়ে পরেছিলো ওর দেহ, সেটা রেল লাইন। হঠাৎ কোত্থেকে শক্তি এলো কে জানে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, কিছুক্ষণ পরে ওর পাশ দিয়ে রেল গাড়ীটা যেতেই আছড়ে পাছড়ে ধরে ফেললো এক খাবলা মেরে, লোহার মই। পিছলে গেল হাত, ছুটে গেল লোহার মই, আবার পিছু পিছু দৌড়ে খাবলা মেরে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো শক্ত লোহার হাতলটা।

তারপর অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে রেল গাড়ীর ছাদে এসে শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। ওর নাকে মুখে, সারা দেহে বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মতো বিঁধছে। ভাবলো সে কে? কি করবে এখন? ওরা কারা, তাকে খুন করতে চায়? প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

সমস্যা একটা নয়?

প্রথম সমস্যা, নিজের সম্পর্কে বেমালুম সব কিছু ভুলে গেছে সম্ভবত: তিন তলার জানালা গলে—নীচে মাটিতে পড়ার সময় প্রচণ্ড আঘাতে, ওর ব্রেনে কিছু একটা হয়েছে। নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারমানে নিজের আসল পরিচয় নিজেকেই খুঁজে পেতে হবে তার।

দ্বিতীয় সমস্যা, যতক্ষণ চালু হচ্ছে না ওর মস্তিষ্ক—ততক্ষণ ওর

শত্রুদেরকে চিনতে পারবে না সে, তারমানে অসহায় ভাবে কেবল মার খেয়ে যেতে হবে তার, নিজের আসল পরিচয় বার করতে চাইলে। আস্তে আস্তে ছ'চোখ বন্ধ হয়ে গেল।



www.boiRboi.blogspot.com

# চার

ঘন্টাখানেক পর ঘুম ভাঙলো। ঠিক ভাঙলো বলাটা ঠিক হবে না বোধ হয়, তন্দ্রার ঘোরটা কাটেনি এখনো। ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে গেল ও। সজাগ হয়েই প্রশ্নটা খেলে গেলো ওর মনে। ঘুম ভাঙলো কেন?

উঁকি দিল নীচে। সাথে সাথেই উত্তরটা পেয়ে গেলো, একটা রেল স্টেশনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেলগাড়ী।

পাঁচজন লোক শক্ত প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে। সবাই সশস্ত্র। শক্ত মুখ। ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টি। মদ খেয়ে এসেছে।

শক্ত প্লাটফর্মের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে এক মোটা লোক। গাড়ীর ড্রাইভার, ওর ইউনিফর্ম দেখেই চিনলো ও।

ছই হাত নেড়ে—যুক্তি তর্কের সাহায্যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে ওদের কাছে।

নিশ্চয় সে এই গাড়ীতে উঠেছে কিনা এই ব্যাপারে জানতে চাইছে ওরা। 'ঘটনাটা খুবই ছঃখজনক' লম্বা এক যুবক এগিয়ে এলো ওদের কাছে। "আমি মার্শাল টমি, তন্ন তন্ন করে দেখেছি,

পাঁচখানা বক্স কারই খালি। আহত কেউ নেই ওখানে। অহেতুক ড্রাইভারকে নামিয়ে ধমক-টমক দিচ্ছ তোমরা কেন?'

ঠিক এমনি সময় একটা লাল ঘোড়ায় চেপে ওদের দিকে এগিয়ে গেল এক দাঁড়িওয়ালা লোক। পায়ে গামবুট, কোমরে বেল্ট বাঁধা, চওড়া কাঁধ, গায়ে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা দামী বর্ষাতি, কোমরে ঝুলানো পিস্তল।

একলাফে নীচে নেমে এল ঘোড়সওয়ার। পাঁচ সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝে নিল আগন্তুক। ওর চাউনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত, আদেশ পালন করতে নয়। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে কলার তুলে খাড়া করে দিল ও।

'গর্দভ কোথাকার' আগন্তুকের গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। 'ভবিষ্যতে কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে হলে আইন মাফিক করবে।'

যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এমনি করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো দু'মিনিট, তারপর ফিরলো মার্শালের দিকে। 'দেখেছেন তো, কি সব জঞ্জাল নিয়ে কাজ করতে হয় আমাকে' আবেদনের ভঙ্গিতে বললো লোকটা। 'যাক, ওদের ভুলের জন্য আমি ক্ষমা-প্রার্থী। আশাকরি সব ভুলে যাবেন মার্শাল?'

'আপনি কে?' হঠাৎ চটে গেল মার্শাল, আমি এখানকার মার্শাল। আপনাকে চিনি না, জানি না। আপনি কোত্থেকে উড়ে এসে মাতব্বরী মারতে চাইছেন?'

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মার্শালের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করলো



www.boiRboi.blogspot.com

আগন্তুক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর আলস্য ভরে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো মার্শালের দিকে. মুখে নিরাসক্ত ভাব। ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করলো মার্শাল, কে এই লোক, ওর চাহনীতে যেন ক্ষুরধার বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব ছিটকে বেরুচ্ছে।

'ঠিক। আপনার এই প্রশ্ন করবার অধিকার আছে' সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালো আগন্তুক। আমি শুধু নামেই পরিচিত—আমার নামটা অবশ্য খুব বিখ্যাত নয়—আমি হ্যারী, নোংরা হ্যারী।

যেন খালি ঘরে বোমা ফাটলো। থরথর করে—কেঁপে উঠলো মার্শালের সারা দেহ। কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে বোবা বনে গেল মার্শাল।

তারপরই দু' চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়লো ওর। দু'পা পিছিয়ে গেল। শুকনো ঠোঁট দু'টো চেটে নিল বার কয়েক। যদিও ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল মার্শালের কাছে আগন্তুকের পরিচয়। তবুও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে সত্যিই চমকে উঠলো ও।

রেড ইণ্ডিয়ান আর টেক্সাস এলাকার প্রবাদ পুরুষ এই হ্যারী। ভয়ংকর দুঃসাহসী আর হিংস্র এই লোক। বাছাই করা সেরা লোকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে এর দস্যুদল।

এদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী ট্রেনিং অবস্থায় শুনেছে হাজার বার। 'বাহ্' মিষ্টি করে হাসলো আগন্তুক। 'দেখছি নামটা আপনার অপরিচিত নয়। ট্রেনিং-এর সময় যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করে এসেছেন।' হঠাৎ করে ঘুরলো সে 'তোমরা সবাই চলে এস'

একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। ছুটলো ঘোড়া। বিস্ফোরিত

নেত্রে উপর থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখলো লোকটা, রক্তক্ষয়ে দুর্বল ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বেচারা।

মিনিট বিশেক পরেই হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। অল্প স্পীডে এগিয়ে চলছে ট্রেন। লোহার মই বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। নীচু হয়ে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে যথাসম্ভব আস্তে করে ছেড়ে দিল দু হাত।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। নরম কাদা আর অল্প জলাভূমির উপর লাফ দিয়ে পড়লো ওর দেহটা। যদি শক্ত পাথরের উপর পড়তো তাহলেই গেছিলো—এই দুর্বল শরীরে যে ধাক্কা লাগতো সেটা সামলাতে, অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতো।

পা ভাঙেনি বটে, তবুও নিজেকে সামলিয়ে হাঁটার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে দু'মিনিট লাগলো। এলোমেলো পায়ে হাঁটছে উর্ধ্ব-শ্বাসে। যথাসম্ভব বাড়াতে চাইছে চলার গতি।

আরো গজ বিশেক যাবার পর একটা বাঁক দেখতে পেল ও, ঘুরতেই একটা সরু মেটো পথে এসে গেল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না চোখে, অন্ধের মতো হাঁটছে, হোঁচট খাচ্ছে, পড়ছে আবার উঠছে। আবার হাঁটছে।

আর তো পারা যায় না। এখন একেবারে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে মাটিতে। হঠাৎ করেই নরম কিছুর সাথে ধাক্কা খেল। সশব্দে মাটিতে পড়লো। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারলো না।

'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?' উৎকণ্ঠিত পুরুষের কণ্ঠ। লোহার মতো শক্ত একটা হাত ওকে মাটি থেকে খাড়া করে তুললো।



www.boiRboi.blogspot.com

'আমার সাহায্য দরকার। গুরুতর ভাবে আহত আমি' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল ও। দুহাতে খামছে ধরেছে অজানা আগন্তুককে।

'আহত তুমি!' উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিস্ময় মিশলো পুরুষের কণ্ঠে।

'সাহায্য দরকার তোমার।' দ্বিধায় পড়ে গেছে পুরুষ কণ্ঠের অধিকারী।

ফাঁকা, জনহীন রাস্তায় অপরিচিত একটা লোককে সাহায্য করা উচিত কিনা বুঝতে পারছে না। কিন্তু সাথে সাথেই চমকে উঠলো আগন্তুক। খামচে ধরা দু'হাত ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সর সর করে। আসলে চরম ক্লান্তি আর ব্যাথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও।

# পাঁচ

ভোর হয়ে আসছে। 'এল' প্যাটার্নের কাঠের বাড়ীর ভেতর একটা নরম বিছানায় জ্ঞান ফিরলো ওর। চারদিকে কুয়াশা কুয়াশা ধোঁয়াটে ভাব, এখনও হালকা বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠে বসলো।

ওর সামনে কাঠের চেয়ারে বসে আছে এক যুবক। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। বিশ বাইশ বছর বয়স হবে। এক হাতে চোয়াল ঘসছে খসখস করে। মুখে মিষ্টি হাসি। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দু'চোখ। মৃদু হেসে মাথা নত করে অভিবাদন জানালো তাকে।

'জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন তাহলে ?' বললো যুবক বিনীত ভাবে। 'আমি এখানকার মার্শাল, নাম টমি, আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় কাঁধে বয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।'

একটি কথাও বেরোলো না ওর মুখ থেকে। একটুও নড়াচড়া করলো না। পাথরের মূর্তির মতো বিছানার উপর বসে রইলো। আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে নিতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।

তারপর মুখটা একটু হাঁ করলো, চোখ দু'টো একটু বিস্ফোরিত



www.boiRboi.blogspot.com

হলো, পরাজয়ের বিস্বাদ অনুভব করলো আপন মনে। 'আপনি দিয়ান কুলান। এল পেসো শহর থেকে এখানে এসেছেন আপনি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ঝামেলা পাকিয়ে বসেছেন বেজম্মা হ্যারীর সাথে। ওরা হন্যে হয়ে খুঁজছে আপনাকে। একবার ধরতে পারলেই ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে' বলল টমি।

'আমি কে, আমি নিজেই জানি না ?' অসহায় ভাবে জানতে চাইলো সে।

'স্মৃতি ভ্রম' বললো মার্শাল শান্ত কণ্ঠে। 'এরকম হয়। হঠাৎ প্রচণ্ড কোনো শক পেলে অনেকে নিজের নাম, মায়ের নাম সব ভুলে যায়। আবার কোনো প্রচণ্ড আঘাত পেলে ফিরে আসে স্মৃতিশক্তি। ভাবছেন কি করে জানলাম, আপনি দিয়ান কুলান ? আপনি হয়তো খেয়াল করেন নি, কম্বলের নিচে সম্পূর্ণ দিগম্বর আপনি। আপনার জামা কাপড় শুকানো হচ্ছে। তার আগে আপনার কাপড়-চোপর চেক করেছি আমি, অবশ্য আপনার বিনা অনুমতিতেই। আপনার প্যান্টের পকেটে একটা চিঠি পেয়েছি চামড়ায় মোড়ানো অবস্থায়, কাজেই বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়নি ওটা, ওতেই জানতে পেরেছি, আপনি দিয়ান কুলান।'

মাথা নীচু করে চুপ করে থাকলো দিয়ান কুলান। মার্শাল ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তার জন্যে কৃতজ্ঞ ও। সাথে সাথে এও বুঝলো অত্যন্ত ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর এই লোক। সে নিজে কে, কি তার পেশা জানে না, তবুও ভয় হচ্ছে একে ধোকা দিয়ে সটকে পড়াই ওর জন্যে মঙ্গলজনক।

আচ্ছা গায়ের কম্বলটা ওর মাথায় ছুঁড়ে মেরে আক্রমণ করলে কেমন হয়? কিন্তু সাথে সাথেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা, নাহ্ এতে কোনো কাজ হবে না। এতে বাঁচবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই দুর্বল শরীরে কিছুতেই পারবে না মার্শালের সাথে।

'আপনি দেখছি ভয়ংকর লোক সাহেব?' হা হা করে হেসে উঠলো মার্শাল। 'অতিরিক্ত চিন্তা করেন। এত ভয়ঙ্কর আর দৃঢ় সংকল্প মানুষ আর পাইনি আমি আগে। কি চিন্তা করছেন আপনি, পরিষ্কার ধরতে পারছি। 'কি বলছেন, কিছু বুঝতে পারছি না, বিস্মিত হবার ভান করলো দিয়ান কুলান।

আবার হা হা করে করে হেসে উঠলো মার্শাল। 'বিস্মিত হবার অভিনয়টাও চমৎকার হয়েছে' আসলে খিঁচড়ে গেছে আপনার মেজাজ। আমি আইনের লোক, আপনাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু, মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়ালো মার্শাল, 'আমি তা করবো না। অবশ্য এতে যে আমার আনন্দ হচ্ছে তা ভাববেন না। হ্যারী এবং তার দলবল আপনাকে নিয়ে যা করতে চেয়েছিলো তা যুদ্ধ নয়, নিছক হত্যাকাণ্ড। তবুও ওর হাত থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন আপনি। ওর অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আত্মম্ভরী লোকের কাছে এর চাইতে বড় অপমান আর নেই।'

হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল দিয়ান কুলানের। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যুবক মার্শালের যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে ফেলেছে হ্যারী। ওর চোখের সামনে ছায়াছবির মতো রেলওয়ে



www.boiRboi.blogspot.com

প্লাটফরমের পুরো দৃশ্যটা ভেসে উঠলো।

'আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক দিয়ান কুলান। এ ব্যাপারে আরও স্থির নিশ্চিত হলাম আমি।' আবার হা হা করে হেসে উঠলো মার্শাল। 'ঠিকই ধরেছেন, আমি একজন অহঙ্কারী মার্শাল। আমাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে হ্যারী।

তাছাড়া পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বহু গুরুতর অপরাধ করেছে হ্যারী। এক্ষেত্রে আইনের লোকেরই খুঁজার কথা ওকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি ওই আইনের লোকদের খুঁজে বের করে একের পর এক খুন করে যাচ্ছে।'

একটু অবাক হলো দিয়ান কুলান। তারপরই হা হা করে হেসে উঠলো। 'ঠিক আছে, মিলাও হাত। 'মিষ্টি ওর কণ্ঠস্বর, 'আর আপনি নয়, তুমি বলবো পরস্পরকে। দু'জনে মিলে উলঙ্গ করে আইনের হাতে তুলে দেবো হ্যারীকে।'

স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মার্শাল নিজের অজান্তেই। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখটা আশায় উৎসাহে।

'ঠিক, বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না মার্শালের। এগিয়ে এসে ওর কাধে হাত রাখলো, ওকে দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অদ্ভুদ মানুষ। কি ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য। এমন অবস্থায় ওকে সাহায্য করতে চাইছে অচেনা লোকটা।

'সত্যি সাহসী লোক তুমি। কতখানি সাহস থাকলে হ্যারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্যে করতে চাও তুমি, 'তা বুঝে গেছি আমি। 'ধন্যবাদ' দিয়ান কুলানের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা।'

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। আমার কর্তব্যটুকু আমি মাত্র সম্পাদন করতে চাইছি। কই, বাহবা পাবার মত কিছু করছি বলেতো মনে পড়ছে না?'

'সাব্বাস' আবার হা হা করে হেসে উঠলো মার্শাল। তুমি দেখছি বেশ বিনয়ী ছেলে হে। ভাল। খুব ভাল।



www.boiRboi.blogspot.com

# ছয়

দু'দিন পর। সেই একই রুমে পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসে আছে ওরা দু'জন। দিয়ান কুলানের মাথার ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ব্যথাটা রয়েই গেছে, একটু নাড়াচাড়া করলেই কাঁটা ফোটানোর মত খচখচে ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠে। তাই যথাসম্ভব নড়াচড়া না করে গরম মগ ভর্তি কফিতে চুমুক দিল সে।

'ডে বেকটার খামারে যেতে হবে তোমাকে,' বললো মার্শাল। 'হ্যারী বরাবরই মাথা ব্যথার কারণ আমাদের। অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দলের নেতা সে। ওর দলের চরেরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। গোপনে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে চারদিকে। একের পর এক দখল করছে র‍্যাঞ্চ।

আপাচির মতোই গোপনে অনুসরণ করছে ট্রেইল। অতর্কিত আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে লুটে নিচ্ছে ট্রেইলের সব সম্পদ, মেয়ে মানুষ। খুন হয়ে যাচ্ছে পুরুষ মানুষ।

'আমার কাজ কি হবে?' প্রশ্ন করলো দিয়ান কুলান। এবার একটা ম্যাপ বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপার আলাপ

করলো মার্শাল।

ওর নিপুণ প্লানিং আর পরিচ্ছিন্ন চিন্তা দেখে সত্যই অবাক হয়ে গেলো দিয়ান কুলান। ওর প্রতিটি কথা স্রেফ গিলে নিলো সে।

পুরো প্লানটা ভালভাবে বসিয়ে নিলো মাথার খোপে খোপে।

'গাধা নই আমি, কি বল' হা হা করে হেসে উঠলো মার্শাল। 'আশা করি বোঝাতে পেরেছি পুরো ব্যাপারটা তোমায়' সম্মতি-সূচক মাথা ঝাঁকালো দিয়ান কুলান।

'তোমার পিস্তলের খোপটা খালি' ওর দিকে একটা কোল্ট পিস্তল বাড়িয়ে দিল মার্শাল। ওটা অভ্যাসে হাতে চেক করলো দিয়ান কুলান। 'কে তুমি দিয়ান কুলান' যেন আপন মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলো মার্শাল। হাতের নাড়াচাড়া দেখেই বুঝতে পারছি, পিস্তলে অভ্যস্থ তুমি?'

মার্শাল সন্দেহ করছে ওকে। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো ও মার্শালের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বুটে পা গলিয়ে মাথা নীচু করে ফিতে বাঁধলো খুব শক্ত করে। কোমড়ে পেঁচিয়ে বাঁধলো গুলির ফিতে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা হাতে তুলে নিল। মাথায় দিল টুপি।

মাথা একটু ঝাঁকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো মার্শাল। 'আরে তুমি দেখছি রাখাল নও? রাখালরা তো মাথায় টুপি আগেই দেয়।' হাসি পেয়ে গেলো দিয়ান কুলানের। মার্শালদের পুরনো কৌশল। হকচকিয়ে দিয়ে কথা আদায় করার চেষ্টা।

'আর কি আবিষ্কার করলে আমার সম্পর্কে?' মার্শালকে একটু



www.boiRboi.blogspot.com

খুঁচিয়ে মজা পেতে চাইলো দিয়ান কুলান।

'তোমার পিঠে একটা পুরনো বুলেটের ক্ষত আছে। কেউ পেছন থেকে গুলি করেছিলো তোমাকে। এখানে সবাই সামনা সামনি যুদ্ধ করে, তারমানে যে তোমাকে গুলি করেছিলো, সামনে আসতে সাহস পায়নি সে। এতে প্রমাণ হয় তুমি একজন ভয়ংকর লোক। সেরা বন্দুকবাজ।'

হেসে ফেললো দিয়ান কুলান। পরমুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেল ওর সজাগ মন।

'ঠিকই ধরেছো, হয়ত আমি তাই।' বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর। দুই হাত মুঠো করে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হাতের তালু ব্যথা হয়ে গেল আঙুলের চাপে।

বিস্ময়ে বোবা বনে গেল মার্শাল, ওর কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। 'ভদ্রভাবে আমার সাথে কাজ না করলে অসুবিধে হবে তোমার।' শান্তভাবে বললো দিয়ান কুলান 'তুমি ইচ্ছে করেই আমার দুর্বল জায়গায় ঘা দিচ্ছ বারবার। কিন্তু আমার মনে হয়-না তার কোনো দরকার হবে আমি কে, কি আমার পরিচয়।

আমার স্মৃতি ফিরে এলে আমিই তোমাকে সব জানাবো।'

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে মার্শালের মুখ। এই ভয়ই সে করছিল। অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় ওকে সতর্ক করে দিল দিয়ান কুলান।

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে ওরা দু'জন। সুন্দর সকাল। এক পা এক পা করে রাজকীয় চালে ছুটে চলেছে ঘোড়া দু'টো।

লম্বা লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে। মার্শালই পথ দেখিয়ে নিয়ে

চলেছে দিয়ান কুলানকে। এদিককার পথঘাট ওর মুখস্থ। কোথায় মিসা, কোথায় পাহাড়ী খাদ, সব কিছু দেখা হয়ে গেছে ওর। একটা খাড়া চড়াই পেরিয়ে পাশাপাশি এসে গেল ওরা।'

'এই পাহাড়ী এলাকাটা বেশ সুন্দর,' বললো মার্শাল। আর সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় 'ডে ব্র্যাফটার' খামার দাঁড়িয়ে আছে।' 'কয়টা র‍্যাঞ্চ?' জানতে চাইলো দিয়ান কুলান। 'গোটা দশেকতো হবেই,' বললো মার্শাল।

তাহলে তো বেশ বড় খামারই হবে—খুশী হয়ে উঠলো দিয়ান কুলান।

ওই খামারের মালিক মারিয়া নামের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। ওর বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছে। ওর বাবার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলো হ্যারী। মেয়ের সামনে বাবাকে বেঁধে নিয়ে চাবুক মেরে সর্বাঙ্গ জর্জরিত করেছিলো।'

'কেন?' জানতে চাইলো দিয়ান কুলান। ধীরে ধীরে খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা।

'মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো হ্যারী। কিন্তু ওর বুড়ো বাপ রাজী হয়নি ওর প্রস্তাবে। উল্টো ওকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলো পিস্তল দেখিয়ে। খুশী মনে বকর বকর করতে চললো মার্শাল মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে। তার পরের রাত্রেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেয় বেন জানিস ওদের র‍্যাঞ্চ। হত্যা করে ওর বাবাকে।

তারপরই কেমন জানি বদলে গেল সোজা সরল মেয়েটা।



www.boiRboi.blogspot.com

আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে ও। হ্যারীর লোক পেলেই মাথায় খুন চেপে যায় ওর।

রাতের অন্ধকারে খোলা ছুরি হাতে ঘুরে বেড়ায়। নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, পিঠের ওপরব দিয়ে দেয় ছুরি। টুঁ শব্দ করবার আগেই খতম হয়ে যায়, ছুরি বিদ্ধ লোক। অসংখ্য খুন করেছে ও। জীবনের কোন আনন্দ ওর কাছে এর চেয়ে বড় নয়।

শিউরে উঠলো দিয়ান কুলান, মেয়েটার মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে।

'আমাকে খুব মানে। হয়তো আমি এই এলাকার মার্শাল বলেই। ওর খামারে থাকতে গেলে ওর সাথে প্রথমেই তোমাকে সমঝোতায় পৌঁছতে হবে, বকর বকর করছেই মার্শাল।

'বাদ দাও ও সব, শুনতে ভাল লাগছে না,' বিষন্ন কণ্ঠে বললো দিয়ান কুলান। 'তার চেয়ে এসো, মজার একটা খেলা খেলি। জোড়ছে ঘোড়া ছোটাও, দেখা যাক কে আগে র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারে।'

তুমি তো নূতন, এই এলাকার রাস্তা চিনবে? এই ছেলেমানুষী খেলায় মজা পেল মার্শালও। এইভাবে ছোটার ভিতর আনন্দও আছে। একঘেয়ে ভাবে গল্প করার চেয়ে এই সব খেলায় দোষের কিছু নেই। 'তাহলে শুরু করা যাক ছোট।'

বাতাসে শুকনো ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর দিয়ে। তীব্রবেগে ছুটে চলছে ঘোড়া দু'টো।

আশ্চর্য দক্ষতার সাথে কোনো রকম দ্বিধা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে

যাচ্ছে দিয়ান কুলান। প্রথম বিশ মিনিটেই—ওর কাছ থেকে পিছিয়ে পরতে শুরু করেছে মার্শাল। তারপরই ক্রমশই বাড়ছে ওদেরদু'-জনের দূরত্ব।

সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে আপন মনে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দিয়ান কুলান। মাইলখানেক পথ পেরোনোর পর একটা ক্রশ রোডের কাছে এসে পৌছলো ঘোড়া। একটা সাইন পোস্টে তীর চিহ্ন দিয়ে রাস্তাগুলোর গন্তব্য দেখা যাচ্ছে। বায়ের রাস্তাটা চলে গেছে 'ডে র‍্যাফটার' র‍্যাঞ্চের দিকে।

পিছন ফিরে তাকালো দিয়ান কুলান, দেখতে চায় মার্শালর মতিগতি। হেসে ফেললো সে। অনেক পিছনে পড়ে গেছে মার্শাল। 'হাই···হাই' ঘোড়ার পেটে হালকা লাথি পড়তেই আবার ছুটলো ঘোড়া।

হঠাৎ করেই বদলে গেল সামনের প্রকৃতি। শুরু হলো সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা মাঠ। কএসময় খোলা মাঠ পেরিয়ে এলো ঘোড়া। এবার শুরু হল র‍্যাঞ্চের ঘর বাড়ী। প্রথমেই চোখে পড়লো উ'চু ছাদ ওয়ালা বিরাট গুদাম ঘর। তরপর শোবার দোতালা কাঠের বাড়ী। একটা লম্বা টিনের একতালা ঘর। এটা ঘোড়ার আস্তাবল।



www.boiRboi.blogspot.com

# সাত

'হণ্ট' ঠিক রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে সোজা তাক করে আছে রাইফেলটা। একটা মেয়ে। বয়স বড় জোর বিশ হবে। অদ্ভুত সুন্দর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলো দিয়ান কুলান ওকে ঘোড়া থামিয়ে।

'গুড মনিং' বললো দিয়ান কুলান। পরিচয়ের হাসি ফুটিয়ে তুললো মুখে। খুব একটা বিগলিত হলো না মেয়েটা ওর হাসি দেখে।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দিয়ান কুলানের চেহারা আর কাপড় চোপড় লক্ষ্য করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মেয়েটার মুখে অশান্ত, নিরাশক্ত ভাব। ভেতরে ভেতরে ঘেমে নেয়ে গেলো দিয়ান কুলান।

'কে তুমি?' ধমক তো নয় যেন চাবুক পড়লো দিয়ান কুলানের পিঠে। 'কোন অধিকারে আমার এলাকায় ঢুকে পড়েছো।' 'আমি কিছুই বলছি না,' বললো দিয়ান কুলান। 'কার সঙ্গে কথা বলছি তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছি, ততক্ষণ কিছু উত্তর দিতে রাজী নই আমি।'

বুঝতে পেরেছি' দুঃখের লজ্জা এসে মিশলো ওর কণ্ঠে। দু'টোই যে কৃত্রিম সে ব্যাপারে নিশ্চিত দিয়ান কুলান।

'আমি মারিয়া, তুমি ?' 'দিয়ান কুলান' মার্শাল টমির বন্ধু। ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা নিরাসক্ত স্থির দৃষ্টিতে। সন্দেহের দোলায় দুলছে। চুপ করে অপেক্ষা করছে দিয়ান কুলান।

ভাবনা চিন্তা শেষ করার সময় দিচ্ছে মেয়েটাকে। এখনও সন্দেহ পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে মারিয়া। বোধহয় আঁচ করার চেষ্টা করছে সত্যি কথা বলছে কি না ও।

খুব একটা খুশী হয়েছে, মেয়েটার মুখ দেখে এমন মনে হলো না। দিয়ান কুলানও অবশ্য আশা করেনি খুশী হবে মেয়েটা। 'ঠিক আছে। অনেক নাম শুনেছি মার্শালের। এবার পরিচিত হওয়া যাবে।' কি সাংঘাতিক মিথ্যুক আর পাজী মেয়েরে বাবা। হাসি পেয়ে গেলো দিয়ান কুলানের।

'কি বলতে চাও তুমি তা ভালই জানা আছে আমার।' একটু খোঁচানোর ইচ্ছে হলো দিয়ান কুলানের। 'শুনেছি মার্শাল অনেক দিনের চেনা তোমার। বন্ধুও বলা যায়।'

খোঁচাটুকু গায়ে মাখলো না মারিয়া। 'ঠিকই শুনেছো। পরিচিত আমরা। মার্শাল ইবলিসের মত ধূর্ত, শয়তান লোক। তেমনি আবার দুর্দান্ত সাহসী। তিন তিন বার আমার জীবন রক্ষা করেছে। তা তুমি নিশ্চয় ওর সাথে কাজ কর, নাকি অন্য কিছু ?' সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

'দেখ আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই তোমার।' ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাকে আসতে হয়েছে এখানে।' বললো দিয়ান কুলান।



'দয়া করে রাইফেলের মুখ নামাও। তোমার সাথে বন্ধুত্ব চাই আমি, তাহলে আমার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা তুমি পাবে। বুঝতে পেরেছো ?'

আমি একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের বুঝতেই পারছো, দৃঢ়কণ্ঠে বললো মারিয়া।

কেমন লোক মার্শাল টমি ? তোমার মতো একজন অপরিচিত লোকের বকবকানি শোনা পোষাবে না আমার। একবিন্দু সরলো না রাইফেলের নল। মার্শাল টমির চেহারা, স্বাস্থ্য, কথা বলার ভঙ্গি, কাপড় চোপড় নিখুঁত ভাবে সব কিছুর বর্ণনা করলো দিয়ান কুলান। পাঁচ মিনিট মন দিয়ে শুনলো মেয়েটা। তারপরই বাম হাত তুলে থামতে বললো।

'হয়েছে হয়েছে। সব ঠিকই আছে। তুমি ওরই লোক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবুও আরো প্রমাণ চাই আমি। কি বহন করে এনেছো সাথে করে, মার্শালের লেখা চিঠি ? 'আরে নাহ,' একটু ইতস্তত: করলো দিয়ান কুলান। তারপর বললো। 'স্বয়ং মার্শালই এসেছে সাথে। দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছিল আমাদের দু'জনের মাঝে। পিছিয়ে পড়েছে মার্শাল।

হালকা করে শিস দিল মারিয়া, 'সেরা ঘোড় সওয়ার মার্শাল। কারো কাছে হেরে গেছে, কই শুনিনি তো। 'ওর চাপা কণ্ঠস্বরে দারুণ উত্তেজনা প্রকাশ পেল। 'কিন্তু বন্ধু এবার হেরে গেল। এমন তো ওর ধারা ছিল না।'

ঠিক এমনি সময় একরাশ ধুলা উড়িয়ে ঘোড়ায় চেপে পাশে এসে



www.boiRboi.blogspot.com

গেল মার্শাল টমি। 'বাস্টার্ড কোথাকার' চীৎকার করে উঠলো সে। কৃত্রিম রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। 'আমার মান সম্মান সব গেল, হারিয়ে দিয়েছো তুমি আমাকে?'

তারপরই মিষ্টি হাসলো মারিয়ার দিকে চেয়ে। 'হাই বেবী, বোকার মতো ওর দিকে রাইফেল তাক করে আছো কেন? ওকে পছন্দ হয়নি তোমার?' শরীরটা ঢিল করে রাইফেল নামিয়ে নিল মারিয়া। আঙুলগুলো এর মধ্যেই টন টন করতে শুরু করেছে ওর।

'গুণ্ডা বদমাশদেরই দিন এখন। ও যে তা নয় বুঝবো কি করে?' মৃদুকণ্ঠে কথা বলে উঠলো ও। তুমি না এলে হয়ত ওকে মেরেই ফেলতাম' ওর কণ্ঠ স্বরে এমন একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা প্রকাশ পেল যে ওরা দু'জন ওর দিকে কয়েক সেকেণ্ড চাইতে বাধ্য হলো।

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলো মার্শাল। 'সমস্যাটা অত্যন্ত কঠিন এবং এর সমাধানটাও অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। প্রতিশোধের আগুন সারা মনে দাউ দাউ করে জ্বলছে তাই না, বেবী?' থতমত খেয়ে গেল মারিয়া। কি বলবে বুঝে উঠতে পারলো না।

এত আকস্মিক ভাবে এমন মারাত্মক প্রশ্ন করে বসবে মার্শাল ভাবতেও পারেনি সে। কেন কথাটা বললো মার্শাল বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

'তুমি একেবারে চশমখোর। বেহায়া।' কৃত্রিম রাগে লাল হয়ে গেছে দিয়ান কুলান। এত সুন্দর মেয়েটার মনে কষ্ট দিতে আছে? কি কারণে এখানে এসেছি আমরা, তাই নিয়ে আলোচনা কর।' এক ঝটকায় পেছন ফিরলো মারিয়া।



www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ান কুলানের সহানুভূতিক কথায় চোখে পানি এসে গেছে ওর। তোমরা আমার সাথে আসতে পার। কোন মতে কথাটা বলে বলে হাঁটতে আরম্ভ করলো মারিয়া। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো ওরা দু'জন।

# আট

রুটি, মাংস শেষ করে গ্লাস ভর্তি মদে চুমুক দিল মার্শাল। এতক্ষণ খাবার সার্ভ করছিলো যে বৃদ্ধ ওর নাম আর্চ বিলিঙ। সে চলে গেছে বাইরে। 'মাথা খারাপ···নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মারিয়া মার্শালের মুখের দিকে। এইমাত্র সংক্ষেপে আগাগোড়া সব শুনেছে সে দিয়ান কুলান সম্পর্কে। লাল হয়ে গেছে ওর ফর্সা মুখ উত্তেজনা সামলাতে না পেরে।

'তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি করতে চাই না আমি। কিন্তু একটা স্মৃতিভ্রম লোককে হ্যারির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চাইছো, এটা তো যুদ্ধ নয় বরং নিছক হত্যাকাণ্ড।'

'চমৎকার চমৎকার' তিক্ত হসি হাসলো মার্শাল। 'ঠিক আছে, ওকে ধরে নিয়ে নির্জন সেলে আটকে রাখি, 'সেটা কেমন হয়?' মার্শালকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে দেখে অসহায় বোধ করলো মারিয়া।



www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক অছে, ঠিক আছে। এতো রাগ না দেখালেও চলতো। বন্ধু আমরা, তাই না? তোমার অনুরোধ রাখছি আমি। থাক বেজন্মাটা এখানে। 'বেহুদা মনে দুঃখ নিও না' হেসে ফেললো মার্শাল। 'আইনের কাজ করি তো তাই রাগটা চট করে এসে যায়।'

'খুব সুন্দর এই খামারটা' একটা বড় গাছের নীচে বসে বকর বকর করছে বুড়ো আর্চ বিলিঙ। ওর সামনে বসে আছে দিয়ান কুলান। 'এই খামারটা কিনেছিলো মারিয়ার বাবা মিঃ জন ব্রাউন। খুব ধনী লোক ছিলেন। রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ব্যবসা ছিল। প্রচুর অর্থ কামিয়েছিলেন তিনি। খুব সস্তায় এই খামারটা কিনেছিলেন বছর তিনেক আগে।

আমি আর আমার বন্ধু টম সেরা গরু চোর ছিলাম। এই 'ডে র‍্যাফটার' খামারের দিকে নজর গেল আমাদের। পাইকারী হারে গরু চুরি করতে শুরু করলাম এই খামার থেকে। অনেক চেষ্টা করেও গরু চুরি বন্ধ করতে না পেরে আমাদের ডেকে 'বাবা সোনা' বলে এই খামারেই চাকরী দিলেন তিনি।

'কি কাজ? নাহ, গরু চোরদের ধরতে হবে' হা হা করে হেসে উঠলো আর্চ বিলিঙ। 'আসলে খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তিনি। তিনি ভালভাবেই জানতেন আমরাই গরু চোর। কিন্তু কাজ করলে আমরাই আবার ভাল রাখাল হতে পারি। নিরাপদ আশ্রয় এবং ভাল চাকরী পেয়ে সত্যি সত্যিই আমরা ভাল মানুষে রূপান্তরিত হলাম। কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয়,

এই সুখ বেশীদিন রইলো না আমাদের। খুনী হ্যারী হত্যা

করলো মালিককে, আমার বন্ধু টমকে, দখল করে নিল খামার।'

'মারিয়ার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই? প্রশ্ন করলো দিয়ান কুলান।

'আজ পর্যন্ত তো কাউকে নিজের চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, এল পেসোতে ওর আপন চাচা আর এক চাচাতো ভাই আছে।'

'পালাতে চায়নি ও?' প্রশ্ন করলো দিয়ান কুলান। 'পালিয়ে যাবে কোথায়' পাল্টা প্রশ্ন করলো আর্চ বিলিঙ।' তুমি কি দেন্ড, চেরি, কিসলিঙ আর বুলডগের নাম শোনোনি? ওরা সবাই হ্যারীর বন্ধু। সবাই সেরা বন্দুকবাজ আর ফাইটার।

এসেছো যখন, ভাল করেই চিনবে ওদের। ওদের দেখলে অসম্ভব শক্তিশালী একটা যুদ্ধের মেশিন ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না তোমার। দিয়ান কুলান বুঝলো ওকে নিজেদের মাঝে পেয়ে ভিতর ভিতর যারপর নাই খুশী হয়ে উঠেছে আর্চ বিলিঙ। ওর কথা শোনাবার মতো সুযোগ পেয়েছে সে অন্তত কাউকে।

'তুমি কেহে ছোকড়া' বাঁজখাই গলায় প্রশ্ন করলো অপরিচিত লোকটা।

এতক্ষণ আড়ালে ঘাপটি মেরে শুনেছিলো ওদের সব কথা। এবার বেরিয়ে এসেছে গাছের আড়াল থেকে। ঝকঝকে আনকোরা নূতন পোশাক সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে। লম্বার তুলনায় একটু বেশি মোটা। মাথা নিখুঁত ভাবে কামানো। গালে অসংখ্য বলি রেখা।

'অন্য সব কারণ বাদ দিলেও শুধু অনধিকার প্রবেশের কারণেই তোমাকে খালি হাতে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারি আমি, তা



www.boiRboi.blogspot.com

জানো?' অত সহজ নয় মিস্টার, একটা নাচের ভংগিতে দুলতে শুরু করেছে দিয়ান কুলান, তুমিও অবৈধ ভাবে ঢুকেছো এই বাড়ীতে। পিটিয়ে মারতে আমিও জানি, আমাকে অযথা ভয় দেখিও না।'

'তাজ্জব কি বাত' নিরুত্তাপ হয়ে উঠলো অপরিচিত লোকটার কণ্ঠস্বর, অনেকটা নিষ্ঠুর। 'কোথাকার মাস্তান তুমি, এতটুকু ভয় পাচ্ছ না আমায় দেখে? দিয়ান কুলানের কথাকে কোন গুরুত্ব না দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অপরিচিত লোকটার মাঝে।

'ঠিক আছে। এস, তাহলে আরেক বার চিন্তা করে দেখি আমরা।' আপোষের ভঙ্গিতে বললো দিয়ান কুলান। অযথা ঝামেলা আমিও পছন্দ করি না। মারামারি করে কি লাভ? বাদ দাও ওসব।'

উত্তরে দু'পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠলো অপরিচিত লোকটা। একটু অবাক হলো দিয়ান কুলান। কিন্তু চট করে পিছিয়ে যেতে পারলো না। জোড়া পায়ে বুকের উপর পুরো ওজনে লাথি খেল সে।

দড়াম করে পিছন ফিরে মাটিতে আছড়ে পড়লো। মাথায় ব্যথা পেল, কিন্তু উঠে পড়লো আছড়ে পাছড়ে। মাটিতে পড়ে থাকলে লাথি খেয়ে মরতে হবে। এগিয়ে আসছে শত্রু।

নাগালের মাঝে আসতেই দড়াম করে একহাতে মারলো দিয়ান কুলান ওর পেট বরাবর, সর্বশক্তি দিয়ে। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল লোকটার দেহ। টলতে টলতে মাটির উপর শরীরটা রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

এবার ওর নাক বরাবর ধাই ধাই করে গোটা কয়েক ঘুষি চালালো দিয়ান কুলান।

গল গল করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো। ধড়াম করে মাটিতে আছড়ে পরেই জ্ঞান হারালো লোকটা।

'মেরেছে,' চোখ জোড়া বড় হয়ে ঠিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে আর্চ বিলিঙের। 'চমৎকার, অতি চমৎকার বিরল একটা সিন। বহুদিন পরে একটা নিখুঁত যুদ্ধ দেখলাম। খুব চালু তুমি। একশটা মার্শালের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও— কে লোকটা?' ঘসঘস করে চোয়াল ঘসে জানতে চাইলো দিয়ান কুলান। ওর নাম বুলডগ। ডাকাত হ্যারীর এক চেলা। একটা রত্ন। ওর নাম শুনলেও লোকে ভয় পেয়ে হড় হড় করে বমি করে ফেলে।

'এতই ভয়ংকর,' হা হা করে হেসে উঠলো দিয়ান কুলান। 'কই আমার কাছে তো লোকটাকে তত খারাপ বলে মনে হল না।'

'কি বলছো পাগলের মতো?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো আর্চ বিলিঙ।

'ঠিক আছে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখলে না বিধিসম্মত ভাবে পরিচিত হতে চেয়েছিলো বুলডগ। সামনে থেকে সরাসরি আক্রমণ করেছে আমাকে। পেছন থেকে পিঠে ছুরি মারতে শেখেনি ও। লোকটা সাহসী আর বীর। আমি ওকে সালাম জানাই।'

স্তব্ধ হয়ে গেল আর্চ বিলিঙ। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলো দিয়ান কুলানের মুখের দিকে। ছমিনিট চুপচাপ কেটে গেল। বলে কি



দিয়ান কুলান? কেমন মানুষ ও?

শত্রুকে পরাজিত করেও ওর গুণের প্রশংসা করছে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে মাথা,' শান্তভাবে বললো আর্চ বিলিঙ। 'বুলডগের মত জঘন্য লোকের প্রশংসা করছো তুমি?' 'কোনো সন্দেহ নেই তাতে আমার। ভাল গুণকে প্রশংসা করার মাঝে কোন লজ্জা খুঁজে পাই না আমি।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো দিয়ান কুলান।

'বুলডগকে তুমি পিটিয়েছো?' ম্লান হাসলো মারিয়া, মারামারি দেখে বেরিয়ে এসেছে ও। 'কাজটা ভাল করনি। তুমি সাহসী লোক। কিন্তু এখানে তোমার সাহসকে বাহবা দেবার লোক পাবে না, ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে ফেলবে তোমাকে হ্যারী আর তার চেলারা। ধুলির সাথে মিশিয়ে দেবে, তোমার সাহস আর শক্তি। নেকড়ে দিয়ে খাওয়াবে তোমার মৃত্যুদেহ।'

'এতোই সোজা কাজ ওটা।' সত্যিকার ভাবেই বিস্মিত হলো দিয়ান কুলান। 'একদল গুণ্ডা বদমায়েশ আমাকে মারতে চাইলে আমি বিনা প্রতিবাদে, বিনা বাধায় তাই মেনে নেব?' অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়লো মেয়েটা। 'বাজে বকো না তো। তুমি একা কি করে সামলাবে ওদের?' 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' মেনে নিল দিয়ান কুলান। 'যখন মারা যাবো তখন দেখা যাবে। এই মুহূর্তে মারপিটের আলাপ ভাল লাগছে না। অন্য কিছু বল।'

দিয়ান কুলান লক্ষ্য করলো যেন একটা কালো মেঘ উড়ে বসলো মারিয়ার মুখের ওপর। 'নিজের কথাই বলি আর দশটা স্বাভা-



www.boiRboi.blogspot.com

বিক মেয়ের মতোই বাবার আদরের মেয়ে ছিলাম আমি. ছনিয়া-জোড়া আর সবার মত মেয়েদের সম্পর্কে বাবার ধারণা ছিল : মেয়েরা হবে শান্ত, শিষ্ট, বড় হলে বিয়ে করে স্বামীর ঘর-সংসার করবে, বাচ্ছা-কাচ্ছা মানুষ করবে। বয়স হলে মরে যাবে।

কিন্তু তা আর হলো না। আমার চোখের সামনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চাবুক পেটা করে মেরে ফেললো আমার বাবাকে। কেউ বাধা দিতে এলো না। কেউ সাহায্য করতে এলো না। সবাই চুপ করে থাকলো প্রাণ ভয়ে।

কেবল চুপ থাকলাম না আমি। সরাসরি না হলেও, চ্যালেঞ্জ করে বসলাম হ্যারী আর তার চেলাদের।

দাউ দাউ করে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকের মাঝে। হত্যার নেশায় পেয়ে বসেছে আমাকে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আমি নেবোই। আয়ু শেষ হয়ে আসছে হ্যারীর, আমি শুধু সময়ের অপেক্ষায় আছি।' ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে মারিয়ার ছ'চোখ।

দিয়ান কুলান অনুভব করলো, এক হতভাগ্য মেয়ের করুণ দীর্ঘশ্বাস। কেন জানি মায়া হলো ওর মারিয়ার উপর। হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে চলে এলো ওরা ছ'জন।



www.boiRboi.blogspot.com

# নয়

'আরে···আরে,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো দিয়ান কুলান। চারদিকে কাঠের রেলিং দেওয়া মাঠের ভেতর চড়ে বেড়াচ্ছে লাল রংঙের তেজী ঘোড়াটা। 'দেখছো কি সুন্দর ঘোড়া। নিশ্চয় চিরোকি জাতের ঘোড়া ওটা। 'ঠিক ধরেছো, হাসলো মারিয়া।' 'কিন্তু বড় দেমাগী, কাউকে ওর পিঠে চড়তে দেয়নি এখন পর্যন্ত। হ্যারীও ব্যর্থ হয়েছে ওর পিঠে চড়তে।'

একটু লাল হয়ে গেল ওর গাল। 'আসলে ঘোড়াটাই আমাকে বাঁচিয়েছে, হ্যারীর লালসার হাত থেকে। আমাকে বিয়ে করতে চায় বেজন্মাটা। 'আমি বাজী ধরেছি এই ঘোড়ার উপর। যদি সে এই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়িয়ে আসতে পারে এক মাইল রাস্তা। তাহলে বিনা দ্বিধায় বিয়ে করবো আমি ওকে।' 'হুই হুই' হালকা করে শিস দিল দিয়ান কুলান। 'মায়া হচ্ছে আমার হ্যারীর জন্য। এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি হতচ্ছাড়া গর্দভটা।'

'হুই হুই' পাল্টা জোরে শিস দিল মারিয়া। তারপরই হা হা

করে প্রাণখোলা হাসিতে ভরিয়ে তুললো চারদিকে। হঠাৎ করেই হাসি থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দিয়ান কুলানের চেহারা লক্ষ্য করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

তারপর মুখে নিরাসক্ত ভাব নিয়ে আলস্য ভরে দু'হাত ওপরে তুলে নামিয়ে নিল। 'দিয়ান কুলান?' ধমক তো নয় যেন গরম লোহার ছ্যাকা পড়লো দিয়ান কুলানের পিঠের ওপর। 'নিজেকে তুমি খুব দক্ষ আর যোগ্য ব্যক্তি মনে কর, আসলে প্রথম শ্রেণীর গর্দভ তুমি। ঠিক আছে, 'আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি। ঐ ঘোড়াটাকে বশ করে ওর পিঠে চড়ে যদি এক মাইল রাস্তা নিরাপদে ঘুরে আসতে পার, তাহলে আমাকে বিয়ে করার সুযোগ পাবে তুমি।'

আবার খুব জোরে শিস দিয়ে উঠলো দিয়ান কুলান। কোনো সন্দেহ নেই, ওর যোগ্যতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসেছে মেয়েটা। যদি ঝোঁকের মাথায় ওকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে মেয়েটা, তো ওকে গাধা ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। কিন্তু মেয়েটাকে বোকা মনে হয়নি ওর। তাহলে চ্যালেঞ্জ করলো কেন?

উত্তরটা খুবই সহজ। মেয়েটা ধরেই নিয়েছে সে-ও হ্যারীর মতো ব্যর্থ হবে ঘোড়ায় চাপতে। আর তাই দেখে মজা পেতে চাইছে ও। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল দিয়ান কুলানের, পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করে।

একটা পুঁচকে মেয়ে, ওকে নাচাতে চাইছে, তাই যদি হয় তাহলে বেঁচে থেকে লাভটা কি? আর দেরি করা যায় না, সিদ্ধান্ত নিয়ে



www.boiRboi.blogspot.com

ফেললো দিয়ান কুলান।

এক লাফে রেলিং টপকে ভেতরে চলে গেল সে। এক দৌড়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো 'আও বাচ্চ্‌ আও।'

মুখে বিচিত্র সব শব্দ করে এক হাত বাড়িয়ে দিল দিয়ান কুলান। বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে এই সব বিচিত্র শব্দ শুনলো। ঘোড়া বোধহয় বুঝতে চাইছে কি বলতে চাইছে লোকটা। হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো ঘোড়া। তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে দু'পা ওপরে তুলে ফেললো চিঁহিঁ করতে করতে।

নাকের বাঁশি ফুলে ফুলে উঠছে—বিপদটা কি তাই বোধহয় বুঝতে চাইছে। বিদ্যুৎবেগে এক লাফে দিয়ান কুলান সরতে গিয়েও পারলো না। ওর বুকের ওপর সবেগে নেমে এলো ঘোড়ার দু'পায়ের লাথি। ছিটকে সটান মাটিতে পড়ে গেল সে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বুকের পাঁজর ভাঙেনি বটে, তবে উঠে দৌড়ানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে প্রায় দু'মিনিট লাগলো। ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো সে। 'আও বাচ্চ্‌...আও,' ঘোড়াটার চারদিকে চড়কির মত চক্কর দিতে শুরু করলো ও। ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে উঠছে ঘোড়াটা।

একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো দিয়ান কুলান। দ্বিধায় পড়ে গেছে ও। এবার আসল কাজ? লাফিয়ে উঠতে হবে ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু যদি ভুল হয়ে যায়! দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঘোড়াটা বন্য,

ফেলে দেবে ওকে পিঠ থেকে। তারপর দু'পায়ে লাফিয়ে পৈশাচিক ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে হত্যা করবে। হোক যা হবার। তবু উঠতে হবে ঘোড়ায়।

জিনের রেকাবে পা ঠেকিয়ে ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠে গেলো দিয়ান কুলান। চিঁহিই করে প্রাণঘাতী আর্তনাদ করে উঠলো ঘোড়াটা।

পাগলের মত লাফালাফি করতে শুরু করলো, ওর পিঠের বেয়াদব আরোহীকে ফেলে দিতে। শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরলো দিয়ান কুলান। কিন্তু কাজ হলো না। ওকে পিঠে নিয়েই পাগলের মতো কাঠের রেলিং বরাবর ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

'গেছিরে বাবা, নির্ঘাৎ এবার পড়ে যাচ্ছি,' কঁকিয়ে উঠলো দিয়ান কুলান। 'এই উঁচু কাঠের রেলিং পার হতে পারবে কি হতচ্ছাড়া পাজী ঘোড়াটা? উফ, কিন্তু নাহ। কাঠের রেলিং অনায়াসে টপকে গেল ঘোড়াটা। তারপর ছুটলো সামনের দিকে।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো মারিয়া, ঝাড়া তিন মিনিট। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল দিয়ান কুলানের প্রথমে পতন তারপর ঘোড়ায় চেপে রেলিং টপকে বেড়িয়ে জংগলের দিকে হারিয়ে যাওয়া। হায় হায় কি সর্বনাশ।

কিচ্ছু ভাবতে পারছে না ও। বুকের রক্ত অকারণেই টগবগিয়ে উঠছে। এভাবেই বিয়ে তাহলে কপালে লেখা ছিল।

হাঁপাচ্ছে। দারুণ উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসতে



www.boiRboi.blogspot.com

চাইছে বুকের ভেতর থেকে। নিজের হাতে তৈরি করা ফাঁদে নিজেই আটকে গেছে।

তিক্ততায় ভরে গেল ওর মন। হেরে গেছে ও। বিয়েটা নিশ্চয় খুব খারাপ একটা কিছু নয়। যেন নিজেকেই শান্ত্বনা দিল মারিয়া।

# দশ

একটানা আপন মনে ছুটে চলেছে বন্য ঘোড়াটা। অনুর্বর জমি-গুলো পেরিয়ে এসেছে দ্রুত। 'ডে ব্র্যাকটার' খামার থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ছ'মাইল এগিয়েছে দিয়ান কুলান।

প্রথম দিকে একটা ট্রেইল ধরে এগিয়েছে সে। এখন ক্রমশ উঠে গেছে ট্রেইলটা, তারপর আবার নেমে গেছে। কঠিন পাথুরে চড়াই উৎরাইয়ের ওপর দিয়ে গোটা পথটা এগিয়ে গেছে ও। আরো কিছুক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে একটু থামলো দিয়ান কুলান।

সামনে দু'পাশে উঁচু হয়ে ওপরে উঠে গেছে ক্যানিয়নের দু'টো খাড়া দেয়াল। দুই পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো দিয়ান কুলান। চমকে লম্বা একটা লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

আরো ঘন্টাখানেক ঘোড়া ছুটাল দিয়ান কুলান। এবার প্রবেশ করেছে অদ্ভুত প্রশস্ত আর প্রায় নির্জন জায়গায়। হঠাৎ করেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো দিয়ান কুলান।

গাছপালার আড়ালে ছোট্ট কাঠের কেবিনটা চোখে পড়ছে ওর।



www.boiRboi.blogspot.com

পুরো কেবিনটা একবার চক্কর দিলো দিয়ান কুলান। সব ক'টি জানালায় মোটা ক্যানভাসের পর্দা দেওয়া। প্রত্যেকটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

এই নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কেবিনটা অহেতুক অতিরিক্ত কৌতূহলী করে তুলেছে ওকে। শেষ পর্যন্ত ফ্রন্ট ডোরটার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় নক করলো।

ভেতর থেকে ফাঁকা একটা প্রতিধ্বনি ভেসে এলো শুধু। দরজা খুললো না। আবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। খালিই মনে হচ্ছে কেবিনটা।

কিন্তু সাথে সাথেই বাতিল হয়ে গেল চিন্তাটা। খালিই যদি হবে, তাহলে দরজা বন্ধ কেন? নাহ্, দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো দিয়ান কুলান। দরজা ভেঙ্গে হলেও ঢুকতে হবে ভেতরে।

দমাদম গোটা বিশেক সবুট লাথি খেয়েই মড়মড় করে ভেঙে গেল কাঠের দরজা।

পিস্তল হাতে এক লাফে কেবিনে ঢুকেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল ওর সারাদেহ। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে ওর চোখ জোড়া।

ছোট্ট কেবিনটা। খালি একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর একটা ছোট্ট কাঠের বিছানা, এই নিয়েই কেবিন। নিঃসঙ্গ একটা লোকের কেবিন এটা, জানে দিয়ান কুলান। আরাম আয়েশের দিকে যার কোনো নজর নেই, নির্জনতাই যার পছন্দ, এমন একটা

লোকেরই কেবিন এটা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকটা এখন আর বেঁচে নেই। কাঠের মেঝেতে লুটিয়ে পরে আছে ওর মৃতদেহ। হাতে ধরা পিস্তল। গুলীতে উড়ে গেছে মগজ।

এটা আত্মহত্যা, পরিষ্কার বুঝলো দিয়ান কুলান, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, এটাই মস্তবড় প্রমাণ তার যুক্তির স্বপক্ষে।

কেবিনের জিনিসপত্রগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো দিয়ান কুলান। কাঠের ফাঁক-ফোঁকড়—সব হাতিয়ে দেখলো, উল্লেখযোগ্য কিছু নজরে পড়লো না। শেষে বিছানার উপর হাত লাগালো। যদি কোনো ডায়েরী বা চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়, লোকটার পরিচয়। কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে কিছু জানা যাবে তাহলে।

একটা মোটা খাম, গালা দিয়ে আটকানো, দেখে ধ্বক করে—লাফিয়ে উঠলো ওর হৃৎপিণ্ডটা। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিলো খামটা। তারপর শান্ত পায়ে বাইরে বেড়িয়ে একলাফে ঘোড়ায় চেপে বসলো।

একনাগাড়ে ত্রিশ মিনিট ঘোড়া ছুটিয়ে চললো দিয়ান কুলান। হাতটা ঘামছে, নিশপিশ করছে গালা মারা খামটা খোলার জন্যে। আকুলি বিকুলি করছে মনটা, খামের ভিতর কি আছে তা জানার জন্যে। থামিয়ে ফেললো সে ঘোড়া।

একটা পাইন গাছের নিচে আয়েশ করে বসে, খুব সাবধানে গালাটা খুললো আঙ্গুলের চাপ দিয়ে। খামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা চিঠি আর একটা মোটা কাগজে লেখা



www.boiRboi.blogspot.com

দলিল। চিঠিটা পড়তে শুরু করলো দিয়ান কুলান। হেডিংটা পড়েই ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

সাথে সাথে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনা সব কিছু গ্রাস করলো ওকে।

দু'সেকেণ্ড পরেই একটু শান্ত হলো দিয়ান কুলান। গভীর মনোযোগের সাথে চোখ বুলাতে শুরু করলো হাতে ধরা চিঠিটার ওপর।

প্রিয় দিয়ান কুলান।

সালাম নেবে। গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি—আমাদের তদন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তুমি যার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে ব্রেক কর্পুরের মতই উবে গেছে ও।

ওর পাত্তা পাওয়া সত্যি একেবারে অসম্ভব। ওর সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছি: ওকে প্রথম দেখা যায় মিশৌরিতে। খুব সম্ভবত রেল গাড়ীতে চেপে এসেছিলো। প্লাটফর্মেই ঝগড়া শুরু হয় গলাকাটা ডাকাতদের সাথে। খালি হাতেই লড়ে যায় সে একদল ভয়ংকর ডাকাতের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুর নির্বিকার ভাবে।

দ্বিতীয় বার, ওকে বারে বসে চ্যালেঞ্জ করে বসে মিশৌরির সেরা পিস্তলবাজ ম্যাক্সওয়েল। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলী ছুড়ে ওকে হত্যা করে ও। সবটা ব্যাপার এত দ্রুত এত অনায়াসে ঘটে যায় যে তাজ্জব বনে যায় বারের প্রত্যেকটা লোক।

এক রাখাল ওকে খেচে, জামাই আদর করে নিয়ে যায় নিজের খামারে। ওর অনেক গরু খোয়া গেছে। গরু চোরেরা ওকে বড়

বেশি জ্বালাতন করতো।

তিনদিন পরে একটা পাহাড়ের গুহায় তিনজন গরু চোরের মৃতদেহ ও ত্রিশটা চুরি করা গরুর মাথা পাওয়া যায়।

কাহিনী এবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখনই জানা গেল অচেনা লোকটার নাম—জনি বিয়ানদা। এসেছে পশ্চিম থেকে।

মন্টানার বিখ্যাত স্টেজ কোচ কোম্পানী ওকে ভাড়া করলো। স্টেজ থামিয়ে দস্যুরা ওদের জিনিসপত্র লুট করতো।

এর পরদিন যখন দস্যুরা স্টেজ আক্রমণ করলো, তখন স্টেজের ভেতর থেকে জনি বিয়ানদা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ওদের তিনজনকে খুন করলো।

এত বড় পাষণ্ড লোক আর নেই, স্বীকার করে ওকে পুরস্কৃত করে বিদায় করে দিল স্টেজ কোম্পানী। এরপর আর লুঠপাঠ হয়নি ওখানে, গলা কাটা ডাকাত দল পালিয়ে গেছে শহর ছেড়ে, গরু চোররা সব ভাল মানুষ সেজে রাখাল হয়ে গেছে।

বিনীত নিবেদক
মিঃ রেডফোর্ড
পিঙ্কারটন গোয়েন্দা এজেন্সি।

স্তব্ধ হয়ে গেছে দিয়ান কুলান।

সে নিজে দিয়ান কুলান, এটা আর ভাবা যাচ্ছে না। এখন সে কি করবে? কোথায় চিন্তা, কোথায় কি, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে ও।

আরো কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ বসে রইলো সে। কাঁধ ঝাঁকালো



www.boiRboi.blogspot.com

অসহায় ভাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

এই নূতন আবিষ্কার ওর জীবনটাকে আরো দুবির্ষহ করে তুলবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সবই আমার ভাগ্য, ভাবলো সে। দলিলটা দেখতে গিয়ে আরেকটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো, হলো কি আমার, ভুল দেখছি না তো।

দলিল খানায় তিনশ' কুড়ি একর জমি, আর মারিয়ার নাম লেখা আছে ওতে। ওর বাবা জনি ব্রাউনের স্বাক্ষর রয়েছে দলিলে। দলিলের বক্তব্য মোটামুটি এই, এই দলিল অনুযায়ী 'রাইচ' নামে খামারের মালিক হবে মারিয়া ব্রাউন। আর জনি বিয়ানদা নামে এক যুবককে ওর বিয়ে করতে হবে বাপের অনুরোধ অনুযায়ী। শুধু মাত্র তাহলেই জমিটা পাবে সে, না হলে পাবে না?'

দলিলের নীচে আরো দু'টি স্বাক্ষর আছে। মিঃ রিচার্ড ব্রাউন, এলপেসো শহর। টেক্সাস। মিস পলি ব্রাউও এলপেসো শহর। টেক্সাস।

ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যের জায়গায় নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে তার মুখের চেহারায়। অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

দিয়ান কুলান পেতে চাইছিলো জনি বিয়ানদাকে। আর মারিয়ার বাবা ওকে অনুরোধ করে গেছে জনি বিয়ানদাকে বিয়ে করতে?

একটা উৎকট রহস্য।

খুব সহজে সমাধান হবে বলে তো মনে হয় না। কারণ এই রহস্যের সমাধান যারা করতে পারতো, তারা দু'জনই মৃত।

আচ্ছা, জনি বিয়ানদাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়া

মানুষের খোঁজ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। গোটা পরিস্থিতিটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে নকল দিয়ান কুলান।

আর দেরী করা যায় না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। যেখানে গেলে কিছু সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই যেতে হবে তাকে।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ রিচার্ড ব্রাউন, মিস পলি ব্রাউন দিয়েই শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। ওরা দু'জনই জড়িত এই দলিলের সাথে। ওদের কাছ থেকেই রহস্যের জটটা খুলতে হবে, ভাবলো সে।



www.boiRboi.blogspot.com

# এগারো

ঠিক রাত ন'টার পর এল পেসো শহরে প্রবেশ করলো নকল দিয়ান কুলান। সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়েছে না থেমে। আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে, বাহার মার্কা কাঠের দু'টো পাল্লা ঠেলে বারের ভেতর ঢুকে পড়লো। তার পাশে নজর বুলিয়ে জুৎ করে একটা খালি চেয়ার দখল করে বসলো।

গরম কফির অর্ডার দিল। যে মেয়েটা কফি নিয়ে এলো তাকেই ধরলো প্রথম। ওকেই জিজ্ঞেস করলো ওদের দু'জনের কথা। 'মিঃ রিচার্ডের কথা জানতে চাইছো তুমি?' যেন টেবিল ফুঁড়ে ওর সামনে গজিয়ে উঠেছে লোকটি। রক্তচক্ষু মেলে কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আমি দেভ, তুমি?' জানতে চাইলো লোকটা।

'হুই হুই' হালকা করে শিস দিল নকল দিয়ান কুলান। বিদ্যুৎ-বেগে পিস্তল বের করেই গুলি করলো ও। হত্যার নেশায় পেয়েছে ওকে। প্রথমে একটু অবাক হলো দেভ। লাফিয়ে উঠলো ওর দেহটা।

পরমুহূর্তেই ওর চোখে মুখে ফুটে উঠলো অবিশ্বাস, ভীতি, তার-পর ব্যথায় কুকড়ে গেল ওর মুখটা। বুকের কাছ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। বুলেট গুড়িয়ে দিয়েছে বুকের পাঁজর, ঢুকে গেছে আরো ভেতরে।

ধপাশ করে উলটে গেল ওর মৃতদেহ।

সবটা ব্যাপার এত দ্রুত এত অনায়াসে ঘটে গেল যে তাজ্জব বনে গেল বারের প্রতিটা লোক। কেউ একবিন্দু নড়াচড়া করছে না, শ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনার জন্য।

'ও ভাই মোটা,' পিস্তল নাচিয়ে বারের ম্যানেজারকে কাছে ডাকলো দিয়ান কুলান। বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যানেজার, 'হুজুর। আমি গরীব মানুষ, জানে প্রাণে মারবেন না' থরথর করে কাপছে ও। 'চুউপ' গর্জে উঠলো নকল দিয়ান কুলান। 'ফালতু একটা কথাও শুনতে চাই না আমি। শহরটা খুব বড় নয়, আমি মিঃ রিচার্ড ব্রাউনকে খুঁজছি, ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে, এখনই' 'চলুন স্যার' বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। পথ দেখিয়ে ওকে নিয়ে এল ম্যানেজার, একটা কাঠের—দোতলা বাড়ীর সামনে।



www.boiRboi.blogspot.com

# বারো

'তাজ্জব ব্যাপার' উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে মিঃ রিচার্ড ব্রাউন 'দেভকে তুমি, এত সহজেই খুন করে ফেললে?' ঝাড়া সাত ফুট লম্বা লোকটা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না, এমন একটা আভিজাত্য আছে লোক-টার চেহারায়।

ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটছে, মাঝে মাঝেই আড়চোখে তাকাচ্ছে নকল দিয়ান কুলানের দিকে। 'হায় হায়, কিসলিঙের কথা আমার তো মনেই নেই,' উত্তেজিত ভাবে বললো মিঃ রিচার্ড ব্রাউন। 'এই শহরেই আছে ব্যাটা। এতক্ষণে নিশ্চয় দেভের মৃত্যুর খবর ওর কানে পৌঁছে গেছে। খোলা পিস্তল হাতে বেরিয়ে পরেছে শয়তানটা তোমাকে খুঁজতে।'

এই মাত্র ম্যানেজার ওকে মিঃ রিচার্ড ব্রাউনের ডেরায় পৌঁছে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেছে নিজ বারে।

'স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি আমি,' অসহায় ভঙ্গিতে বললো নকল দিয়ান কুলান। 'চারদিকে যা দেখতে পাচ্ছি শুধু অপরিচিত নয়, রীতিমত বিস্ময়কর ঠেকছে আমার সব। শত্রু মিত্র কিছুই চিনতে পারছি না আমি?' ভুরু কুচকে উঠল মিঃ রিচার্ড ব্রাউনের।

তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ঝড় বয়ে যাচ্ছে রিচার্ডের মনে। 'কি?' চাপা উত্তেজনার ছোঁয়া ওর কণ্ঠস্বরে।

'পুরো ঘটনা খুলে বল, সব শুনতে চাই আমি. তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘুরছে আমার।' প্রথম থেকে সব কথা খুলে বলতে শুরু করলো নকল দিয়ান কুলান।

গভীর মনোযোগের সাথে সব কিছু শুনলো রিচার্ড। তারপর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে ওর সামনে বসে পরলো ধপ করে। কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া কুচকে উঠল। বিস্মিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে নকল দিয়ান।

কামরায় পিন পতন স্তব্ধতা। আশ্চর্য! কেঁদে ফেলেছে বুড়ো লোকটা। দুগাল বেয়ে নেমে আসছে চোখের পানি, টপ টপ করে পড়ছে দুই হাতের উপর।

'হ্যাঁ, আমিই দায়ী,' রুদ্ধ গলায় বললো রিচার্ড। 'সব কিছুর জন্যে, আমিই দায়ী। হ্যারী যে এত বড় পাষণ্ড জানা ছিল না আমার।' চুপ হয়ে গেছে রিচার্ড। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। 'দিয়ান কুলানকে মেরে আমাকে স্রেফ বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে হ্যারী। এই বয়সে আঘাতটা বড় বেশি ধাক্কা দিয়েছে আমাকে।'

অপেক্ষা করছে নকল দিয়ান কুলান। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ও। কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে গেছে মস্তিষ্ক। হলো কি বুড়োর। 'আমি দুঃখিত,' ফ্যাকাসে মুখে বললো রিচার্ড। 'তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছি আমি···তাই না, আসলে কি জান, নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে আমার, দিয়ান কুলান আমার একমাত্র পুত্র কিনা, তাই ওর মৃত্যুর খবরটা বেশ ধাক্কা দিয়েছে আমার বুকে।'



বজ্রাহতের মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইলো নকল দিয়ান কুলান। 'মিঃ রিচার্ড,' ম্লান কণ্ঠে বললো ও 'আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না আজ আমি কতো দুঃখী। মনে হচ্ছে আপন ভাই মারা গেছে আমার। বড় করুণ শোনালো ওর কথাগুলো।' কেঁদে আর কি করবেন।

'দেখুন, আপনি, আমরা সবাই ভাগ্যের হাতে বন্দী। আমরা চেষ্টা করলেও ও নিজেদের অদৃষ্ট লিখন খণ্ডাতে পারবো না।' 'তোমার মনটা খুব ভাল,' দশ সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো ওকে রিচার্ড। ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছে নিজেকে। হঠাৎ করেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর, পেশীগুলোয় টান পড়লো। 'আরে, সর্বনাশ, কিসলিঙের কথাতো ভুলেই গিয়েছিলাম। জলদি পালাও তুমি। 'নইলে ভয়ংকর বিপদে পড়বে।'

'এই নিয়ে দু'বার বললেন ওর নাম, এতই ভয়ংকর লোকটা,' জানতে চাইলো নকল দিয়ান কুলান। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে গেছে ও। আসল কাজই শুরু করতে পারেনি এখনো।

'কিসলিঙ খুব শক্ত মানুষ। ওর সব চেয়ে বড় কুখ্যাতি, দু'হাতে তালি মেরে মশা মারার মতো মানুষ মারতে ওস্তাদ ব্যাটা।

'চমৎকার।' মনে মনে ভাবলো নকল দিয়ান কুলান। 'দেখা যাচ্ছে কিসলিঙ লোকটা বেশ কাজের। একটা দামী রত্ন। ওর সাথে, মোলাকাত হলে মন্দ হয় না?' 'ও মাই গড' কণ্ঠস্বরে একটা হাহাকার ফুটে উঠলো রিচার্ডের। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা বাজে গালগল্প করে। পুরো গল্পটা প্রথম থেকে শুরু করছি আমি। হয়তো সবটা শুনলে স্মৃতি ফিরে পাবে তুমি।' এই কথা শুনে

ম্লান হাসলো নকল দিয়ান কুলান। 'কোন সন্দেহ নেই, স্মৃতি



www.boiRboi.blogspot.com

ফিরে আসবে তোমার।' জোড় গলায় আশ্বাস দিলো রিচার্ড। 'যা শুনলাম, প্রায় সুস্থ হয়ে গেছ তুমি। ব্রেনে বড় রকমের ক্ষতি হয়নি। ভয়ের কিছু নেই। প্রথমেই তোমার নামটা বলে ফেলি তোমার আসল পরিচয় তুমি—জনি বিয়ানদা।

'কি!' একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে নকল দিয়ান কুলান। অবিশ্বাস ভরে রিচার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রিচার্ড।

'কি? ভয় পেলে, নাকি, অবাক হলে নিজের আসল পরিচয় পেয়ে?' চুপ করে রইলো নকল দিয়ান কুলান। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অবস্থা এমন বিদঘুটে, উদ্ভব সব চিন্তা ঢুকছে মাথার ভেতর। হচ্ছে কি এ সব! 'ওরে বাবা,' ওর মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠলো রিচার্ড। 'রীতিমতো ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে, একেবারে বোবা বনে গেলে নাকি?'

ধড়মড় করে বাস্তবে ফিরে এল নকল দিয়ান কুলান। আর লুকোচুরি নয়। সবটা শোনা যাক এবার। সময় যতোই যাচ্ছে পরিস্থিটা আরো গুরুতর এবং বিপদজ্জনক হয়ে উঠছে। মোটেই মাথা গরম করা উচিত নয় এখন।

প্রতি পক্ষরাই এখন সব চেয়ে উৎকট বাধা? যে কোনো মুহূর্তে গোলযোগ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা, প্রথম সুযোগেই শোনা যাক, পুরো ঘটনা ধৈর্য ধরে।



www.boiRboi.blogspot.com

# তের

শুরু করুন গল্প. শুনতে চাই আমি?' অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে নকল দিয়ান কুলান. রিচার্ডের মুখের দিকে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে সারা শরীর।

বাইরে থেকে দেখে চেহারাটা শান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু মনের ভেতর তুমুল আলোড়ন তুলে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর। সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে যাচ্ছে একটু পরেই। স্মৃতি ফিরে আসার কতটুকু সম্ভাবনা আছে সব শুনে?

'ঠিক আছে,' মৃদু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বললো রিচার্ড। 'তাহলে শুরু করছি গল্পটা। চিন্তা করো না। উপকার বা অপকার যাই হোক, স্মৃতি ফিরে পেতে হলে গল্পটা তোমার শোনা উচিত।'

'বহুদিন···বহুদিন আগের কথা।' 'মারিয়ার বাবা মিঃ জন ব্রাউন ছিল এল পেসো শহরের সেরা ধনী লোক। কয়েকটি নিজস্ব ব্যাংক আরও নানা ধরনের ব্যবসায়ে জলের মত অর্থ উপার্জন হতো ওর। কিন্তু এই অর্থের প্রাচুর্যতা ওকে শান্তি দিতে পারে নি। অবশ্য এই জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয়, বরং নিজেই এর জন্য দায়ী ও।

ওর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল মেয়েমানুষের প্রতি মাত্রা-

রিক্ত আসক্তি। মেয়েমানুষ দেখলেই লোভ সামলাতে পারতো না বদমায়েসটা।

'মেয়েমানুষের ব্যাপারে ও ছিল সিরিয়াস। ছলে বলে, কৌশলে কখনও বা প্রচণ্ড হুমকি প্রয়োগ করে বহু মেয়েরই সর্বনাশ করেছে।'

রাগে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে রিচার্ডের। 'লোক মুখে শুনেছি ও নাকি নিজেই মেয়েদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালাতো এবং বিকৃত ভাবে মেয়েদের উপভোগ করতো। অস্বীকার করার উপায় নেই, মেয়েদের ব্যাপারে একজন উন্মাদ স্যাডিষ্ট ছিল ও।

এই শহর এবং আশে পাশে কয়েকটি শহরের মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ওই লোক। যতই দিন যাচ্ছিল, ততই বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছিল ও।

কেঁপে কেঁপে উঠলো রিচার্ডের গলা। 'ওর কার্যকলাপ দেখে ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়ার মতো অবস্থা হলো আমার। কারণ নুতন উপসর্গ শুরু হয়ে গেছে ওর, এখানে সেখানে মেয়েদের বিকৃত লাশ পাওয়া যাচ্ছে। মৃত। বুঝলাম আর চুপ করে থাকা যায় না, ও যা করছে তা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। পুরোপুরি পাগলামী।

মুহূর্তের বিলম্বে সর্বনাশ ঘটে যাবে, এভাবে মেয়েমানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অচিরেই ছয় ফিট মাটির নীচে ওকে চিরতরে ঘুমাতে হবে।

ওহো, একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, একই মায়ের পেটে জন্ম আমাদের। আমি বড়, ও ছোট। ওকে ডেকে বড় ভাই সুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে ধীর ভঙ্গিতে বুঝাতে শুরু করলাম। আগুন নিয়ে খেলছো, একদিন এই আগুনেই পুড়ে মরবে তুমি। তাছাড়া বাইরের মেয়েমানুষ নিয়ে এতো লাফালাফি করার দরকারই বা কি, ঘরে



www.boiRboi.blogspot.com

তো সুন্দরী বউ আর এক বছরের বাচ্চা ছেলে লুই আছেই।'

ওর চেহারা থেকে উজ্জ্বলতা খসে পড়তে দেখলাম আমি। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম আমি, কিন্তু একচুল নড়তে দেখলাম না ওর চোখের পাতা। আমার সম্মুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ও। অথচ ভঙ্গিতে ফুটে রয়েছে বিশ্রামরত নেকড়ের আক্রমণাত্মক ভাব।

অকস্মাৎ কেন যেন মনে হল, পতনের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে ও, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকট হয়ে গেছে ওর মধ্যে, ওকে সহজে ফিরানো যাবে না আর।

হঠাৎ সাংঘাতিক ঘৃণা হলো নিজের ওপর। এসব কি ভাবছি আমি? আমি ওর বড় ভাই, আরো ঠাণ্ডা মাথায় ওকে বুঝাতে হবে, ওর সুমতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

তাহলেই আমার কর্তব্য পালন করা হবে। জনকে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে ধীর স্থির ভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম। ওর বউয়ের সাথে দেখা করবো আমি। গোপন একটা উদ্দেশ্যে আছে আমার, বউকে দিয়েই শায়েস্তা করতে হবে ওকে?

নিজের সম্পর্কে সব সময় উচু ধারণা পোষণ করেছি আমি। নিজেকে চিনি, নিজের যোগ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখি বলেই সম্ভব হয়েছে ওটা। চিন্তার স্বচ্ছতা অর্জনের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছি আমি। আমার আত্মবিশ্বাস কারোর চেয়ে কম নয়, এর কারণ নিজেকে মনের মতো গড়ে তোলার জন্যে কাজে কখনই ফাঁকি দিইনি আমি।

জানি, জন একের পর এক, অপরাধ করে যাচ্ছে, মানুষের মস্ত ক্ষতি করছে। তবুও আইন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে না ওকে?

কারণ ওর প্রচুর অর্থ আছে। তবুও রেহাই নেই ওর, বুঝতে পারছি শেষ হয়ে গেছে ও।

এই শহরে এমন আছে কেউ কেউ, যারা আইনের ধার ধারে না, ওরা চুপচাপ হজম করবে না এই জঘন্য, নির্মম অত্যাচার? থামলো রিচার্ড। কেমন যেন খশ খশে শব্দ বেরোলো ওর গলা দিয়ে। 'এক সময় ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলাম আমি। তারপর আবার যখন চোখ মেলে তাকালাম, রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে গেছে। বুঝলাম অতিরিক্ত দুঃচিন্তায় সারারাত বেঘোরে ঘুমিয়েছি। উঠে দাঁড়ালাম আমি। বেরিয়ে এলাম বাইরে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। তাজা বাতাসে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল আমার।

কি করা যায়? দিনের প্রথম হাতে বানানো চুরুটটা ধরিয়ে টানছি আমি। হঠাৎ মাথার ভেতর ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটা বুদ্ধি। নিরাশার অন্ধকারে ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এই পথে এগুনো যেতে পারে। বিষয়টা নিয়ে আর একটু চিন্তা ভাবনা করলাম।

হ্যাঁ, সঠিক পথেই চলছে আমার চিন্তা ধারা। হ্যাঁ, চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু আগে জনির বউ পেনীর সাথে পরামর্শ করা— দরকার। অবশ্য ওকে নিয়ে চিন্তিত নই আমি।

আমাকে খুব মানে ও। কেন যেন আমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে বিয়ের প্রথম দিন থেকেই।

উদ্যোগী মেয়ে, সম্ভাব্য সব ব্যবসার সাথে জড়িত রাখে নিজেকে। মেয়েটাকে দেখে যদিও নিরীহ মনে হয়, তবুও ভীষণ বুদ্ধীমতী ও। ব্যাপারটা বুঝানো যাবে ওকে, অতি সহজেই। এটা আমার আশা।



www.boiRboi.blogspot.com

# চোদ্দ

দুচোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে পেনী। চোখে মুখে পিতৃসুলভ সস্নেহ ভাব ফুটিয়ে খুব শান্ত কণ্ঠে আমার পুরো প্লানটা ওকে এই মাত্র বলেছি।

চুপ করে বসে আছে মেয়েটা, স্থির উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর সারা দেহ। নিঃশব্দে নড়ছে চিকন ঠোঁট জোড়া। বার বার ঢোক গিলছে।

ভাল কাজ করতে গিয়েও যে মানুষ বিপজ্জনক বেকায়দা অবস্থায় পড়ে যেতে পারে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও যে জটিল চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারে সে কথা আমার জানা ছিল না।

সেখানেই ভুলটা করলাম?

আপন করে কাউকে পাওয়া নিশ্চয় সুখদ অনুভূতিতে ভরে তুলে জীবন। কিন্তু জনের মত চরিত্রহীন স্বামীকে পেয়ে পেনীর জীবন কি সুখী এ কথাটা ভাবিনি আমি।

এক মুহূর্ত ইতস্তত: করলাম।

যতো কায়দা কৌশল জানা আছে এক এক করে সবগুলো খাটিয়ে নিজের প্লানটার স্বপক্ষে আমার চেষ্টা করলাম ওকে। জানি আমি ওর ভাল চাচ্ছি, এইটুকু যদি ওর মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে

দিতে পারি তাহলেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে আমার উত্তেজনার ঢেউ স্পর্শ করতে শুরু করলো ওকেও, কিন্তু নৈরাশ্যবাদী মেয়ে হিসেবে ভাবনা চিন্তা করতে প্রচুর সময় নিচ্ছে ও।

বুঝলাম আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছে তার মন। একটু পরেই প্লানটার পক্ষে বিপক্ষে তর্ক শুরু হয়ে গেল আমাদের দু'জনের মাঝে।

প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। অবশেষে আমি জিতে গেলাম। অনেক বুদ্ধি খরচ করে ব্যাখ্যা তৈরি করে আগেই রেখেছিলাম আমি। ওর প্রত্যেকটা-প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে তাই বিশেষ বেগ পেতে হল না আমার। ওর সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলাম আমি।

তখনও বুঝতে পারিনি আমাকে চরম ভাবে পরাজিত করে ফেলেছে মেয়েটা। আসলে আমার সাথে এইসব তর্ক বিতর্ক সব সাজানো, সব আসলে ভান। আমাকে বোকা বানিয়ে নিজের প্লানেই চলছে শয়তান মেয়েটা।

সম্মোহিতের মতো ওর ফাঁদে পা দিচ্ছি আমি। যাকগে এসব, আমার হাসি দেখে ও হেসে ফেললো। ওর হাসি ঠেকেছে দুই দিকের দুই কান পর্যন্ত।

অস্থিরতা কমে গেছে, বুঝতে পেরে মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। বুঝে গেছি সফল হয়েছি আমি।

দশ মিনিট পর।

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলাম, তারপর খুলে ফেললাম দরজা। হাতে ঝুলছে লম্বা ক্যানভাসের থলে। ওতে শুয়ে আছে, আমার ভাতিজা. ছোট্ট লুই, যাতে না চেঁচাতে পারে তার জন্য



www.boiRboi.blogspot.com

ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে ওকে।

খুব দ্রুতই কাজ করে ঔষধটা। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, আমার প্লানটা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে।

বাচ্চা চুরি করেছে প্রতিশোধ নিতে, কোন স্ত্রী হারা স্বামী, কিংবা কন্যা হারা পিতা, ভাই, এই যুক্তিটা কতটুকু টিকবে। আসলেই কি বদলে যাবে জন, এই প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে, নাকি আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে?

'এল' ষ্ট্রীট পেরিয়ে 'এম' স্ট্রীটে চলে এলাম। নির্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম ঠক ঠক করে। দরজা খুলে আমাকে দেখেই একগাল হেসে ফেললো কেনিয়া। আসলে বেশ্যা মেয়েটা, টাকার বিনিময়ে আমার হয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে মেয়েটা।

বাচ্চাকে থলে থেকে বের করেই অদ্ভুত এক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল ওর চোখ মুখ। নিঃশব্দে হাসলাম আমি। আসলে সব মেয়েই বাচ্চা পছন্দ করে দেখছি।

রাত দশটা। আবার গ্লাসে চুমুক দিলাম আমি। সেই সন্ধ্যাথেকে অপেক্ষা করছি নিজের রুমে বসে, জনের জন্যে,। কিন্তু আসছে না ভাইটা, ব্যাপার কি, এখনও কি সংবাদ পায়নি বাচ্চা নিখোঁজ হওয়ার।

ঠিক এমনি সময় নীচে ভারী পদশব্দটা শোনা গেল। উত্তেজনায় ছিলাটান। ধনুকের মত টান টান হয়ে গেছে আমার সারা শরীর। আসছে···আসছে জন।

জানতাম আসবে, তাই দরজাটা খোলাই রেখেছি। একটু ঠেলা খেয়েই খুলে গেল কাঠের দরজা, ধীর পায়ে রুমে ঢুকলো জন।

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য হয়ে গেছে চেহারাটা। কুঁচকে

গেছে গাল দু'টো। মাথাটা ঝুলে পরেছে নীচের দিকে। আমার চোখে স্থির হল ওর অর্থহীন দৃষ্টি। সারা মুখটায় সহানুভূতির এক-বিন্দু ছাপও নেই, রাগে দুঃখে সেটা আরোও কদর্য হয়ে উঠেছে। তীব্র দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাল ও। তারপর ধপ করে বসে পড়লো সামনের কাঠের চেয়ারে। সারা মুখ ঘেমে গেছে।



www.boiRboi.blogspot.com

# পনেরো

'কেন আমার এতো বড় সর্বনাশটা করলে ভাইয়া, কেন?'

ওর কণ্ঠস্বরটা এমন ঠাণ্ডা আর নিস্পৃহ যে অবাক হলাম আমি। ছ্যাৎ করে উঠলো আমার বুকের ভেতরটা। কিন্তু আমাকে অভি-যুক্ত করছে কেন জন? এসব তো প্লানে ছিল না। কতটুকু জেনেছে ও, কিছুই বুঝতে না পেরে বিচ্ছিরী এক অস্বস্তিতে ভুগতে আরম্ভ করলাম আমি। আবার প্রশ্ন করলো ও।

'সকালেই পিস্তল দেখিয়ে আমার বাচ্চাকে কেড়ে এনেছো তুমি ওর মায়ের কাছ থেকে, তারপর এক বেশ্যা মাগীর কাছে ওকে লুকিয়ে রেখেছিলে, আমি ওর ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ভেগে গেছে মেয়েটা। বাচ্চা সহ। দূরে কোথাও চলে গেছে?'

অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে আমার দেহটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি সব ফাঁস করে দিয়েছে পেনী ওর স্বামীর কাছে।

কানে আর কিছুই ঢুকছে না আমার। আতঙ্কে, ঘৃণায় সাংঘাতিক অসুস্থ বোধ করছি। বয়স আমার অল্প হলেও অনেক রকম জটিল ষড়যন্ত্র দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু নিজেই জটিল ষড়যন্ত্রের মাঝে ফেঁসে গেছি, এই প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করল আমার মনে।

বুঝতে পারছি শেষ হয়ে গেছি আমি। 'কি ভাবছো ভাইয়া, সব জেনে গেছি পেনীর কাছ থেকে···আর দশজন মানুষের মতো আমার টাকার লোভেই করেছো কাজটা তাই না?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার দিকে দলিলটা ছুঁড়ে দিল ও।

'ভাইয়ের চেয়ে টাকার লোভটা বড় হলো তোমার, এই নাও সব কিছু তোমার নামে লিখে দিয়েছি আমি।'

চুপচাপ হজম করেছি অবিচারটা, এছাড়া করার কিছুই ছিল না আমার। নিঃশব্দে পানি গড়াচ্ছে আমার চোখ দিয়ে। কতো কথা বলতে চাইছি ওকে আমি।

কসম খেয়ে বলতে চাইছি, ও যা ভাবছে আমি তা নই। বলতে চাইছি, ওর সম্পত্তি, টাকা পয়সা পাবার লোভে কাজটা করিনি। বলতে চাইছি, ওরে পাগল, আমি না, তোর বড় ভাই। আমি কি করে তোর ক্ষতি করতে চাইতে পারি, এটা একটা সাজানো ষড়যন্ত্র, আমার সাথে তুইও ফেঁসে গেছিস এতে।

কিন্তু হায়, কিছুই বলতে পারছি না আমি। 'আমি তোমায় ঘেন্না করি···বুঝলে···রাস্তার কুকুরের মতো ঘেন্না করি। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল ও। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম আমি।' একটু থামলো রিচার্ড।

বেচারা। রিচার্ডের অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছে নকল দিয়ান কুলা-নের। কিন্তু উপায় নেই, পুরো গল্পটা শোনা দরকার ওর। 'পর-দিন সকালে উঠেই শুনলাম চলে গেছে জন তাঁর বউকে নিয়ে, কোথায়, কেউ তা জানে না। ভয়ানক অসহায় মনে হল আমার নিজেকে। হায় ভাই তুমি চলে গেলে অভিমান করে?

ভয়ানক একা, ভয়ানক অপরাধী মনে হল আমার নিজেকে।



www.boiRboi.blogspot.com

তারপর ভাবলাম, মানুষ আসবে, যাবে এইত নিয়ম। আর প্রকৃতির নিয়মকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

এরপর দীর্ঘ পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। বয়স বেড়েছে আমার। জনের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বিক্রি করে দিয়েছি। প্রায় ত্রিশ লক্ষ ডলার হাতে এসেছে আমার। আমার একমাত্র ছেলে দিয়ান কুলানও বড় হয়েছে। সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছে দিন।

এক গভীর রাতে আমার সাথে দেখা করতে এলো এক রাখাল। 'ডে র‍্যাফটার' খামার থেকে এসেছে ও। সাথে বহন করছে একটা অতি গোপনীয় চিঠি।

একটু বিস্মিত হলাম। খামারটার নাম জীবনে এই প্রথম শুনছি আমি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তেজিত ভাবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রাখাল, এই সময় দ্রুত হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলাম আমি। চিঠিটা খুলেই চমকে উঠলাম।

'ভাইয়া' চিঠিটার হেডিংটা দেখেই চিকন ঘাম দেখা দিল কপা-লে। ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে সব কিছু, দুলতে থাকলো পৃথিবীটা। বজ্রাহতের মতো ঝাড়া পাঁচ মিনিট বসে থাকলাম আমি। জনের চেহারাটা ভেসে উঠলো আমার মনের পর্দায়।

ঢুলু ঢুলু ভাবটা এক সময় কেটে গেল। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে পড়ে ফেললাম চিঠিটা বার দশেক।

তারপরই গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলাম। আমার মনের গভীরে একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চিঠির বক্তব্য এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে গোপন শহরে আস্তানা গেড়েছিলো জন।

বছর চারেক পরে একটা মেয়ে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় পেনী।

মৃত্যুর আগে নিজের অপরাধ স্বীকার করে যায় ও। আমাকে মিছামিছি ফাঁসিয়েছিল। এই কথা জানার পর লজ্জায় ঘৃণায় আমার কাছে আসতে পারেনি জন।

কিন্তু এখন আমার সাহায্য দরকার ওর, তাই—বাধ্য হয়ে খবর পাঠিয়েছে আমার কাছে। ওর একমাত্র মেয়ে মারিয়াকে দেখে পাগল হয়ে গেছে—দস্যু সম্রাট হ্যারী। টেক্সাস এলাকার সবচেয়ে নামী দামী দস্যু। ওর নাম শুনেছি আমি।

ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার অবস্থা হলো আমার। যতো বড় দুঃসাহসী বীর পুরুষ হোক কোনো মানুষের পক্ষে ওর বিরুদ্ধে যাবার মতো অবস্থা নেই কারোর। ভয়ংকর লোক হ্যারী।

কারণ ওর বিরুদ্ধে যেতে হলে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না, এটা ভাল করেই জানি আমি। অথচ ভাইকে তার দুর্দিনে সাহায্যে করতেই হবে। ওকে এতদিন পরে ফিরে পেয়েই চিন-চিনে বুকের ব্যথাটা আবার শুরু হয়ে গেছে আমার।

হঠাৎ চালু হয়ে গেল আমার ব্রেন। জনি বিয়ানদা? বিখ্যাত এক মার্শাল। অত্যাচারীর যম। ভুরু কুচকে ভাবছি আমি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওকেই কাজে লাগাতে হবে। তারপর' ম্লান হাসলো রিচার্ড। 'তোমাকে ডেকে সব কথাই বললাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার প্রতিটা শব্দ শুনলে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে রাজী হয়ে গেলে তুমি। আমি আরেকটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে রাইচ খামার আর মারিয়ার ব্যাপারে দলিল করলাম একটা। যদি হ্যারীকে দমন করতে পার, উদ্ধার করতে পার আমার ভাইকে তাহলে ওকে পাবে তুমি। বউ হিসাবে।'

আসলে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস বলে তোমাকে হাতছাড়া করতে



www.boiRboi.blogspot.com

মন চায়নি আমার। ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলে তুমি, সাথে নিয়ে গেলে দু'লাখ ডলার, প্রয়োজন হলে টাকা ছড়িয়ে কিনে নেবে গুণ্ডা বদমাশদের। ওদের দিয়ে শায়েস্তা করবে হ্যারীকে।

কিন্তু কয়েক দিন কেটে যাবার পরও তুমি পৌঁছলে না 'ডে র‍্যাফটার' খামারে। খবর পেলাম, খুন হয়ে গেছে আমার ভাই, বন্দীনী হয়ে আছে মারিয়া। সব কিছু ভয়ে কাঁপিয়ে দিল আমার বুকের ভেতরটা।

বুঝলাম মুহূর্তের বিলম্বে [illegible] ঘটে যাবে মারিয়ার। নিজেই রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়তে চাইলাম 'ডে র‍্যাফটার' খামারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু বাধা দিয়ে বসলো আমার ছেলে দিয়ান কুলান। সব কিছু শুনে ঘোড়ায় চেপে রওয়ানা দিল বোনকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সফল হলো না ছেলেটা, নিজেই খুন হয়ে গেল হ্যারীর হাতে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো জনি বিয়ানদা। তলিয়ে যাচ্ছে ও তলিয়ে যাচ্ছে বর্তমান ছেড়ে অতীতে। সব···মনে পড়ে যাচ্ছে···সব। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল কামরার পরিবেশ। প্রতি-শোধ।

দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর বুকের মাঝে প্রতিশোধের আগুন। মহৎপ্রাণ দিয়ান কুলানের হত্যার প্রতিশোধ সে নিবে। আয়ু শেষ হয়েছে হ্যারীর।

# ষোলো

পালানো দরকার। আগা... হবার অব... ব্যাপার চিন্তা করলো জনি বিয়াল্লিশ দশ মিনিট। তারপর স্থির করলো পালাবে সে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

পালানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। নইলে ছেলের মত বাবাও খুন হয়ে যাবে? কেউ ঠেকাতে পারবে না ওদের।

'অনেক···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' আন্তরিক ভাবে বললো জনি। 'আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে, ভাববেন না, আবার আসবো আমি এখানে, সাথে থাকবে মারিয়া। জ্যান্ত।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো রিচার্ড। 'তাই যেনো হয় বাবা, তাই যেনো হয়। তুমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছো, তাই না?' সম্মতি সূচক মাথা ঝাঁকালো জনি। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো বাইরে।

চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে বারের দিকে হাঁটতে শুরু করলো ও। রাত এগারটা বাজে। নির্জন রাস্তাটায় এসেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল ওর সারা দেহ। ওর সামনে হালকা আলোর নীচে, মাত্র পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পথ আগলে।

মাথায় হ্যাট, হাতের পিস্তলটা সোজা তাক করা ওর বুক বরাবর।



www.boiRboi.blogspot.com

'অতি বুদ্ধিমান মনে করেছো তুমি নিজেকে মিষ্টার, ভেবেছো দেভকে খুন করে বেঁচে যাবে? ভুল, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি, খুঁজে ঠিকই বের করেছি আমি তোমাকে।' লাল হয়ে গেছে লোকটার ভয়ঙ্কর মুখ। পৈচাশিক ক্রূরতা ফুটে উঠেছে সারা মুখে।

'তুমি কিসলিঙ,' শান্ত ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললো জনি। 'লোকে বলে, বীর পুরুষ তুমি, খালি হাতেই মানুষ মারতে ওস্তাদ, তাহলে কাপুরুষের মতো পিস্তল হাতে রাস্তা আটকিয়েছো কেন আমার?' স্তম্ভিত হয়ে গেল কিসলিঙ। বুঝতে পারলো

ওকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ব্যাটা। খালি হাতে লড়াই করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। 'ওরে শালা হারামজাদা'—এক সেকেণ্ড দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তার ওপর। 'আমার সাথে খালি হাতে লড়াই করার সখ তোর, বানচোত··· আয়···তোর সখ মিটিয়ে দিচ্ছি আয়···আয়।'

বিনা বাক্য ব্যয় কোমরের গান বেল্টটা খুলে, রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল জনি, পাথরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

হাত দু'টো মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কিসলিঙ, ওর দিকে।

তারপরই বাঘের মতো ছুটে এলো কিসলিঙ দু হাত সামনে রেখে। ধরতে চাইছে জনিকে। তড়াক করে দু হাত ওপরে তুলে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো জনি।

কিসলিঙের বুকের উপর পড়লো জোড়া পায়ের লাথি। লাথি খেয়ে দু'হাত পিছনে সরে গেল কিসলিঙ।

অসহায় বোধ করলো জনি। যে কোন স্বাস্থ্যবান লোককে

মাটিতে শুইয়ে ফেলার জন্যে এই আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু কিসলিঙ শুধু চমকে উঠলো একটু। মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি ওর।

ঝাঁপিয়ে পড়লো কিসলিঙ ওর বুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু দিয়ে মারলো কিসলিঙ জনির তলপেটে প্রচণ্ড জোরে।

ছিটকে দু'হাত পেছনে চলে গেল জনি। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। তাজ্জব হয়ে গেছে ও, কিসলিঙের মারের ধরণ দেখে।

কোন লোক যে এত বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালাতে পারে এ ধারণাই ছিল না ওর। কিন্তু ভয় পেল না জনি।

একটু সামলে নিয়েই আক্রমণ ভাগে এলো জনি।

পালিয়ে বেড়াচ্ছে কিসলিঙ, হঠাৎ ওকে নাগালের মাঝে পেয়েই হিংস্র নেকড়ের মতো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পরলো জনি।

তুমুল মারপিট শুরু হয়ে গেল। দমাদম নাকে মুখে ঘুষি খেল জনি। পাঁচ সেকেণ্ডেই কাহিল হয়ে গেল ওর সারা দেহ।

নাকটা থেতলে গেছে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে। তলপেটটা ফেটে গেছে মনে হয় প্রচণ্ড গুতো খেয়ে, ডান চোখটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে, রক্ত পড়ছে ওখান থেকে গলগল করে।

গালে শক্ত কামড়ের দাঁত ফুটে উঠেছে। ঝাঁপিয়ে পড়লো আবার জনি, উন্মাদের মতো কিসলিঙের বুকের ওপর। দু'হাত ওর কাঁধে ভর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ওর পেছনে চলে গেল কিসলিঙ।

সাথে সাথেই পাছায় শক্ত লাথি খেয়ে সটান রাস্তার উপুর হয়ে পরলো জনি। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো জনি আবার। ঝাপসা চোখে দেখছে, ওর দিকে এগিয়ে আসছে কিসলিঙ। চোখে মুখে হিংস্র চাহনী।

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ওর দিয়ে চাইলো জনি।



হ্যাঁ, আমাকে খালি হাতে পিটিয়ে খুন করে ফেলবে কিসলিঙ, সিদ্ধান্ত নিল জনি।

তাহলে···তাহলে কি করা যায়?

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠলো চিন্তাটা ওর মনে। এতোক্ষণ কেন চিন্তাটা মাথায় আসেনি ভেবে পেলো না ও।

ঝাঁপিয়ে পড়লো কিসলিঙ, জনির উপর। বিদ্যুৎবেগে লুকানো ছুরিটা একটানে বের করেই ঢুকিয়ে দিল জনি কিসলিঙের বুকের ভেতর। একটানে ছিড়ে ফেললো পেট।

গগণভেদী আর্তনাদ করেই ব্রেক কষল কিসলিঙের চলন্ত দেহ। চীৎকার করছে ও তীব্র যন্ত্রণায়। পর পর দশবার বিদ্যুৎবেগে ওকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ চালালো জনি।

আবার তীব্র আর্তনাদে চারদিক ভরিয়ে তুললো কিসলিঙ। ছুরির আঘাতে চিরে গেছে পেটটা, নাড়ীভুড়ি ঠেলে বেরিয়ে পরেছে, কেটে উঠা দু'ফাঁক চামড়ার দিয়ে। বীভৎস দৃশ্য।

রাস্তার ওপর উপুর হয়ে পরে গেল কিসলিঙ। দু'হাতে হামাগুড়ি দিয়ে জনির দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মৃত্যুর আতঙ্ক।

'কেমন লোক তুমি' তাজ্জব হয়ে গিয়ে চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিসলিঙ।

'লড়াই করতে গিয়ে, বেঈমানী করে বসলে আমার সাথে। ভাগ্যিস কেউ নেই এখানে। নইলে লজ্জায় মরে যেতে হতো তোমাকে, 'চুনকালি পড়তো তোমার এই বিজয়ী মুখে'।

ধীরে ধীরে দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল কিসলিঙের। হতাশ ভঙ্গিতে ওর পাশে বসে পড়লো জনি। মারা গেছে লোকটা।



www.boiRboi.blogspot.com

'মাফ করে দাও বন্ধু' বড় করুণ শোনালো জনির কণ্ঠস্বর। "হাতাহাতি লড়াইতে না পেরে উঠে, শয়তানির আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। নইলে যে তোমার হাতেই মরতে হতো আমাকে। 'সত্যি বড় শক্ত লোক ছিলে তুমি। আই স্যালুট ইউম্যান'।

বাকী রাত টুকু আর ঘুম হলো না জনির। একটা বেলচা যোগাড় করে সারারাত কবর খুঁড়ে চললো ও। কিসলিঙকে কবরে, কবরস্থ করতে হবে না?

কাজ করতে করতে দর দর করে ঘাম ছুটছে ওর। কিন্তু থামলো না জনি। কবর খুড়েই চললো।



# সতেরো

ঝিক···ঝিক···একটানা রেলের শব্দ শুনতে শুনতে কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল জনি, টেরই পেল না। 'এ্যাই···মিস্টার···এ্যাই' ব্রেক ম্যান ওকে ডাকছে। বেলা একটা বাজে। ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠলো ও। চোখ কচলাচ্ছে।

'সামনে ডুরানড়া' রেলষ্টেশন। ওখানে আধঘণ্টা গাড়ী দাঁড়াবে, তুমি ইচ্ছে করলে খাওয়াটা সেরে নিতে পার। নামবে নাকি নীচে? দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো জনি। গুম হয়ে থেকে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। খিদে পেয়েছে।

সব চিন্তা বাদ দিয়ে পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করতে বসলো ও। কেমন আছে মরিয়া? এখনো বেঁচে আছে তো। একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও, গল্প পৌছে গেছে নাকি নোংরা হ্যারীর কাছে?

দেন্ত, কিসলিঙ মারা গেছে, খবরটা কোনো কাগজে বেরিয়ে গেলেই সর্বনাশ। সাবধান হয়ে যাবে হ্যারী।

নেমে এল ও গাড়ী থেকে, মরুকগে সব, আগে খেতে হবে।

বিরাট লাঞ্চ রুমে লম্বা একটা টেবিলে কয়েকজন মিলে খাচ্ছে। ওখানে বসে পড়ল ও। খাবার আসতেই খেতে শুরু করল, মাংসের হাড় থেকে মাংস কামড়ে দাঁত দিয়ে আলাদা করছে জনি।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক এমনি সময় ঘটল ঘটনাটা। পিস্তলের গুলির কান ফাটানো শব্দ হলো।

পাথরের মূর্তির মতো জমে গেছে সবাই, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে, দরজায় দাঁড়ানো, দুই হাতে দুই পিস্তল তাক করা লোকটার দিকে।

মিটি মিটি হাসছে লোকটা। পাতলা ছিপছিপে সম্ভ্রান্ত চেহারা। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। এক লাফে জনির সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে ও।

'তোমাকেই খুঁজছি আমি মিস্টার,' বললো লোকটা শান্ত কণ্ঠে। 'তোমার হাতেই খুন হয়েছে আমার দুই প্রাণপ্রিয় বন্ধু—দেভ আর কিসলিঙ। আমার হাত থেকে তোমার আজ রেহাই নেই।'

নিজের বুকে পিস্তল দিয়ে দমাদম টোকা দিল লোকটা।

'আমি চেরী। এলাকার সবাই চেনে, জানে, মান্য করে আমাকে। মুখে যাই বলি, কাজেও তাই করি আমি। একথা সবাই জানে।'

একটা কথাও বেরোলো না জনির মুখ থেকে। ওর আশপাশ থেকে সবাই উঠে গেছে, ধীরে ধীরে। লাঞ্চ রুমের কর্ণারে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই লক্ষ্য করছে ওদের দু'জনকে।

একটা চমৎকার গান ফাইট হবে, জানে ওরা, তাই দেখতে চায়। কে হারে কে জেতে?

আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে নিতেই, তার জায়গায় এল তিক্ত একটা উপলব্ধি। ওকে বেকায়দা মতো আটকে ফেলেছে চেরী। বসে থাকা অবস্থায় পিস্তল চালাবার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুক চেরীর পিস্তলের গুলীতে।

আবার উঠে দাঁড়াতে চাইলেও একই অবস্থা হবে। বিশ্রী বেকায়দা



একটা মুহূর্ত। চমৎকার ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ও।

স্থির দৃষ্টিতে চেরীর দিকে তাকিয়ে রইলো জনি রিয়ানদা।

মাথার মধ্যে একটার পর একটা প্লান আসছে, আর সাথে সাথেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে তা। কাজ হবে না এসব প্ল্যানে।

খাবারের টেবিলের কোণাটা শক্ত করে ধরলো জনি শক্ত দুই হাতে। 'তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই,' আশ্বাস দিল জনি। 'আমি হেরে গেছি, এটাই হচ্ছে সত্যি কথা। এগিয়ে এস তুমি, আমার সামনে, আরো কাছে, ভাল করে দেখতে চাই আমি আমার মৃত্যু দূতকে।'

নিষ্পলক, অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চেরী ওর দিকে। ব্যাটা সত্যিই ভয় পেয়েছে নাকি ভাওতা দিচ্ছে?

চুপ হয়ে গেছে দর্শকবৃন্দ। হায় হায় করে উঠেছে শতকরা আশি ভাগ দর্শক। জনি মারা পড়তে যাচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ওদের। দুভাগ হয়ে গেল দর্শকবৃন্দ।

বাজী ধরা শুরু হয়ে গেল ওদের মাঝে, দেখা গেল মাত্র তিন জন বাজী ধরলো জনির স্বপক্ষে, বাকী সবাই বাজী ধরেছে চেরীর পক্ষে।

'আর মাত্র দু'পা…মাত্র দু'পা এগিয়ে আসুক ব্যাটা,' ফিস ফিস করে আপন মনেই বলছে জনি। এক…দুই…তিন…গুণতে শুরু করলো ও। হ্যাঁ…হ্যাঁ…এগিয়ে আসছে ব্যাটা। চিকন ঘাম বেরিয়ে এল ওর জুলফি বেয়ে। দরদর করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ঘাম। উত্তেজনায় কাঁপছে ওর সারা দেহ।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো চেরী। বিদ্যুৎবেগে টেবিল উলটে গেল। ধরাম করে ছিটকে আছড়ে পড়লো চেরী।



www.boiRboi.blogspot.com

উলটানো টেবিলের নীচে চাপা পড়ে গেছে ওর দেহ। হতভম্ব হয়ে গেছে চেরী, এত দ্রুত ঘটে গেছে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না ও। তড়াক করে লাফিয়ে ওর মাথার কাছে পা তুলে দাঁড়াল জনি। "যিশুকে ডাক কুত্তা"

এরপর পিস্তল বার করে খুব শান্ত ভাবে গুলী করলো ওর মাথা বরাবর। প্রথম গুলীতেই চেরীর মাথার খুলি উড়ে গেল, বাকীগুলো আঘাত করলো বুকে, তলপেটে। বেরিয়ে এল জনি দৃঢ় পদক্ষেপে খাবার রুম থেকে। তাকালো না পেছনে।

তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পরলো দর্শকবৃন্দ। তিনজন তাদের পাওনা টাকা আদায় করতে শুরু করলো, বাজীতে জিতেছে ওরা। অন্যরা বিরস মুখে ওদের বাজীর টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে চেরীর বাপ মা তুলে গালি দিতে দিতে।



www.boiRboi.blogspot.com

# আঠারো

'ডে র‍্যাফটার' খামার। হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে হ্যারি। ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা ভাবনাগুলো। এদিক ওদিক অনবরত ঘুরছে তার হাতে ধরা পিস্তলটা।

জনি সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে গেছে ওর। সে ভেবেছিল ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত পুরো টেক্সাস অঞ্চলে কেউ নেই? কারণ পুরো টেক্সাস অঞ্চলের দস্যুদলের নেতা ও। ওরা তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী আর হিংস্র বলে। ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত বিপদের ঝুঁকি কেউ নিতে পারে, এটা ও কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি? একটা মাত্র লোক, সব মান-সম্মান কেড়ে নিচ্ছে, ওকে কব্জা করাতো দূরের কথা, ওর নাগালই পাচ্ছে না কেও।

এই ক্ষোভ আর দুঃখ আরও বেড়ে গেছে তার সেরা তিন সাগরেদ, দেন্ত, চেরী আর আর কিসিঙ মারা পরেছে বেজন্মা লোকটার হাতে?

প্রতিপক্ষের এই বেপরোয়া কার্যকলাপে আসলে ঘাবড়ে গেছে হ্যারী।

কেমন লোক, এই জনি। এই মাত্র একজন রাখাল ওর নামটা বলে গেছে ওর কাছে। লোকটা এদিকেই আসছে।

তাই যদি হয় ব্যাপারটা, তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য। যুদ্ধ শুরু হলে, কেউ একজন পরাজিত হবেই। আর প্রাণ একজনকে দিতে হবেই।

অপরদিকে, ভাবছে জনি শক্তিশালী, বুদ্ধিমান আর শক্ত লোক। যতো দেরী হবে, ওকে খুন করা ততোই কঠিন হয়ে উঠবে।

ওকে সামলানো ওর একার পক্ষে কি সম্ভব? ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো হ্যারী। চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে শুরু করলো মারিয়ার।

সব কিছুর জন্যে এই মেয়েটাই দায়ী। কেন যে মরতে ওর প্রেমে পড়লাম আমি, ভাবলো ও। কে জানে, এই ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে কে মরে কে বাঁচে। এখনও আসছে না কেন ব্যাটা?

অস্থির ভাবে পায়চারি করছে হ্যারী। কোথাও কোনো সন্দেহ নেই, অনুভব করছে ও, একটা মস্ত গোলমাল বেঁধে গেছে।

কিন্তু গোলমালটা কি হতে পারে, মাথা ঘামিয়ে ও বের করতে পারছে না ও। গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে।

জনি খুব ভোরেই রেলগাড়ীতে চেপে রওয়ানা হয়ে গেছে। এদিকেই আসছে ব্যাটা, এতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। অথচ বিকেল হতে চললো, কোনো সাড়া নেই কেন জনির।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। জনি কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে যাবার মতো লোক নয়। অবস্থা এমন, যতই দেরী হচ্ছে ততই বিদঘুটে, উদ্ভব সব চিন্তা ঢুকছে হ্যারীর মাথায়।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও, লোকটার বিরুদ্ধে। তবুও কেন জানি ভরসা



www.boiRboi.blogspot.com

পাচ্ছে না মনে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। হ্যারী তাকিয়ে আছে বাইরে। লোকটার কোনো নাম নিশানা নেই এখনো। গাঢ় ছায়া ঢেকে রেখেছে চারদিক। ক্রমশ আরো গভীরতর হচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছে ওর। জনি, কেমন লোক? ইতিমধ্যে ওর প্রতিটি কাজে যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, রীতিমত ভয়ই করছে তাতে।

কখন আসবে জনি? যদি আসে তখন কি হবে? কি পরিবেশে দেখা হবে দু'জনের। তবুও শেষ পর্যন্ত দেখা ওদের হতে হবেই, সিদ্ধান্ত নিল হ্যারী। মারিয়ার টানে শিকার আসবেই এখানে··· ওকে আসতেই হবে। লোকটা এখানে আসবে, ভাবতেই গা ছমছম করে উঠছে।

কিন্তু কোনো উপায় নেই, মারিয়াকে সেও যে ভালবাসে, ওকে ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যাবে ও?

দ্রুত ভাবছে হ্যারী। দেভ, চেরী, কিসলিঙ শালারা চোখের মাথা খেয়ে বসেছিলো নাকি। নইলে একটা লোকের হাতে খসে গেল কি করে এতগুলো প্রাণ।

চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে হ্যারী। একটা রুমের ভেতর খোলা জানালার সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ও।

যেই আসুক ওর সামনে দিয়েই আসতে হবে তাকে। দাঁড়িয়েই আছে ও। চোখেমুখে আশার উজ্জ্বল আলো।

এক···দুই···তিন···মিনিট করে সময়টা বয়ে যাচ্ছে। এতো দেরী করছে কেন ব্যাটা? ধীরে ধীরে নিরাশার কালো ছায়া খেলে গেল ওর সারা মুখে। হাতটা ঘামছে, নিশপিশ করছে···

পিস্তলটা তুলে নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালো আবার নাহ্‌···
বোধহয় আসবেই না ব্যাটা।

ভয় পেয়েছে নাকি? বিদ্যুৎচমকের মতো চিন্তাটা চলে এলো মাথায়? নাহ্‌, ধীরে ধীরে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। পরিস্থিতিই প্রমাণ করে, ভয় বলতে কোনো বোধই নেই জনির, হয়তো নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন লোকটা। খুব শক্ত।

আচ্ছা, একা কি ঠেকাতে পারবে ওকে? সমস্যাটার প্রকৃত চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হ্যারী। জনি যদি একা না আসে, যদি ওর দলবল থাকে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর। চোখে অন্ধকার দেখছে এবার। সর্বনাশ। তাহলেই সর্বনাশ।

আরে, হঠাৎ করেই খুশী হয়ে গেল ওর মনটা। যদি দলবলই থাকবে তাহলে একা একা ব্যাটা লড়াই করছে কেন?

আসলে মিছেমিছি ভয় পাচ্ছে ও, জনি যেই হোক, একা একা লড়াই করে যাচ্ছে ব্যাটা। আসলে একাই লোকটা।

রাত দশটা। এখনো কোনো পাত্তা নেই জনির। একেবারে অধৈর্য হয়ে গেছে হ্যারী। এরই মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে দিব্যি বসে আছে জানালার পাশে, হাতে পিস্তল, কিন্তু আসছে না কেন শিকার?

ওকে, না আসতে দেখে সাংঘাতিক খুশী হয়ে যাচ্ছে মন। আস্তে আস্তে ভয়ের মাত্রাটা দ্রুত কমে যাচ্ছে। না আসার রহস্যটা কোথায়?

বিদ্যুৎচমকের মতো দ্রুত একটা সম্ভাবনার কথা বারে বারেই চিন্তায় আসছে ওর। দস্যু হ্যারী। একটা ভয়ংকর নাম।

কোনো সন্দেহ নেই আসলেই ভয় পেয়েছে ব্যাটা। স্বস্তি ফিরে পেলো ও। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল।



মারিয়া। ওর কথা মনে হতেই আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল হ্যারীর শরীরে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা নিঃশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বেড রুমে। একা।

'এতো নার্ভাস হচ্ছি কেন। ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে যাচ্ছি। না বাবা, এতো ভয় পাবার কিছু নেই। আসবেই না ব্যাটা। তার চেয়ে বরং মারিয়ার বেডরুমে চলে যাই। দু'দিন আগে না হয় পরে ওকে তো আমি বিয়ে করবোই, তাহলে ওর সাথে শুতে চাইলে দোষ কি আমার?'

একশো মাইল বেগে চলছে ওর চিন্তাধারা। 'ভাবছি মারিয়ার রুমে গেলেই চলে আসবে ব্যাটা এখানে, কোনো বাধা না পেয়ে। দুর, কি বোকা আমি, শুধু শুধু বাজে চিন্তা করে মধুর সময়টা কাজে লাগাচ্ছি না। হ্যাঁ বাবা, আমি বড় বেশী বোকা হয়ে গেছি আজ কাল। বাজে সব দুঃচিন্তা করে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়ালো হ্যারী। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল, মারিয়ার বেডরুমের দিকে।

ঠিক চোরের মত মারিয়ার বেডরুমে ঢুকলো হ্যারী। ছোট্ট রুমটা। মেঝেটা শক্ত কাঠে তৈরি। ঘুমিয়ে আছে মারিয়া।

বালিশময় ছড়িয়ে আছে খোলা চুল। নিষ্পাপ শিশুর মতো লাগছে ওর মুখটা।

অতি সাবধানে ওর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো হ্যারী। টেরও পেল না মারিয়া। উঁচু স্তনের দিকে তাকিয়ে চক চক করে উঠলো চোখ দুটো হ্যারীর। ঢোক গিললো ও।

একটু ইতস্তত করে মারিয়ার শার্টের বোতামে হাত দিল ও। খুলতে শুরু করলো বোতাম। ঠিক এমনি সময় মৃদু নড়ে উঠলো



www.boiRboi.blogspot.com

মারিয়ার দেহটা। বিদ্যুৎ গতিতে ডান পা উঠে গেল হ্যারীর দু'-পায়ের ফাঁকে। নরম জায়গায় প্রচণ্ড গতিতে আঘাত করলো পাটা।

তীব্র ব্যথায় কুকড়ে গেল হ্যারীর দেহটা। দু'হাতে অণ্ডকোষ চেপে ধরে আহত জন্তুর মত চেঁচাচ্ছে ও।

স্প্রিংয়ের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠলো মারিয়ার ঘুমন্ত দেহটা। ঠিক হ্যারীর মুখের উপর সর্বশক্তিতে জোড়াপায়ের লাথি পড়লো। ছিটকে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল ওর দেহটা। তারপর কাঠের দেয়াল ভেংগে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে হ্যারী।

'শালা শুওরের বাচ্চা,' তীক্ষ্ণচোখে জ্ঞানহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে গালি দিল মারিয়া। হারামজাদা ভেবেছিল ঘুমিয়ে পড়েছি, প্রায় দৌড়ে বাইরে চলে এল মারিয়া। ছোট্ট লাফে উঠে বসলো ঘোড়াতে। পা দিয়ে পেটে আঘাত করতেই ছুটলো ঘোড়া।

'মার্শালের কাছে যেতে হবে,' আপন মনে ভাবছে মারিয়া। এক-মাত্র মার্শালই পারবে সাহায্য করতে ওর এই চরম বিপদে।' ছুটছে ঘোড়া।



www.boiRboi.blogspot.com

# উনিশ

মার্শাল টমির অফিস রুম। বিকেল তিনটে। দুরু দুরু বুকে অফিস রুমে ঢুকল জনি। বিলাসবহুল ভাবে সাজানো অফিস রুমটা।

মাঝে মাঝে এখানেই রাত্রি যাপন করে মার্শাল টমি। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে নয় অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ, মার্শাল ঝট করে মুখ তুলে তাকাল।

চোখাচোখি হল দু'জনের, দু'জন এক সাথে ঢোক গিলল। হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল মার্শাল।

আতঙ্কিত একটা চিৎকার বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে। পায়ের ধাক্কায় ঠকাঠক নেচে চার হাত দূরে সরে গেল চেয়ারটা। 'এ্যাই শালা বাস্টার্ড, কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে, আনন্দে বিদঘুটে আওয়াজ বেরুলো ওর কণ্ঠ থেকে। মৃদু হাসলো জনি।

অনুভব করছে আনন্দে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে মার্শাল। 'কেমন আছো মার্শাল,' হালকা কণ্ঠে জানতে চাইলো জনি।

ধীরে ধীরে শান্ত এবং সুস্থ হয়ে উঠেছে মার্শাল, কান পেতে শুনছে জনির কথা। 'শালা বানচোত' অশ্রাব্য গালিগালাজ বেরিয়ে এল মার্শালের কণ্ঠ থেকে বুলেটের মত। 'না বলে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি, এখন এখানে এসে আবার জানতে চাইছো, আমি কেমন আছি?'

ব্যগ্র ব্যস্ততার সাথে দ্রুত বলল মার্শাল। ভুরু কুঁচকে চোখ দু'টো পাকালো জনি। 'মন দিয়ে শুনো, মার্শাল,' বলল জনি। 'অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। ব্যাখ্যা করার সময় নেই এই মুহূর্তে, যা বলছি, শুনে যাও শুধু। হ্যারী কেমন আছে?'

'শালা বানচোতটা বুক চাপড়ে কাঁদছে,' দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসছে মার্শাল। দারুণ খেল জমিয়ে ফেলেছো দোস্ত। দেভ, চেরী কিসলিঙকে খতম করে ফেলেছো। চমৎকার, আমি আর কি ক্ষতি করবো ওর।

ওর সর্বনাশ তো যা করার করেই ফেলেছো তুমি—এখন শুধু পালের গোদা, হ্যারীর কোমড়ে দড়ি বাঁধতে পারলেই খেল খতম হয়ে যাবে।'

একটু যেন ঘাবড়ে গেল জনি। একটা কথা পরিষ্কার বুঝলো, মার্শাল কেমন যেন আবোল তাবোল বকছে।

ব্যাপারটা কি?

বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে—ভয়ানক সন্দিহান হয়ে উঠেছে, নাকি এ কেবল কথার কথা। 'এল পেসো গিয়েছিলে কি করতে,' প্রশ্ন করলো মার্শাল। 'তাও আবার কাউকে না বলে কয়ে?'

ব্যাপার কি, বলেই ফেললো জনি। 'পুলিশের মত জেরা আরম্ভ করছো কেন? মতলবটা কি তোমার?' এক সেকেণ্ড চুপ করে গেল মার্শাল তারপরে বলল 'কিছু মনে করো না। তুমি এল পেসো চলে গেলে, না বলে, তারপর গুজব শুনলাম হ্যারীর তিন সাগরেদকে খতম করেছে এক অপরিচিত লোক, বুঝে গেলাম কাজটা তোমার।'



www.boiRboi.blogspot.com

'আচ্ছা আচ্ছা, হাহা করে হেসে উঠলো জনি। 'কোন না কোন সময় আমাকে কাজটা আরম্ভ করতেই হত। তাই না? দেভ, চেরী, কিসলিঙ ওরা বেঁচে থাকলে বিপদে পড়তে হতো আমাদেরকে, তাই না? পরিস্থিতি পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যেই করতে হয়েছে নোংরা কাজটা। কেন খুশী হওনি তুমি?'

কোনো উত্তর না দিয়ে জনির মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল মার্শাল। 'অবশ্যই খুশী হয়েছি আমি। এতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হলো হ্যারী।

লোকটা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে? ডে র‍্যাফটার খামারে পিস্তল হাতে ঘুরে বেরাচ্ছে উন্মাদের মতো, গুলী করে মেরে ফেলেছে বুলডগকে। খামোকা।'

'এখন তাহলে কি ঘটতে চলেছে,' জানতে চাইলো জনি। ওর চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে, 'কেমন আছে মারিয়া?'

'খুব খারাপ। এখন সম্পূর্ণ বন্দীনী। বিয়ে করবে হ্যারী, মারিয়াকে। ওকে বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। কেউ যদি ওর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, সে যে-ই হোক নির্মমভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ও। ভয়ংকর লোক ব্যাটা।

ওর হিংস্রতা ওর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানি আমি। হ্যারী এখন গুলীবিদ্ধ হিংস্র নেকড়ে, ওকে থামানো, ওর কাজে বাধা দেওয়া এখন খোদ শয়তানেরও অসাধ্য।'

'বাজে বকো না তো,' গম্ভীর শোনালো জনির কণ্ঠস্বর। 'হ্যারী তোমার আমার মতোই একজন মানুষ। ওকে এতো ভয় পাবার কি আছে? ওর বৈশিষ্ট্য, যে কাজটা হাতে নেয় সে কাজটা নিখুঁত ভাবে শেষ করাতেই ওর আনন্দ। তাই এতোদিন করেছে ও' আর

এমনি করে ভয়ংকর এক দস্যুতে পরিণত হয়ে গেছে ও। সত্যিকার একজন মানুষ কি তার সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে না? তাহলে ওকে ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি বাধা দেব ওকে।'

'এই দুঃসাহস তোমারই সাজে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো মার্শাল। 'আমাকে ভুল বুঝো না মার্শাল,' দ্রুত কথা বললো জনি। 'গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে দুঃশ্চিন্তায় ছটফট করছি আমি। কোনো উপায় না দেখে এলপেসো শহরে পালিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এইমাত্র এখানে এসে সোজা তোমার অফিস রুমে চলে এসেছি।

এরই মধ্যে টের পাচ্ছি, পরিস্থিতি চরম আকার নিয়েছে। দেখো, আমার সময় তোমার মতই মূল্যবান, ভুল হলো, তোমার চেয়েও মূল্যবান। আমার ব্যাপারে কিছু যদি বলতে চাও সরাসরি পরিস্কার করে সেটা বলতে পার, আমি তাতে খুশীই হব।'

'বুদ্ধি আছে,' প্রশংসার সুরে, সব জান্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললো মার্শাল। 'সত্য কথা গোপন করে আমাকে ধোকা দিয়েছো তুমি, স্বীকার কর?'

'কি বলতে চাও মার্শাল।' জানতে চাইলো জনি। 'তোমার কথার মানে কি হবে?'

'তুমি আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিলে,' হাসলো মার্শাল। 'কাল তোমার পরিচয় পেয়ে গেছি, তোমার আসল পরিচয়, সব প্রমাণ নিয়েই বলছি, তুমি জনি রিয়ানদা, সেনাবাহিনীর একজন সেরা মার্শাল, বিচারক পার্কারের একজন সেরা বন্দুকবাজ লোক।'

'কি সাংঘাতিক পাজী, ধুরন্ধর, বদমাশ লোক তুমি। বিস্ময়ের



www.boiRboi.blogspot.com

ভাবটা সহজেই কাটিয়ে উঠেছে জনি, খুশি খুশি গলায় বললো, ঠিকই ধরেছো তুমি। তা সত্য কথা বলতে এত আপত্তি কেন? আমি জিজ্ঞেস করছি, আমাকে ধাপ্পা দিও না মার্শাল, ঠিক করে বলো তো আমি কে?

# কুড়ি

'বললাম তো, তুমি সেনাবাহিনীর একজন মার্শাল। বিচারক পার্কারের বন্দুকবাজ লোক। বললো বটে, কিন্তু কথাটা কেন যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না মার্শাল নিজেই। এই সব কথাবার্তা আর ভালো লাগছে না তাই প্রসঙ্গ পাল্টালো। 'হ্যারীকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিলে, আশা আছে ?'

'তোমারও তো এসবে ধারণা আছে, তুমিই বল না। কিন্তু এতো চাপাচাপি করছো কেন ? ধরো, লড়াই আর করতে পারলাম না. হেরে গেলাম, তুমি পারবে না বাকী কাজটুকু সারতে ?

একটু নীরবতা। ভাবছে মার্শাল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, পারবো হয়তো। আমিও মার্শাল, লড়াই করতে পিছপা হইনি কখনো।' নিজেকেই যেন সাহস দিচ্ছে মার্শাল।

'তবে হ্যারীর সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারটা বড় বেশী নোংরা হয়ে পড়েছে। বরাবরই জিতে যায় ব্যাটা, কপাল ভাল ওর, বলতেই হবে।'

হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়াতে প্রসঙ্গ পাল্টালো মার্শাল। জনির দিকে তাকিয়ে বললো লোকটা এত ভয়ংকর, অথচ ছোট বেলায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে পথে বের করে দেয় এক বেশ্যা—কেনিয়া। 'কি বললে ?' কেনিয়া, একটা বেশ্যা! প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে এলো



জনির মুখ থেকে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে ওর সারা শরীর। নাক মুখ কুঁচকে গেছে। 'কেনিয়া—ওর মা ছিল তাই না ?'

'ঠিকই শুনেছো তুমি ?' এই প্রথম মার্শালের গলার স্বরে কোনোরকম ভাবাবেগের সুর বাজল না। বুঝে গেছে, জনি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কারণটা কি ?

এখন সব কিছুর উর্ধ্বে কাজ। মন চাইছে ভয়ংকর একটা কিছু করতে—দর দর করে ঘামছে জনি। 'অকাল মৃত্যু খুব কাছাকাছি থাকলে অনেকের যে রকম অনুভূতি হয় আমারও সেই রকম বিশ্রী অনুভূতি হচ্ছে। ভাবছো, পাগল হয়ে গেছি, তাই না।'

ম্লান হাসলো জনি। 'এই প্রথম মারিয়ার কথা ভেবে বড় দুশ্চিন্তা, বড় কষ্ট হচ্ছে। কি ঘটছে ওর ভাগ্যে, একমাত্র ওপর ওয়ালাই জানে নগ্ন সত্যটা প্রকট হয়ে উঠেছে এবার। হ্যারী যাকে বিয়ে করার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছে সেই মেয়েটি ওরই আপন বোন—ভাবো একবার, আপন ছোট বোন। একই বাপ মা ওদের।'

স্থির পাথরের মেতো চয়ে আছে মার্শাল। কিন্তু সেও যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, জনির দিকে বার বার তাকাতে দেখে। 'নিয়তির খেলা,' কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর মৃদু গলায় বললো মার্শাল 'পুরো গল্পটা শোনাও তুমি, যদি আপত্তি না থাকে ?'

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো গল্পটা বলে গেল জনি। বলা শেষ করে দ্রুত মার্শালের দিকে তাকাল ও। আতংকে নীল হয়ে গেছে মার্শালের চেহারা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বার বার ঢোক গিলছে। ওর হাত পা কি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ? হঠাৎ শিউরে উঠলো, তার নিজের অবস্থাও শোচনীয়। বলতে



www.boiRboi.blogspot.com

বলতে গা ঘিরি করে উঠলো জনির।

ওর দিকে তাকিয়ে করুণ হয়ে গেল মার্শালের চেহারা। দিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে জনির সারা মুখে ঘামে ভিজে গেছে। চোখ দু'টো একটু বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'থাক থাক,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মার্শাল, বকর বকর বাদ দিয়ে, কি করবে এখন, তাই বল?

'জানি কি বলতে চাচ্ছ। তুমি বোধহয় এখনই হ্যারীকে আক্রমণ করার পক্ষে। কিন্তু তা সম্ভব নয়' শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলল জনি। 'জানি প্রচুর প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই মার্শাল।'

'তোমার আপত্তিটা কোত্থেকে আসছে, জনি' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল মার্শাল, 'যতোই দেরী হবে আক্রমণের, ততই চরম অমঙ্গল হয়ে যেতে পারে অসহায় মেয়েটার। এই আশংকা করছো না তুমি?'

'ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে দেখ মার্শাল,' বললো জনি। ডে র‍্যাফটার খামারে ঢুকে কি করতে আমাকে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?

'আছে, আক্রমণ করতে হবে হ্যারীকে?' বললো মার্শাল। 'এতই সোজা কাজটা। হাতে রিভলভার থাকলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। হ্যারী সশস্ত্র। অপ্রয়োজনে রিস্ক নেয় বোকা লোকে। আমি বোকা হতে চাই না, শিকার করতে গিয়ে নিজেই শিকার হতে চাই না?

'নিজের উপর বিশ্বাস নেই তোমার?' মার্শালের চোখে বিস্ময়। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? এতদূর এসে অপেক্ষা করে থাকার



www.boiRboi.blogspot.com

কোন মানে নেই। চল না, দু'জন মিলেই শেষ করি কাজটা।

'তুমি!' অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল জনি। 'তুমি বলতে চাইছ, তুমিও থাকবে আমার সাথে, আক্রমণ করবে হ্যারীকে। তাও কিনা এই দিনের বেলায়। ভয় পাও না তুমি হ্যারীকে?'

টেবিলের উপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল মার্শাল। মারিয়ার কথা ভেবেই ভয় ডর উবে গেছে আমার। যত দেরী হবে, ততই ভয় পাচ্ছি অসহায় মেয়েটার জন্যে।'

'আমিও ওর মঙ্গলের জন্যে প্রচুর, প্রচুর সময় নষ্ট করছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল জনি। 'আসল সমস্যা মারিয়াকে নিয়ে। ভেবে দেখ, গোলমাল শুরু করলে মারিয়ারই বিপদ হবে সবার আগে? ভুলে যেও না, ডে র‍্যাফটার খামারে আছে ও, পাহাড়ায় আছে হ্যারী। দু'জনে দিনের আলোয় গেলাম আমরা, সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। প্রথম গুলীর আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র হ্যারী কি করবে? স্রেফ খুন করে ফেলবে, মারিয়াকে?

বিস্ময় ফুটে উঠল মার্শালের চেহারায়। জনির কথাই ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল ও। 'এর একমাত্র সমাধান, কি?' জানতে চাইল মার্শাল। 'বুড়বাক হ্যারীকে অপেক্ষা করতে দাও, যতই সময় পেরিয়ে যাবে ততই বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেতে শুরু হয়ে যবে ওর। এই গজব পড়া জায়গায় রাজা ও, এই কথাটা অন্তত ভুলতে পারবে না সহজে, তাছাড়া আমি এখানে আসছি, এই কথা কানে নিশ্চয় গেছে ওর।' কাজেই অপেক্ষা করতে করতে হাল ছেড়ে দেবে ও।'

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না বুঝেছি,' দ্রুত বলল মার্শাল। 'ঘুরে ফিরে একই কথা হল, আক্রমণ করছ না তুমি এখনই। কিন্তু

আক্রমণ শুরু করবে কখন ?'

'তুমি দোস্ত নাম্বার ওয়ান খচ্চর' প্রশংসার স্বরে বলল জনি 'বিশ্বাস কর, মারিয়াকে আমিও ভালবাসি, ওর জন্যে তোমার চেয়ে কম দুশ্চিন্তা হচ্ছে না আমার। কিন্তু উপায় নেই, রাতেই সারতে হবে কাজটা।'

'শালা খচ্চর, নিশ্চয় কোনো মতলব পাকিয়েছো ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মার্শাল। 'মতলবটা কি ?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল জনি। 'তোমার ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। ডে র‍্যাফটার খামারে আজ রাতেই হামলা করব আমি। একা।'

'কি, চমকে উঠল মার্শাল। কি বললে, তুমি একা লড়বে বেন জানিসের হ্যারী রসাথে···মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার ?'

ওর কাঁধে হাত রাখল জনি। 'দুঃখ পেও না দোস্ত। ঝুঁকি যদি নিতেই হয়, আমাকেই নিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই,' চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল মার্শালের। 'তুমি একা লড়বে, আর আমি এখানে বসে থেকে হাত কচলাবো। বাহ্ বাহ্ কি মজার কথা। মনে প্রাণে ঘৃণা করি আমি তোমাকে··· বুঝলে···মনে প্রাণে ঘৃণা করি।'

'ঠিক উল্টো কথা বলছি আমি, ম্লান হাসি ফুটল জনির মুখে।' 'আমি অন্তত একজন প্রকৃত বন্ধু পেয়েছি এই নীরস দুনিয়ায়। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তোমার কথা মনে থাকবে আমার। আমি তোমাকে ভালবাসি মার্শাল, বড় বেশী ভালবাসি। আমি লড়াইতে মরে গেলে, তখন তুমি প্রতিশোধ নিও, কেউ বাধা দিতে আসবে না তোমাকে···কেউ আসবে না ?'



www.boiRboi.blogspot.com

'অনেক. অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো দু'জনে, কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল মার্শাল। 'আমি···আমি দুঃখিত দোস্ত।' খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জনির মুখ।

## একুশ

লম্বা হয়ে অফিস রুমে শুয়ে আছে জনি। মিনিট তিনেক আগে অফিস রুমে বাইরে বেরিয়ে গেছে মার্শাল টমি।

শুয়ে শুয়ে নিজের কথাই ভাবছিলো জনি।

দিন দশেক আগের কথা।

ফোর্ড স্মিথ দুর্গ।

সেনাবাহিনীর স্থায়ী আস্তানা।

সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিম আকাশে। দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে বেজে উঠলো বিউগল। দুর্গের ভেতর থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে লোকটা, আরে এতো, বিখ্যাত মার্শাল জনি বিয়ানদা!

দুর্গ তোরণ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। স্বাগতম জানালো মার্শাল জনিকে।

সবাই চেনে, ভালবাসে ওকে। অত্যাচারী দস্যু, আর শক্তিশালী রেড ইণ্ডিয়ানদের যম এই লোক।

অসংখ্য গান আর কাহিনী ছড়িয়ে আছে টেক্সাসে এই লোকের বীরত্ব ও মহত্বের আশ্চর্য সব কীর্তি-কাহিনী নিয়ে। ঘোড়া থেকে শক্ত মাটিতে লাফিয়ে নামল জনি।



'আরে, জনি বিয়ানদা!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেজর পিটার সনের দু'চোখ। শক্ত দু'হাতে চেপে ধরলো ও, জনি বিয়ানদার শক্ত দুই কাঁধ। মেজর দুর্গের শাসনকর্তা।

'আরে! তুমিই তো দেখছি। বহুদিন পরে এদিকে এলে। কত খুজেছি আমি তোমাকে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে মেজর পিটারসনের অফিস রুমে চলে এল দু'জনে। লম্বা এক টুকরা পাউরুটি, গরম কফি আর ঝলসানো মাংসের টুকরা দিয়ে ভালই খাওয়া হল।

'তারপর পিটারসন, আলেক কোথায়?' জানতে চাইলো জনি। আলেক ওর ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। পিটারসনের অধীনেই কাজ করে আলেক। 'মারা গেছে,' বললো পিটারসন 'পিঠে গুলী খেয়ে মরে গেছে এল পেসো শহরে।'

দ্রুত পিটারসনের মুখের দিকে তাকাল জনি। মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেছে। ভারি উদ্বিগ্ন দেখালো ওকে। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছিলো ওর?' জানতে চাইলো ও। 'দস্যু হ্যারীর নাম শুনেছো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো পিটারসন। 'ওর বিরুদ্ধে, ওকে শায়েস্তা করতে পাঠানো হয়েছিলো ওকে।'

দস্যু হ্যারী। ভয়ংকর একটি নাম। আতঙ্ক।-চুপ করে আছে জনি, উত্তেজনায় ঘেমে গেছে ও।

রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। ভাবলো, আলেক আমার বন্ধু ছিল। 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, জনি, মৃদু কণ্ঠে বললো পিটারসন। 'সারা টেক্সাসের দুষ্কৃত এই ডাকাতটা। ওর বিরুদ্ধে যেই কাজ করেছে, আচমকা মৃত্যু এসে গ্রাস করেছে তাকেই।'

আলেক নেই, মরে গেছে। গোটা ব্যাপারটা উদ্ভুত, দুঃস্বপ্নের



www.boiRboi.blogspot.com

মার্শাল পাবলো।

ভয়ংকর আরেকটি নাম। ইনডিয়ান মা আর ইংরেজ বাবার মিলিত রক্ত বইছে ওর দেহে। বড় হয়ে সরকারী দলে যোগ দেয় ও। একজন যোগ্য মার্শাল হিসেবে টেক্সাসে অল্প সময়েই পরিচিত হয়ে উঠে।

কিন্তু হঠাৎ করেই বিগড়ে যায় ওর চিন্তাধারা। ইনডিয়ানদের সাথে যোগ দিয়ে ব্যাপক লুঠতরাজ, হত্যা, ধর্ষণ চালাতে শুরু করে সারা এলাকা জুড়ে।

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দুর্গের পতন হয়েছে এই দুর্দান্ত এক্স-মার্শালের দলের হাতে।

'বুঝেছি, নামটা শুনছো তুমি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো পিটার সন। 'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, অচিরেই এ দুর্গে হামলা করবে ও। ওর আসল লক্ষ্য—এই দুর্গের বিশাল স্বর্ণ ভাণ্ডার।'

লক্ষলক্ষ ডলারের স্বর্ণ আছে এই দুর্গে। এই স্বর্ণ আমরা পেয়েছি নেহায়েত কপাল গুণেই বিশাল এক খনি থেকে।

বেজন্মা পাবলোর নজরে এসেছে এই স্বর্ণ। খবর পেয়েই আমি গোপনে লুকিয়ে ফেলেছি এই স্বর্ণ। যারা স্বর্ণ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ওদের সবাইকে বিদেয় করে দিয়েছি।'

চুপ করে রইলো পিটার সন। না বোঝার দৃষ্টিতে পিটার সনের দিকে চেয়ে রইলো জনি।

'জনি' হাসলো পিটারসন। হাসিটা ঠিক রসের হাসি নয়। 'এ স্বর্ণ এক পবিত্র আমানত। এ স্বর্ণ লুঠে নেবে এক ডাকাত, তা হতে দেয়া যায় না। 'একমাত্র···তুমি···হ্যাঁ···তুমি···তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি এই স্বর্ণের সন্ধান।'



দ্রুত উঠে টেবিলের কোণার পায়াটা মড়াৎ করে ভেংগে ফেললো পিটার সন। পায়ার গোপন এক খোঁপ থেকে বেরিয়ে এল চকচকে সিসে মুড়ানো ধাতব টিউব।

'এই সিসের ভেতর ছোট্ট এক টুকরা কাগজে আছে, পথের সন্ধান। কোথায় লুকাবে এটা, সেটা তোমার দায়িত্ব।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে দু'জন নীরবে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলো তারপর জবাব দিল জনি। 'দায়িত্ব যখন আমাকে দিচ্ছ, তখন বাজে চিন্তা করো না।'

কোমরে ঝুলানো খাপ থেকে ধারাল ছুরি বের করে, গান বেল্ট খুলে প্যান্টটা খুলে ফেললো ও। 'জলদি সুই সুতো এনে দাও।'

তাই করলো মেজর পিটার সন। ঠিক উরুর উপর একটানে উপর নীচে ছুরি চালাল জনি নিষ্ঠুর ভাবে।

প্রায় এক ইঞ্চির মত গভীর হল ক্ষতটা। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। পরোয়া করলো না জনি, ছোট্ট ধাতব পদার্থটা রেখে দিল ক্ষতের ভেতর। নেড়ে চেড়ে দেখলো।

তারপর ক্ষতটা পরিষ্কার করে মাথা ঝাঁকাল। বিদ্যুৎগতিতে কাজে লেগে গেল পিটার সন। মাত্র দু'মিনিটেই সেলাই শেষ করে মৃদু হাসল। 'সাব্বাস জনি। চমৎকার বুদ্ধি বের করেছো।'

ঠিক এমনি সময় এল শব্দটা। দমাদম দরজা পেটাচ্ছে কেউ। 'মার্শাল দরজা খোল···জলদি···জলদি।'

নারী কণ্ঠ।

চমকে অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এল জনি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই দরজা খুলে দিল। সাথে সাথেই অবিশ্বাসে বড় হয়ে গেল ওর দু'চোখ।



www.boiRboi.blogspot.com

ঝড়ের বেগে রুমে ঢুকলো মেয়েটা। থর থর করে কাঁপছে উত্তেজনায়।

হ্যাঁ, ভুল দেখছে না ও।

মারিয়া!

মারিয়াই দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।



www.boiRboi.blogspot.com

# বাইশ

ফোর্ড স্মিথ দুর্গ। মাটির বুকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো ওরা আটজন।

সবাই সশস্ত্র।

এখন এক্স-মার্শাল পাবলোই ওদের প্রধান পথ প্রদর্শক। সময় রাত সাড়ে তিনটে।

দুর্গের মধ্যে থেকে একবিন্দু আলোর আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। মেঘে আকাশের চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে।

কখনও কখনও একপলকের জন্যে তার আভাস মিললেও পরক্ষণেই আবার নতুন মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে তাকে। তবে এখন পাবলোর চাঁদের আলোর কোন প্রয়োজন নেই।

দুর্গে পৌছুবার সমস্ত পথঘাটই ওর চেনা। ওদের কাছ থেকে দুর্গের দূরত্ব এখন খুবই কম।

দুর্গের কিছু আগে বড় রাস্তার ওপর ঠিক মুখেই কমপক্ষে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী যে সারারাত মোতায়েন থাকবে সে তথ্যও পাবলোর অজানা নয়।

তবে একসংগে এই দু'জনকেই ঘায়েল করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে ওর মনে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে এগিয়ে গেল পাবলো।

পাশে সবচে কনিষ্ট সহচর টালী।

দুজনেই ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে। রুক্ষ ধুলোয় ভরে উঠেছে মুখ চোখ। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিও দ্রুত।

আগের মতো মেঘটা এখন আর তত জমাট নয়। হালকা। ছুচারটে তারা উঁকি মারতে শুরু করেছে।

চারপাশ ফিকে হয়ে গেল। সেই অস্পষ্ট আলোতে দুর্গের সামনে দাঁড়ানো প্রহরীর দিকে তাকালো পাবলো।

তারপর হিংস্র শিকারী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রহরীর উপর।

হাতে ধরা ধারাল ছোরাটা 'ঘ্যাস' করে ঢুকে গেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো প্রহরী। গলা ছু'ভাগ হয়ে গেছে ওর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছিলো অন্য প্রহরী।

তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঢুলুনি ছুটে গেল ওর।

কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই টালীর হাতে ধরা শাণিত ছুরির ফলাটা ওর কণ্ঠনালীতে ঢুকে গেল। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। মৃত। মরে গেছে ও।

শ'খানেক গজ দূরে দুর্গের ভেতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। সেই সংগে রাইফেলের গর্জন।

তার মানে, পাবলোর কমাণ্ডো বাহিনী দুর্গের খাড়া প্রাচীর রশিতে হুক লাগিয়ে উঠে গেছে দুর্গের ভেতর। ওরাই আচমকা আক্রমণ চালিয়েছে দুর্গের প্রহরীদের।

দুর্গের কাছেই বিশাল পর্বতের উপরে পাথরের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে হেলী এতক্ষণ প্রথম ফায়ারের শব্দটার জন্যেই আকুল আগ্রহে



অপেক্ষা করছিলো।

ও প্রস্তুত। ওর উপর নির্দেশ আছে, যে পক্ষেরই হোক না কেন, প্রথম ফায়ারিংয়ের আওয়াজ কানে পৌঁছবার পরমুহূর্তেই ও ওর করণীয় কর্তব্য শুরু করে দেবে।

ওর ডান হাতটা ফ্লেয়ার রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের পুশ বাটনের ওপর অন্য হাতে ধরা একটা তাজা বষ্টার বোম।

ঠিক এমনি সময় মিলান, পাবলোর আরেক সহচর বিরাট শক্তিশালী একটা হাউই ছুঁড়লো আকাশে।

পলকের জন্যে দশদিক ঝলসে উঠলো তীব্র আলোর ছ্যতিতে।

সেই আলোতে দেখা গেল, দুর্গের গেটটা খুলে যাচ্ছে সশব্দে।

ভেতরে দুজন সশস্ত্র প্রহরীকে ও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল পাবলো।

এবং অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করলো, পিছিয়ে থাকা বাকী সাত সংগীও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবার আটজনই ফায়ার করতে করতে ছুটলো দুর্গের খোলা গেটের দিকে।

রাইফেলের তপ্ত বুলেট ভিতরের দু'প্রহরীকে ঝাঁঝরা করে দিল।

পুশ বটমে চাপ দিল হেলী। রুপালী আলোর তীব্র ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রাতের আকাশ।

একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ড অর্ধবৃত্তাকার পথে আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে দুর্গের ভেতরে সৈন্যবাহিনীর ছাদের ওপর পড়লো।

এরপর প্রতি পনের সেকেণ্ড পর পর মর্টার বোমা ছুঁড়তে লাগলো হেলী।

ওর প্রতিটা লক্ষ্যই নিখুঁত এবং অব্যর্থ।



www.boiRboi.blogspot.com

যদি কোন বোমা ঠিক জায়গায় আঘাত না করে তাহলে নিজ দলেরই বিপদ, এ ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক ও।

পাঁচ নম্বর মর্টার বোমার মাঝখানেই পাবলো সদল বলে সৈন্য বাহিনীর ব্যারাকের কাছে পৌঁছে গেছে।

নির্বিচারে গুলিতে ঝাঝরা করে দিচ্ছে অসতর্ক সৈন্যদের।

দুর্গের ভেতর থেকে অসংখ্য কণ্ঠের ভয়ার্ত কোলাহল ভেসে আসছে।

দুর্গের সৈন্য ব্যারাকে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে।

গাঢ় কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে রাতের আকাশ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে পোড়া বারুদের গন্ধ।

নিশানা ঠিক করার জন্য এখন ওদের নতুন করে কোন আলোর দরকার নেই।

হেলী এবার ষ্টোর রুমের দিকে তাক করে রকেট ছুঁড়লো। প্রায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ একটা লকলকে আগুনের শিখা ঝলসে উঠলো আকাশের বুকে।

তারপরই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে উঠলো চারদিক।

ষ্টোর রুমের বন্ধ দরজার ভারি পাল্লাটা স্থান চ্যুত হয়ে ঝুলে পড়লো একদিকে।

আবার রকেট ছুঁড়লো হেলী। এবারের রকেটটা পড়লো ঘুমন্ত সৈন্যবাহিনীর ছাউনির ওপর।

আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।

পাবলো চিৎকার করে লাল রুমাল হাতে নিয়ে দুলাচ্ছে।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হেলী।



ওর কাজ শেষ।

আর রকেট ছুঁড়তে হবে না। কারণ লাল রুমালই হলো সাংকেতিক সংকেত। ওকে থামার সংকেত।

পাশাপাশি ছুটে চলেছে পাবলো ও তার সহচররা।

দুর্গের সৈন্য ব্যারাকের কাছে এসেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ওরা।

ছুটন্ত অবস্থাতেই বিরামহীন ফায়ার করে চলছে ওরা।

ভাঙাচোরা দুর্গের ভেতরে যে দৃশ্য সর্বপ্রথম নজরে পড়ে তা, অসীম সাহসী কোন ব্যক্তির পক্ষেও চরম দুঃস্বপ্নের সামিল।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই থিলানে টানা লম্বা শেড। শেডের শেষে অনেকখানি এলাকা নিয়ে খোলা জায়গা তার ডান দিকে দুর্গের সৈন্যবাহিনীর ছোট ছোট ছাউনী।

হেলীর শক্তিশালী মর্টারের গোলায় এখন সেগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। জ্বলছে। কালো ধোঁয়া উঠছে।

মাঝ রাতের এই অভাবিত আক্রমণে ঘুমন্ত প্রহরীরা যে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যারা বেঁচে আছে দু'হাত তুলে প্রাণভয়ে খালি জায়গায় জড়ো হচ্ছে ওরা। খুব সহজেই পরাজয় মেনে নিয়েছে ওরা।

পেছন দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা দড়ি ঝুলছে। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পাঁচিল টপকেও পালাতে চেয়েছিলো কেউ কেউ।

যদিও মর্টারের বোমার টুকরাগুলো ওদের কাউকেই রেহাই দেয়নি।

দেয়ালে টাঙানো মইয়ের গায়ে চারটে রক্তাপ্লুত মৃতদেহও ঝুলে আছে অসহায় ভঙ্গিতে।

অবশিষ্ট দেহগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে।



www.boiRboi.blogspot.com

দুর্গের অন্যান্য কর্মচারীরা আতঙ্ক বিহ্বল অবস্থায় গেটে গিয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিলো।

সেই মুহূর্তে পাবলোর বিশালবাহিনী ঢুকে পড়লো খোলা গেট দিয়ে।

ওরা ঘোড়ায় বসেই নির্বিচারে ফায়ার করছে। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে দু'পাশে শুয়ে পড়ছে অসহায় আতঙ্কিত মানুষগুলো।

ডান এবং বাদিকে আরও দু'টো টানা বারান্দা, দু'টো সিড়ির মুখে এসে শেষ হয়েছে।

কারও নির্দেশের তোয়াক্কা না করে চারজন সহচর সিড়ি লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

একটু পরেই দু'দিক থেকে পরিচিত ফায়ারিংয়ের শব্দ ভেসে এল।

ওরা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে।

দুদিকের সিড়ির পাশে দুটো করে ছোট দরজা। এই দরজা সোজা চলে গেছে মাটির নীচে অন্দর মহলে। চারটে দরজাই এখন হাট করে খোলা।

'নীচে অন্দর মহলে চলে যাও ? মেয়েদেরকে মেরো না, জীবিত ধরে এনো বাইরে।' চিৎকার করে নির্দেশ দিল পাবলো।

ধীরে ধীরে খুব সাবধানে এগুচ্ছে ও। লক্ষ্যস্থল সৈন্যদের ব্যারাক।

জানা কথা, সৈন্যরা বেশীর ভাগই হয় আহত, নয় নিহত। তবুও কোন রিস্ক নিতে রাজী নয় ও।

হঠাৎ করে ব্যারাক থেকে এক সৈন্য রাইফেল তাক করে বেরিয়ে এল বাইরে। পাবলোকে বেচারা দেখতে পায়নি।

আসলে পালাতে চাইছে ও। কিন্তু পাবলো ওকে পালানোর



সেই সুযোগ দিল না।

ওর হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো।

কাঠের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো সৈন্যটা ঝলকে ঝলকে গরম রক্ত ছিটিয়ে।

সারা দুর্গ জুড়েই এখন রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ।

পাবলোর সূক্ষ্ম অনুভূতি যেন তাকে নূতন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ও। দৃঢ় পায়ে ভাংগা জ্বলন্ত ব্যারাক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছায়ামূর্তিটা।

ছায়ামূর্তি এবার পাবলোকে দেখতে পেয়েছে।

ওর হাতের পিস্তলটা গর্জে উঠলো।

বুলেটটা পাবলোর কাঁধের এক খাবলা মাংস উড়িয়ে দিল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো পাবলো। 'শালা বানচোত··· শুওরের বাচ্চা···কে তুই ?'

'মেজর পিটার সন—উত্তর দিল ছায়ামূর্তি।

পাবলো ফায়ার করলো।

ক্ষিপ্রগতিতে মেঝের উপর শুয়ে পড়েছে মেজর পিটার সন। বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

এক নাগাড়ে আরও পাঁচবার ফায়ার করলো পাবলো।

ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে, কখনো গড়িয়ে অদ্ভুত কায়দায় বিদ্যুৎবেগে সরে যাচ্ছে মেজর পিটার সন।

বুলেট ওকে স্পর্শ ই করতে পারছে না।

ক্ষিপ্র হাতে নূতন ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে পাবলো দেখলো, মেজর উঠে দাঁড়িয়েছে।



www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু না, পালাতে পারলো না। চারপাশ থেকে পাঁচটি রাইফেল তাক করে আছে ওকে। রাইফেলধারীরা ওরই সহচর।

'পিস্তল ফেলে দাও মেজর,' হালকা গলায় বললো পাবলো। 'নইলে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছো বুলেটে।'

চারপাশে রক্তচক্ষুতে চেয়ে পিস্তল ফেলে দিল মেজর পিটার সন।

'ধন্যবাদ মেজর' দৃঢ় পায়ে কাছে এগিয়ে গেল পাবলো। 'আমি পাবলো। এক্স-মার্শাল। এই দুর্গ এখন আমার হাতে। চেয়ে দেখ, বন্দীরা তোমারই ভাই, সৈন্য। মেয়েরা তোমারই বোন, কারও স্ত্রী। এদের সবার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি চাইলে এরা মরবে, চাইলে ওরা বাঁচবে।'

'কি বলছো যা তা?' বিস্মিত শোনাল মেজরের গলা।'

'মেজর,' ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসলো পাবলো। 'আমি চাই সোনা।' জলদি বল, সোনা কোথায়? নইলে বন্দীদের হত্যা করা হবে?'

কোন উত্তর দিল না মেজর। অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইংগিত করলো পাবলো।

ওর এক সহচর সাড় বেঁধে দাঁড় করানো বন্দীদের দিকে এগুলো।

একটু আগেই ওরা আত্মসমর্পন করেছে।

গর্জে উঠলো পিস্তল।

পর পর দুবার।

দুজন সৈন্যের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

'থামো থামো,' চিৎকার করে উঠলো মেজর পিটার সন।

পরাজিত ক্লান্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছে মেজরকে। পাবলোর নিষ্ঠুরতা চমকে



দিয়েছে ওকে। 'বন্ধ করো এই গণহত্যা। সোনার চেয়ে মানুষের জান মূল্যবান।

মাত্র দশ মিনিটে সব বলে গেল মেজর। জনির কাছে রয়েছে ম্যাপ, এটাও বলতে ভুললো না।

বলা শেষ হতেই বিদ্যুৎবেগে থাবলা মেরে পাবলোর পিস্তলটা নিয়ে নিল নিজ হাতে। নিজের কপালে ঠেকালো পিস্তল।

তারপর খুব শান্ত ভাবে টিপে দিল ট্রিগার।

একদলা মগজ ছিটিয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। উল্টে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ওর মৃতদেহ।

'একজন সাহসী লোক,' পাবলো মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিল। 'ওর উপযুক্ত সম্মান দেয়া উচিত।'

তারপর চিৎকার করে উঠলো। 'সারা দুর্গে করুণ বিউগল বাজাও। সামরিক মর্যাদায় সমাধিস্থ করো মেজরকে।'

আর শোনো, বন্দীদের প্রতি কোন অত্যাচার করবে না। বাকী রাতটুকু কাটিয়ে আমরা কাল ভোরেই রওনা দেব সোনার সন্ধানে।

আমার দোস্ত বেজন্মা হ্যারীকে খুঁজে বের করবো।

ওর সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করবো সোনা।

'দেখি ব্যাটা জনি কেমন করে ঠেকায় আমাকে?'

দু'মিনিট পরেই করুণ সুরে বেজে উঠলো বিউগল। ক্লান্ত পাবলো চলে গেল হেঁটে হেঁটে। কাঁধের ক্ষতটা ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।



www.boiRboi.blogspot.com

# তেইশ

'মারিয়া তুমি !' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলো জনি।

'হ্যাঁ আমি' শক্ত গলায় উত্তর দিল মারিয়া। 'কাপুরুষ কোথাকার, আমাকে একা রেখে পালিয়ে গিয়েছিলে তুমি ? কেন ?' ধরাম করে দরজা খোলার শব্দ হল। ঝড়ের বেগে রূমে ঢুকলো মার্শাল টমি।

'জনি,' উত্তেজিত শোনাল মার্শালের কণ্ঠ। সর্বনাশ হয়ে গেছে। গতকাল রাতে ফোর্ড স্মিথ দুর্গ দখল করে ফেলেছে মার্শাল পাবলো। মেজর পিটার সন আত্মহত্যা করেছে।

তারপরই নজর পড়লো মারিয়ার দিকে।

'আরে মারিয়া যে !' আনন্দে ফেটে পড়ল মার্শাল টমি। 'হাই বেবী, চমৎকার মেয়ে তুমি ? খুব শক্ত। পালিয়ে এসেছে; নিজের চেষ্টায়, তাই না ?'

'এসব কথা পরে হবে,' ক্লান্ত গলায় বলল মারিয়া। 'তুমি ওকে জনি বললে কেন ? ওর নামতো দিয়ান কুলান !'

হা হা করে হেসে উঠল মার্শাল টমি। 'এতোদিন যা জেনেছো সব ভুল। ও শালা বেজন্মা জনি। টেক্সাসের সেই বিখ্যাত মার্শাল। বিচারক পার্কারের বন্দুকবাজ—জনি।

'কেন ওর নাম শুনোনি তুমি ?'

চুপচাপ নিঃশব্দে জনিকে লক্ষ্য করছে মারিয়া। জনি ?



www.boiRboi.blogspot.com

বিস্ময়ে থ মেরে গেছে মারিয়া।

জনি।

কেনা জানে এই লোকের কথা। মদের আড্ডায় খামার বাড়ীতে সর্বত্রই এই লোককে নিয়ে শত গল্প ছড়িয়ে আছে।

টেক্সাসের প্রবাদ পুরুষ এই লোক।

'মার্শাল,' শান্ত গলায় বললো জনি। 'আমাকে এখনই এখান থেকে পালাতে হবে মার্শাল পাবলো নিশ্চয় আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে, এতক্ষণে পাগলা কুত্তার মত। কারণ ফোর্ডস্মিথের দুর্গ দখল করার পেছনে রয়েছে ওর সোনার লোভ। আর সোনা কোথায় লুকানো আছে তা একমাত্র আমিই জানি।'

'সর্বনাশ,' কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক চোখে জনির দিকে তাকিয়ে বললো মার্শাল। 'ঠিকই ধরেছো তুমি, মার্শাল পাবলো তোমাকে খুঁজতে বেরুবেই। সবাই জানে সোনার ওপর ওর প্রচণ্ড লোভ। ও তোমাকে ছাড়বে না। ঠিক আছে চল, বেড়িয়ে পড়ি আমরা, পালাই এক সাথে।'

'মানে,' বিস্মিত কণ্ঠে বললো জনি। 'তুমিও পালাবে নাকি আমার সাথে ?'

'আমরা বন্ধু, তাই না, গম্ভীর কণ্ঠে বললো মার্শাল টমি। ভয়ংকর বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি, তোমাকে একা ছেড়ে দিই কিভাবে ?

কোন উত্তর দিল না জনি। জানে মার্শালকে কোনো যুক্তি তর্ক দিয়েই বুঝানো যাবে না। পাগলটা ওর সাথেই যাবে।

'ঠিক আছে,' হাসলো জনি। মারিয়া তুমিও যাবে আমাদের সাথে, তাই না ?'

ম্লান হাসলো মারিয়া।

'এছাড়া উপায় কি। হ্যারীকে মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে পালিয়ে এসেছি আমি। ভেবেছিলাম মার্শালের কাছে সাহায্য চাইবো। এখন দেখছি মার্শালও পালাচ্ছে তোমার সাথে। কাজেই কোনো উপায় নেই তোমাদের সাথে না গিয়ে।'

নিঃশব্দে গোছগাছ করা শুরু করলো ওরা। মিনিট বিশেক পরে বেরিয়ে এল বাইরে। এক সাথে লাফ দিয়ে উঠে বসলো ঘোড়ায়। যাত্রা তবে শুরু হল, হাসলো জনি। 'কি আছে সামনে কে জানে,' কোন উত্তর দিল না কেউ। ছলকি চালে ছুটল ঘোড়াগুলো।



www.boiRboi.blogspot.com

# চব্বিশ

রাত দশটা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত উইটিবির মত কর্মব্যস্ত ছিল পোপন শহর। এ-পর্যন্ত যতগুলো শহর পশ্চিমে গড়ে উঠেছে সব এক সাথে জোড়া দিলেও এর বিশাল আয়তনের সমান হবে না। শহরের প্রান্ত-সীমায় গিজ গিজ করছে বাড়ি। একটার পাশেই মাথা তুলে আছে আরেকটা। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর ধু ধু রূপালী ধারা। আরো সামনে মূল শহর। যে জায়গাটায় পাবলো এবং তার দল-বল এসে দাঁড়াল সে জায়গাটা শহরের প্রান্তসীমা। কেটাকির শেষ।

নারী-পুরুষ, সাদা কালো সব ধরনের লোকও খানিকক্ষণ আগে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল। রাস্তার দু'ধারে ছিল অন্তহীন জনতার স্রোত। চেরাই কাঠ, দড়াদড়ি, চামড়া ভর্তি ওয়াগন আর মাল-টানা ঘোড়ার গাড়িগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসা যাওয়া করছিল।

হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল সব।

প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত মানুষ ঢুকে পড়েছে ঘরে। খটাখট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরোজা জানালা।

'পাবলো—পাবলো,' ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করছে লোকজন, ছুটতে ছুটতে। 'পালাও···পালাও···'

ডে র‍্যাফটার খামারের সদর দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল পাবলোর স্টেজ কোচ এবং সাঙ্গ-পাঙ্গদের ষণ্ডা মার্কা ঘোড়া-গুলো। রেইলের সাথে ঘোড়ার দড়িগুলো বেঁধে আবার কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা ফায়ার করল ওরা। গেটের ভেতর ঢুকছে যখন দরোজা খুলে বেরিয়ে এল হ্যারীর ডান হাত বুন কাউডিল। পাবলোকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে! পাবলো না? ভেবেছিলাম··· ···' ছুটল সে ঘরমুখী হ্যারীকে খবর দিতে।

একটু পরেই হ্যারী বেরিয়ে এল বাইরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। 'মরোনি?' খ্যাক খ্যাক করে হেসে শুধালো পাবলো।

'খানিকটা দেরি হবে,' সরাসরি চেয়ে জবাব দিল হ্যারী।

'কখন?' জানতে চাইল পাবলো।

'মারিয়ার দেহটাকে ছিঁড়ে ফেলার পর।' বলে কাতরে উঠল হ্যারী ব্যাথায়।

'মার খেয়েছো কোথায়?'

আঙুল দিয়ে দুই উরুর মাঝখানটা দেখিয়ে বোকার মত হাসল হ্যারী। ব্যাথায় বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখটা।

'খুশি করতে গিয়ে—' কৌতুক ঝরে পড়ছে পাবলোর কণ্ঠে।

'কি মনে করে এলে দোস্ত্?' প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছে হ্যারী।

'সাহায্য চাই, তাই পথ ভুলে এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখছি শুইয়ে দিয়েছে ছুকরী। পাবলোর রসিকতায় হাসল হ্যারী ঠোঁট বাঁকিয়ে। কাত হতে গিয়ে অঁক করে কাতরে উঠলো সে যন্ত্রণায়।

'কি সাহায্য চাও তুমি,' সরাসরি প্রশ্ন করল হ্যারী।

'জনি রিয়ানদা। ওকে জ্যান্ত বা মুর্দা চাই আমি।'



www.boiRboi.blogspot.com

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হ্যারী। মনে হলো কে যেন খিঁচে টান দিয়েছে ওকে।

'জনি!' বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল ও।

'হ্যাঁ,' সামনের রাখা কাঠের শক্ত চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল পাবলো। 'ছোকরা শুনছি সোনার সন্ধানে ফিরছে। ফোর্ডস্মিথ দুর্গ থেকে চলে এলাম সটান তোমার এখানে। শক্ত ছেলে ওই জনি। শুনলাম পিস্তল, ক্যারাটে পশ্চিমে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী—'

'কথাটা সত্যি জেন,' বলল হ্যারী গম্ভীর স্বরে।

সেজন্যেই এক সাথে মাঠে নামতে চাই,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে পাবলো হ্যারীকে।

কাত হয়ে দাঁড়ালো হ্যারী। একটা ছোট্ট গোঙানি দিয়ে বললো, 'পাবলো দোস্, ঠিক সময়েই এসেছো তুমি। আমি জ্বলে-পুড়ে মরছি প্রতিশোধের জ্বালায়।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি তুমি—'

'শর্ত আছে।'

'বলে ফেলো।'

'মারিয়াকে আমার চাই।'

'পাবে।'

'ওর গরম জায়গাটায় আমি ছুরির ছ্যাঁকা দেবো মরার আগ পর্যন্ত। যেন—'

'ব্যাস, ব্যাস,' হাত তুলে সহাস্যে বলল পাবলো। 'আমি চাই সোনা তুমি চাও মারিয়া, এই তো?'

মাথা উঁচু নিচু করলো হ্যারী উল্টোদিকে মুখ করেই। মদের বোতল বের করে ফেলেছে পাবলো। ছিপি খুলে থমকে গেল হ্যারীর

কথা শোনার জন্য।

'আমাকে আজকের রাতটা বিশ্রাম নিতে দাও। তোমরা থাকো অতিথি হিসেবে। বুন কাওতিল মেহমানদারী করবে তোমাদের। ভোরেই ছুটবো আমরা।' বলে হ্যারী চুপ হয়ে গেল। মদের বোতলে চুমুক দিয়ে কর্কশ স্বরে হেসে উঠল পাবলো।

'ঠিক আছে দোস্...'



www.boiRboi.blogspot.com

# পচিশ

'সূর্য কোথা যাও?' শব্দটা উচ্চারণ করে হাসল জনি আপনমনে। পশ্চিমে হেলে পড়েছে ওটা। গাঢ় ছায়া জমে উঠছে লাভার গর্ত আর ফাটলে। অনেক দূরের নদীটা দেখা যাচ্ছে একটা রুপালী ঢেউ খেলানো রেখার মতো। আরো দূরে দৃষ্টি ফেলল সে। সবুজ একটা দ্বীপ। বিশাল ঘোড়ার খুরের মতো মনে হচ্ছে এখান থেকে। এর এপারে যা আছে সেটা নির্জনতা, মৃত্যু আর দুঃস্বপ্নের মতো কালো আঁধার। ভেতর থেকে চেপে রাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জনি। ঠাণ্ডা বাতাস খেলে যাচ্ছে ঘাসের ডগা ছুঁয়ে। পাতায় পাতায় কাঁপন লেগেছে।

গুহামুখে বসে বসে অপেক্ষা করছে জনি। মারিয়া আসবে। এই গুহাটা আসলে একটা লম্বা ট্যানেল। ওটার ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে সে। ছ'শো গজ তফাতে আরো একটা বড় দ্বীপের মতো জায়গা পাওয়া যাবে। পুব-দখিন কোণে রয়েছে ছোট্ট এক ঝর্ণা। গুহার বাইরের মুখটা আড়াল করেছে একটা উঁচু পাথুরে দেয়াল। ছ'হাত সামনে না এলে ধরতে পারবে না কেউ এটার অস্তিত্ব। নিরাপদ আশ্রয় আপাতত। ভাবল জনি।

খানিকক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। নিচে সবই কালো

দেখাচ্ছে। দূরে পশ্চিম আকাশের অস্তাগামী সূর্যের আলো পড়ে লাভা স্তরটাকে একটু লালচে রঙ ধরিয়েছে—মনে হচ্ছে যেন আগেকার গলিত ভীষণ রূপ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে লাভা। দূরে পাহাড়ের একটা কালো কাঁধ দেখা যাচ্ছে। একটা সিডার গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে দেখছে সে নৈসর্গিক দৃশ্য-গুলো। কেন যেন ওর ভালো লাগে এসব। মন ছুটে যায় কোন অজানায়, এক অচিন পুরে।

নিঝুম সন্ধ্যা। শুধু গাছের পাতায় মর্মর আর অসংখ্য নাম না জানা পোকার বিচিত্র শব্দের মাঝে বসে এক অনির্বচনীয় ভাবনায় ডুবে আছে জনি। ভাবছে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে।

সাবধানী পা ফেলার শব্দে হুঁশ ফিরল ওর। ফিরে আসছে ওরা। গাঢ়, গভীর অন্ধকারে একমাত্র আলো ওই এক কোণে জ্বালিয়ে রাখা কাঠ-কুটরোগুলোর থেকে বেরিয়ে আসা হলদে আগুন। চাপচাপ অন্ধকারের খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেছে আলো-টুকু। বাকি জায়গায় রহস্যময় আলো আঁধারি। ফিরে আসছে ওরা।

মার্শাল আর মারিয়া। কেন যেন মারিয়াকে একবার ভালো করে দেখার জন্য ওর মনটা আঁইটাই করছে। অনেকক্ষণ ধরে মারিয়া কাছে নেই। কাছে থাকলে অবশ্য এমনটি হয় না। মারিয়া যে কতটুকু ওর ভিতরে ঢুকে গেছে টের পায় একটু ছাড়াছাড়ি হলেই। এক অব্যক্ত এবং ক্রমাগত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মন। এতক্ষণ ঠিক তাই চলছিল। ওদের পায়ের শব্দে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়ালো সে।



www.boiRboi.blogspot.com

বাইরে নিকষ আঁধার। চাঁদ নেই আকাশে। মারিয়ার দিকে তাকাল জনি। ধ্বক্ করে উঠল ওর কলজেটা। এতরূপ! সূর্য হারিয়ে গিয়ে এখন সূর্যমুখী ফুটল যেন, মনে হল জনির। পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল।

কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী হিংসে জেগে উঠলো ওর ভেতর। 'মারিয়া তুমি আমার।' আর কারো নও।' বিড় বিড় করল সে মনে মনে। 'অনেক দেরি করছো তুমি। তোমার সাথে রয়েছে টমি। আচ্ছা, টমির প্রতি কি তুমি দুর্বল? অথবা টমি? টমির মুখ অমন লাল কেন? তোমার চেহারাটা আজ যেন ঝকমক করছে? কই, আমার সাথে থাকলে তো এমন খুশি খুশি থাকো না তুমি? ভাবছে জনি। 'ছিঃ! এসব কী ভাবছি আমি?' ধমকে উঠল সে নিজেকে।

'কিছু ভাবছো বুঝি?' দু'পা এগিয়ে এল মারিয়া। মুখে এখনো ঝলমলে হাসি।

'না—না—' বোকা হাসি হাসল জনি। ভাবনাটা কি পড়তে পেরেছে মারিয়া? মাইগড! তাহলে একেবারে ছোট হয়ে যাবো ওর কাছে। 'দেরি হচ্ছিল, উৎকণ্ঠায় ছিলাম এবং তোমাদের অপেক্ষায় থেকে অতীত হাতড়াচ্ছিলাম।' থেমে থেমে বলল জনি।

গলাটা নিজের কাছেই অচেনা মনে হচ্ছে।

হেসে ফেলল মারিয়া। 'বোকা!' বলল সে। জনির শক্ত বুকে হাত রাখল এগিয়ে এসে। 'বাজে চিন্তা করো কেন সব সময়?' হাল্কা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে বলল ও। এই ফাঁকেসটকে পড়ল মার্শাল। দেয়ালের আড়ালে রাতের নীরবতা ভাঙছে ওর ভারি জুতোর মচমচ শব্দে।

হাত ধরে টান দিল মারিয়া। জনির হাত পেঁচিয়ে ধরল ওর কাঁধ।

'আচ্ছা, তুমি এমন করো কেন, জনি?'

কি বলতে চাও তুমি,'

হাল্কা রাগ ঝরে পড়ল জনির কণ্ঠে।

'এই যেমন আমাকেই তুমি পাঠালে মার্শালের সাথে অথচ তোমার চোখ-মুখ বলছে দুঃখ পেয়েছো।'

অবাক হবার চেষ্টা করল জনি।

'লুকিয়ো না আমাকে।' শীতল স্বরে প্রতিবাদ করল মারিয়া।

'আমি আগেও দেখেছি তোমার চোখে সন্দেহের ঘনঘটা। এবং এটা বিশেষ করে মার্শালের ব্যাপারে। কি হয়েছে তোমার, জনি?'

'মারিয়া,' প্রায় আর্তস্বরে ডাকল জনি। 'আই লাভ ইউ, বড় বেশি ভালবাসি তোমাকে!' শব্দটা এত গভীর স্তর থেকে বলল জনি যে চমকে ফিরে তাকাল মারিয়া তার দিকে। এবং ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল মারিয়া, চেয়ে থাকল স্থির দৃষ্টিতে। আবছা আলোয় দেখল জনির চোখ দু'টো ভেজা ভেজা। এই দুর্বিনীত নিষ্ঠুর লোকটার চোখে জল। এমন অসহায় রূপ সে আর দেখেনি কখনো। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল মারিয়া ওর বুকে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল সে নির্ভরতার মানুষটিকে।

কতক্ষণ যে ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল পরস্পরকে, জানে না। গুহাটার ভেতর আলো ফিকে হতে হতে নিভে গেল একেবারে। গভীর আঁধারে ফিস ফিসিয়ে উঠল মারিয়া, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি। তোমার ভালবাসা আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না জেনো।'



www.boiRboi.blogspot.com

'মারিয়া,' আকুল কণ্ঠে ডাকল জনি।

ডুকরে কেঁদে উঠল মারিয়া। কেন জানি কেবলই কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

গভীর রাত। খাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে আছে ওরা। ঘুম নামক বস্তুটি উবে গেছে ওদের চোখ থেকে। মাত্র এক বিঘৎ দূরত্বে দু'জন শুয়ে আছে। ভাবছে। বাতাস থেমে গেছে। গুহায় ঘন অন্ধকার। বাইরে তুষার ঝরছে। শীতে গুটিসুটি খেয়ে পড়ে আছে ওরা। জনির মাথার নিচে ভাঁজ করা পাতলুন আর কোট, জুতোজোড়া ঢোকানো তার মাঝে। চমৎকার একটা বালিশের কাজ দিচ্ছে ওটা। অটোম্যাটিক পিস্তলটা যথারীতি ডান হাতের কব্জির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে সে।

এখান থেকে গুহামুখের পথটা পরিষ্কার দেখা যায়। একটা ছায়া থমকে দাঁড়াল ওখানটায়। মার্শাল? ভাবছে জনি। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকছে সে। এগিয়ে গেল আগুনের দিকে। নিভে গেছে। ম্যাচের কাঠি জ্বালানোর শব্দ হল। আগুন জ্বালল সে।

'জনি!' অস্ফুটে ডাকল টমি। শব্দটা কানে পৌছুল কি পৌছুল না জনির। জবাব দিতে গিয়েও থমকে গেল। 'ঘুমিয়ে পড়েছে।' আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, 'আচ্ছা বেচারারা ঘুমুক।' বেরিয়ে গেল সে।

পিন পিন করে একটা ব্যাথা ছড়িয়ে গেল জনির বুকে। টমির জন্য কি এক আকাঙ্খায় নিজের সবকিছু ও বিসর্জন দিয়ে চলেছে জনির জন্য। জায়গাটা ফের আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই আলোয় মারিয়ার মুখটা দেখল জনি। কেমন যেন ক্লিষ্ট, ব্যাথায় ছেয়ে আছে।

কণকনে ঠাণ্ডাটা দূর হলো খানিকটা আগুন জ্বালতে। বাইরে

গাছের ডাল থেকে জমাট বাঁধা তুষার ঝরে পড়ার মৃদু শব্দ। বাতাসের বেগ আবার বাড়ছে একটু একটু করে।

'মারিয়া, এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে শুয়ে আছো?'

'হ্যাঁ,' নির্বিকার ভাবে বলল মারিয়া। 'গায়ে কি পরেছি দেখেছো?'

'কি?' কৌতূহলী হয়ে শুধোল জনি।

'বিয়ের দিন যেটা পরবো।' জলতরঙ্গের মতো শব্দ করে হেসে উঠল মারিয়া। 'সার্ট'

সেই হাসির শব্দে জনির সমস্ত শরীরটা অজানা এক আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই ফাঁকে ওদের দূরত্বটা কমিয়ে ফেলল কিছুটা।

'মারিয়া, আমাকে ভালবাসো?' আবেগ ঘন কণ্ঠে বলল জনি।

'বাসি।' নরম স্বরে বললো মারিয়া।

'আবার বলো।' গায়ে গায়ে লেগে গেল জনি।

'বাসি…বাসি…বাসি। হলো আমার খরগোশ ছানা।' খিল খিল করে হেসে উঠল মারিয়া। 'বুঝলাম। এখন বলো বিয়েটা কবে হবে?'

'শিগগিরি।'

এই…আাঁ…কি হচ্ছে?'

ওর ওপর চলে এসেছে জনি। গালে গাল ঘষছে। হাত খেলা করছে বুকের ওপর। ক্ষেপে গেল মারিয়া। দমাদম ঘুষি মারছে সে জনিকে। কিন্তু জনির অবস্থা আজ সত্যিই খারাপ। গরম নিঃশ্বাস পড়া শুরু হয়ে গেছে ওর। টের পেয়ে সরে যেতে চাইল মারিয়া। গায়ের জোরে ওকে চেপে রাখল জনি।



www.boiRboi.blogspot.com

মারিয়া…মারিয়া, আমার সোনামনি।' অজস্র চুমুয় নিঃশ্বাস আটকে যাবার দশা মারিয়ার। ভয় পেয়ে গেছে ও, এই বেপরোয়া আক্রমণে।

'প্লিজ, জনি!' ব্যাকুল অনুরোধ ঝরে পড়ল মারিয়ার কণ্ঠে। 'এখন না, এখন—উঁহু,' ফট করে শব্দ হলো একটা। বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছে দস্যিটা ওর জামা।…বুক নগ্ন! বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল মারিয়া, পাগলের মত মুখ ঘষছে জনি ওখানটায়।

'আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালবাসি মারিয়া!' গোঙাতে গোঙাতে বলল জনি।

'আমিও—কিন্তু…' আরো নিচে নেমে গেল ওর জামা। সাথে সাথে জনির মুখ।

'জনি!' চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া। 'কি করছো…'

'মারিয়া! সোনামনি—লক্ষ্মী, তুমি আমার বউ,…বউ!' বলতে বলতে ওর ঠোঁট ছুঁলো নিচে আরও নিচে।

'মাই গড,' কি হচ্ছে—কি—হচ্ছে,' আনন্দে, রাগে গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে মারিয়ার। 'আমার সব শেষ…হয়ে…গেল। সব—'

হো হো শব্দে হেসে উঠল জনি। মুখ তুলে উফ্ শব্দ করে ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে জনিকে। জনির হাত খোলা স্তনে।

পারল না। অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরল তাকে জনি। আবছা আলোয় সব দেখে নিচ্ছে জনি, খুঁটিয়ে এক এক করে। প্রতিটা লোমকূপ। তারপর বের হয়ে আসে তার লকলকে জিব। সমস্ত শরীর সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাঁধা দিতে দিতে ক্লান্ত মারিয়া। এখন শুধু গোঙাচ্ছে। ছটফটানি বন্ধ। হঠাৎ একটি পশুকে সে

বিদ্যুৎ গতিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে হাত তোলে অসহায়ের মতো। কে শোনে কার কথা। কে শুনেছে কার কথা। সিংহের বিক্রম এসে গেছে তখন জনির শরীরে। বাইরে বাতাসের বেগ বাড়ল। তুষার পড়ছে ঝুপঝাপ, মারিয়ার পৃথিবী উঠল দুলে। অদূরে কাঁপছে আগুনের ছোট ছোট জিভ।

রাত্রির শেষ প্রহর।

রেগে টং হয়ে আছে মারিয়া। যে জায়গাটায় শুয়েছিল সেখান থেকে ছিটকে সরে গেছে একেবারে ঝর্ণার কাছে। আবছা আঁধারে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে আছে ও। কথা নেই। শুধু মাঝে-সাঝে জনির উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে গাল, এবং নুড়ি পাথর। একবার উঠে দাঁড়িয়ে চুপচাপ জনি এগোতে গিয়েছিল ওদিকে। মতলব, ওকে পটানো। বৃষ্টির মত নুড়ি ঝরতে লাগলো ওর সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে। কাজেই আগের জায়গায় বাধ্য হয়ে পেছিয়ে আসতে হয়েছিল ওকে।

'মারিয়া, লক্ষী,' অতীষ্ট হয়ে ডাকল জনি মধুর স্বরে কতক্ষণ আর এভাবে থাকা যায়। কথা শেষ করতে পারল না। গালি শুরু হলো।

'শালা, ছোটলোক। বেশ্যা পুরুষ। আমাকে নষ্ট করেছো। হারামী। কাল তোকে তিনটে গুলি করবো। তোর বংশ উজাড় করবো।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মারিয়া।

'আমি অপরাধ করেছি, সোনামণি—'

'চোপ, তোর গুষ্ঠী—'

'মারিয়া!'

'নাম ধরে ডাকবে না বলছি। অসভ্য, জানোয়ার!'



www.boiRboi.blogspot.com

'তোমাকে আমি ভালবাসি—'

'চোপ ভালবাসা কাকে বলে জানো? ভালবাসলে ওগুলো করতে পারতে? ব্যাথা দিতে পারতে আমায়—' আবার ফুঁপিয়ে উঠল মারিয়া।

অবশেষে, গুহার বাইরে চলে এলো জনি। মার্শাল হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। মায়া লাগল জনির। কী হয়েছে ছেলেটার জানে না। জনির জন্যে সবকিছু বিলিয়ে দিতে যেন উঠে পড়ে লেগেছে সে। ওকে পাঠিয়ে দিল সে ভেতরে। ঘুমুবার জন্য তন্দ্রাক্লান্ত জনি। ভেতরে ঢুকে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল, মারিয়ার বিছানায়। শূন্য বিছানা। কিন্তু ওকে বোঝাবার বা ডাকবার সময় নেই। রাজ্যের ঘুম নেমেছে। ঘুমাল নাক ডেকে ঝাড়া চার ঘণ্টা। ঘুম ভাঙলো গুলির শব্দে। চোখ পিট পিট করে তাকাল। প্রথমে দৃষ্টিতে এলো গুহার অসমতল ছাদ। নেমে এল নিচে। একটা নরম পা। আঁকড়ে আছে ওকে। বুকে ভারি কিছু। মারিয়া।

মারিয়ার চুল সুড় সুড়ি দিচ্ছে ওর চোখে মুখে। সেঁটে আছে সে ওর গায়ের সাথে। ঘুমুচ্ছে অঘোরে। ঠেলা দিল ওকে ব্যস্ত ভাবে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেমন যেন টলমল দেহে হেলে পড়ল মারিয়া ওর বুকে।

চোখ বুঁজে আসতে চাইছে মারিয়ার। মাথা ধরে ঝাকুনি দিল জনি। চোখ মেলে ধরতে চাইল টান টান করে। টকটকে জবার মতো লাল হয়ে আছে মনি দু'টো মারিয়ার।

মারিয়া। ওরা মনে হয়—' এক সাথে তিন চারটে বন্দুক থেকে গুলির শব্দে ঢাকা পড়ে গেল জনির কণ্ঠস্বর। ওর বুকে মাথা রেখে বিড় বিড় করছে মারিয়া। 'আই হেট ইউ। ইউ বাস্টার্ড। অনেক

কষ্ট দিয়েছো তুমি আমাকে।'

'মারিয়া। প্লিজ।'

'আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না। ঘৃণা করি শুধু।' বলে আবার আঁকড়ে ধরল সে জনিকে। জনির গা যেন পুড়ে গেল। জ্বর। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে মেয়েটা। বাইরে কয়েক জোড়া ঘোড়ার খুরধ্বনি। ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মারিয়ার পিঠের দিক দিয়ে বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে বগলের ভেতর চালিয়ে দিল জনি। টেনে তুলল। মাথাটা ছুঁয়ে আছে জনির কাঁধ। অবশ হাত ঝুলছে। টেনে তুলল ওকে জনি।

বাইরে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে মার্শাল টমি। মনে হয় ওখানে হ্যারী নেই। আসবে সে। জানে জনি। টমিকে কুড়ি হাত দূরে থাকতেই চিনতে পারবে সে। এবং গুলি করতে এক পলকও দেরি করবে না। কাজেই—

টেনে-হেঁচড়ে মারিয়াকে নিয়ে চলল জনি ঝর্ণার কোণে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো ঘোড়া।

জ্বরের তাপে ফেটে যাচ্ছে মারিয়ার শরীরটা। একটা অপরাধ-বোধে বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে গেল ওর। বাজে একটা কাজ হয়ে গেছে কাল রাতে। কিন্তু আনন্দের আমেজটুকু এখনো লেগে আছে শরীরে ওর।

গুলির প্রচণ্ড একটা শব্দে সচকিত হয়ে উঠল জনি। মারিয়াকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিল। ওর মাথা ছুঁয়ে আছে কেশর। অব-চেতন অবস্থায় রয়েছে।

এবার ছুটল জনি গুহা মুখের দিকে। জানে না টমির কি হয়েছে। ওর স্থির বিশ্বাস নিশ্চয়ই ওদের খেলাচ্ছে টমি। চাইছে জনি



বেরিয়ে আসুক। বাইরে পৌঁছুতেই তীব্র রোদের দাপটে ঝলসে গেল ওর চোখ-মুখ। সূর্যের আলোর ছটায় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসতেই ছ্যাঁত করে উঠল ওর বুক।

জায়গাটা খালি। তুষার গলা নরম মাটিতে খুরের দাগ। তাহলে কি ওরা ফিরে গেছে? কিন্তু টমি কোথায়, দুরুদুরু বুকে চাইল সে ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, নেই। কোথায় গেল ও।



www.boiRboi.blogspot.com

## ছাব্বিশ

'ট-অ-মি-ই-ই—' গলা ছেড়ে চেঁচাল জনি। প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল ওর কণ্ঠস্বরটা। প্রতিধ্বনি ভেসে এলো পাহাড়ের গায়ে ঠোকর খেয়ে। তখনি শুনতে পেল জনি কণ্ঠস্বর।

হ্যারী।

ধ্বক করে উঠল জনির কলজে। উত্তাল বেগে ধেয়ে চলেছে হৃদপিণ্ড। চেঁচিয়ে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে হ্যারী তার চেলাদের। পাগলের মতো আঁতিপাঁতি করে খুজল জনি, টমিকে। ওদিকে অনেকগুলো ঘোড়ার সম্মিলিত খুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে ক্রমেই। এবং দেখতে পেল তাকে। টমি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বার্কস্কিনের জ্যাকেটের চামড়া ছিঁড়ে গেছে বাঁ হাতের। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। জনির ছায়াটা ওর সামনে থামতেই মুখ বিকৃত করে চাইল সে ওপর দিকে। দেখল জনিকে। হাসতে চাইল, ফুটল না। বেঁকে রইল শুধু ঠোঁট।

হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে জনি। খুরধ্বনি দেয়ালের গোড়ায় পৌঁছে গেছে।

'টমি, মাই ডিয়ার।' গভীর মায়ায় ডাকল জনি।

'জ-ন—জনি,'



www.boiRboi.blogspot.com

বক্ত বক্ত করে মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল টমির।' ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল জনি।

হ্যারী এসেছিল, না?'

মাথা উঁচু নিচু করল টমি।

আমি ওদেরকে বুঝিয়ে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তোমরা পালাও। ওরা দলে অনেক। কোনক্রমেই পেরে উঠবে না তোমরা। আর···আর···আমি—' কথা বলতে পারছে না টমি। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে।

'টমি—' ভেজাস্বরে বলল জনি। 'ওদের প্রত্যেকে খুন হবে।

একরাশ রক্ত গড়িয়ে গেল ঠোঁটের কষ বেয়ে।

'ওয়াদা দোস্ত?' ম্লান হাসি ফুটল টমির ঠোঁটে।

ওয়াদা।'

প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল টমি জনির শক্ত হাতটা। কয়েকটা হিঁচকি তুলল সে। চিত হয়ে গেল। বিস্ময়ে থ' খেয়ে গেল জনি। তলপেট থেকে নিয়ে নিচের অনেক দূর পর্যন্ত জায়গা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে। রক্তে বিষ্ঠায় মাখামাখি। লোকটা এতক্ষণ বেঁচেছিল কী করে।

# সাতাইশ

একটা ছায়া এসে দাঁড়াল। তার পর পর কয়েকটা। ধীরে ধীরে মাথা তুলল জনি। চারদিকে ধুলোর মেঘ। সরে যেতেই পয়লা নজরে পড়লো কতগুলো হ্যাট।

তার নিচে কঠিন, শক্ত মুখ। একেবারে সামনের ঘোড়ার বিরাট মুখটার পেছনে ঘাড়ের কাছে বসে আছে একজন। হ্যারী। মিসরের পিরামিডের মাথার মতো অনেককাল ধরে অনড় মনে হলো মুখটাকে।

শীতল চাহনি। সাদা মনির ওপর নীল এবং সবুজ ছুটো মণি থেকে আভা ফুটে বেরুচ্ছে। বলা বাহুল্য হ্যারীর ছুটো চোখের মণি ██রঙের। টক্ টক্ টক্।

নিরবতা ভেঙে এগিয়ে এল আর একটি ঘোড়া।

পাবলো। হৃদপিণ্ডের একটা বিট মিস করলো জনি। সেজন্যেই দল ভারি। হঠাৎ মাথার ওপর হু'টো চিল উড়ে এলো কোত্থেকে। আঁ করে নেমেই ঠোকর মেরে চলে গেল টমির লাশ টাকে। দেখল জনি। এবং অনুভব করলো ওর ভেতরের মানবীয় অনুভূতি উধাও হয়েছে। নিষ্ঠুর এবং বোবা ক্রোধে আগুনের হলকা বেরিয়ে এলো নাক, কান, মুখ দিয়ে।



www.boiRboi.blogspot.com

বলতে গেলে অনেকটা সিনেমার হিরোর মতো বিদ্যুৎবেগে ওঠে দাঁড়ালো জনি। ওর হাতে পিস্তল। মনে হলো যেন হাওয়া থেকে পেড়ে নিল সে ওটা। ঝপাং ঝপাং করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ক'জন কঠিন মুখো। গোল হয়ে ঘেরাও করছে ওকে। জিভ শুকিয়ে গেল জনির। মারা যাচ্ছে সে।

'পিস্তল ফেলে দাও মাটিতে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে আদেশ করলো কেউ। জনি চেয়ে দেখল নেমে আসছে হ্যারী। ডান হাতে পিস্তল ধরা, বাঁ হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে ঝোলান আছে গলায় বাঁধা ফিতের ওপর। হয়ত আঘাত পেয়েছে হাতটায়।

ম্লান হাসল জনি। হ্যারীর হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল ওর। হঠাৎ ভাবল, দেবে নাকি শেষ করে? তাহলে মারিয়ার কি হবে। বিদ্যুৎ চমকের মতো গতকাল রাতের আবছা অন্ধকারে দেখা ওর অসহায় মুখের চেহারাটা উঁকি দিয়েই চলে গেল।

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল জনি। কিছুক্ষণ বাঁচার সুযোগ পেতে চায় ও। হয়তো বাঁচার সুন্দর একটা সুযোগ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এক্ষুনি হত্যা করবে না ওরা। জনির কোন অধিকার নেই ওর ভাগ্যের সাথে মারিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়ার। ফেলে দিল পিস্তল হাত থেকে।

বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করল হ্যারী। এবং যখন বুঝলো ব্যাপারটা সত্যি হেসে উঠল খিক খিক করে মেয়েলি কণ্ঠে। হাসি থামতে সব চুপ হয়ে গেল।

মিষ্টি বাতাস খেলে গেল। লম্বা লম্বা ঘাসের ডগা হেলে গিয়েও সিধে হয়ে গেল ফের। চিল হু'টোর ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে এলো জনির। ওরা টমির মৃতদেহে বসেছে আবার।

অনুভব করছে জনি। ব্যাথায় চাপা নিষ্ফল আক্রোশে ওর নাড়ির ভেতরটায় টান পড়ল। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে গেল।

'আত্মসমর্পণ করলে জনি! ফ্যাসফেঁসে এবং ভৌতিক কণ্ঠস্বরটা ঝট করে ঘুরে গেল জনি। টমি। কথা বলছে। অনেক কষ্টে মুখ তুলেছে সে। মুখে শুকনো হাসি। পুরোপুরি কোটেনি। 'দোস্।' আবার ফিসফিসিয়ে উঠল টমি। 'ধরা দিলে!'

'হ্যাঁ, দোস্।' চাপা কণ্ঠে বলল জনি। 'আমার মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যাবে না মার্শাল টমি। ওপারে গিয়ে তুমি দেখতে পাবে কেউ একজন আসবে। আসবে এদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে। ঠিক আসবে, দেখো দোস্।'

যেন বহু দূর থেকে কথা বলছে জনি। অদ্ভুত কড়া শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল যেন টমি। মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

কলারে হ্যাঁচকা টান পড়ল। মাটিতে গেড়ে ফেলল ওরা জনিকে। অনেকজন। একা জনি। দড়াম করে পাঁজরের ওপর লাথি পড়ল একটা। আরেকজন লাথি চালাল ওর মুখ লক্ষ্য করে। চুল টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে আবার। এক বিঘত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হ্যারী।

'থামো।' ঘোড়ার ওপর থেকে ভারী কণ্ঠস্বরটা গম গম করে নির্জনতা ভাঙল। পাবলো। ঝট করে ঘুরে চারদিকে দেখলো সে তীক্ষ্ণ চোখে। 'গোল হয়ে ওর চারপাশে দাঁড়াও তোমরা।' 'হ্যারী।' হ্যারীও কেমন যেন থমকে চাইল পাবলোর দিকে।

তার মতি গতি টের পাচ্ছে না সে। 'তুমি লড়বে ওর সাথে। আমরা দেখবো।' ঘড়ঘড়ে গলায় বিকট ভাবে হেসে উঠল পাবলো।



হাত ঢুকিয়ে একটা বোতল বের করলো। কামড়ে ছিঁপি খুলে গলায় ঢালল সে। হাতের উল্টো চেটো দিয়ে কর্ক বেয়ে গড়িয়ে যাওয়া মদ মুছল ও। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাঙ্গ-পাঙ্গরা।

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। হ্যারীর ঠিক পায়ের নিচে পড়ে আছে জনি। চারদিকে পিস্তল হাতে গোল করে ঘেরাও করল ওদের পাবলোর দল। প্রায় সবার মাথা ছাড়িয়ে গেছে সাড়ে ছ'ফুট ঢ্যাঙ্গা হ্যারী। সগর্বে উঁচু হয়ে আছে ওর মাথার হ্যাটটা। তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও সেটা দর্শকদের দিকে। লুফে নিয়ে চুমু খেল একজন। দু'পা এগিয়ে এলো হ্যারী। ওর প্রকাণ্ড ধড়টার পাশে কঠিন মুখো লোকগুলোকে নিতান্ত দুর্বল মনে হচ্ছে।

হ্যারীর বিপুল চেহারাটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল পাবলো। 'হ্যারী!' গম্ভীর কিন্তু উচ্চকণ্ঠে ডাকল পাবলো। অদ্ভুত একটা চাপা হাসি খেলা করছে তার চোখে-মুখে। 'শুনেছি,' থেমে বোতলে চুমুক দিল সে। 'শুনেছি, মস্ত বড় বিখ্যাত ওস্তাদ তুমি ওয়েস্টার্ন জগতের। তাই দেখতে চাই বাচ্চা ছেলেরা যেমন ফড়িং-এর পাখা ছেঁড়ে তেমনি করে ওর হাত-পা ছিঁড়ে ফেলবে তুমি। কি পারবে, না?' হাতের উল্টো পিট দিয়ে ফের ঠোঁট মুছল সে। চোখের রঙ হয়েছে অদ্ভুত।

নীল এবং সবুজ চোখে চেয়ে দেখছে হ্যারী পাবলোকে। বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। মাথা নাড়ল সে জনির পাতলা ছিপছিপে শরীরটার দিকে চেয়ে।

'কিন্তু—' আবার কথা বলে উঠল পাবলো। 'কিন্তু এই লোকটা অত্যন্ত শক্তিশালি। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ওকে-ও সুযোগ দেয়া হবে আত্মরক্ষার। প্রাণপণে যুদ্ধ করবে



www.boiRboi.blogspot.com

ও, খেয়াল রেখো। আরও একটা কথা। বেমক্কা কোথাও মেরে এক চোটে খুন করে ফেলো না—রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে চাই আমি ওর মৃত্যুটা।'

জনি বুঝলো ; এই দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করতে হবে ওর। ওয়েস্টার্ন জগতের কিংবদন্তী হ্যারী। জোরে ওর সাথে পারার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জনির একমাত্র অস্ত্র মার্শাল আর্টের মারামারি গোছের কৌশল আর দক্ষতা। কাজ হবে কি তাতে ?

প্রস্তুত হয়ে নিল হ্যারী। গুলির শব্দ শোনা গেল। খোলা আকাশে ফায়ার করছে পাবলো। অর্থাৎ শুরু করতে হবে। দুই ভীম উরুতে চাপর দিল দু'টো হ্যারী। জনিও তৈরি। বুঝলো, প্রথম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে জয় পরাজয়।

গোল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করল ওরা দু'জন। হাত দু'টো সামনে বাড়িয়ে ঘাড়টা একটু কুঁজো করে। গতিবিধি দেখেই সাবধান হয়ে গেল হ্যারী, এ লোককে সহজে চিত করা সহজ হবে না ; বিদ্যুতের মত দ্রুত এর মুভমেণ্ট।

আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে কারাত ফাইটের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল জনি, 'কি ইয়াহ্ !' দেহের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে গেছে তার। পলকে আঙুলগুলো সোজা রেখে লাফিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা দাও চালানো কারাতের কোপ মারল হ্যারীর ঘাড়ের ওপর। সেই সাথে বাম হাঁটুটা সেঁটে গেল ওর তলপেটে বিদ্যুৎগতিতে।

চিৎকার শুনে আধ সেকেণ্ডের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল হ্যারী। আঘাত ফেরাবার আর কোন উপায় ছিল না ওর। জবাইয়ের খাসীর মতো গগনভেদী এক আর্তনাদ করে ধড়াস করে পড়ল সে চিত হয়ে—পড়ার আগেই নাকের হাড়টার ঠিক নিচে কারাতের একটা



আপার কাট ঝেড়ে দিল জনি। তীক্ষ্ণ ব্যাথায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যারী।

গল গল করে খুন বেরোচ্ছে হ্যারীর নাক দিয়ে। মেরে ফেলবে ওকে, সিদ্ধান্ত নিল জনি টমির মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে। কাজেই স্পাইনাল কর্ড আর ক্রেনিয়ামের জংশনে আরেকটা আঘাত করতে হয়। করল ও তাই। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারালো হ্যারী। আবার এগুতে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়াল ডাকটা শুনে।

'দাঁড়াও,' দরাজ কণ্ঠে হেঁকে উঠল পাবলো। তার হাতের পিস্তলের নল ওর দিকে। শ্যেনের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। 'ভুল হয়েছে আমার ওকে তোমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এসো, এবার আমার সাথে এসো কৌতুক ঝরল পাবলোর কথায়।

কান ফাটানো গুলির শব্দ হলো তখনি।

ভার্জিনিয়ার ফেব্রিক ন্যাশনালের তৈরি থারটি টু ক্যালিবার, স্টেট ব্লো ব্যাক অ্যাকশান, হ্যামারলেস ব্রাউনিং পিস্তলটা গর্জে উঠল দু'বার। চমকে উঠল সবাই।

লাল হয়ে গেল পাবলোর হাতের গোড়া। ছিটকে পাঁচ হাত দূরে পড়ল তার পিস্তলটা। বাম বাহুর বেশ খানিকটা মাংস ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ব্যাথায় কুঁচকে গেছে পাবলোর মুখ।

চমকে সবাই চাইলো গুহার দিকে। দেয়ালের এপাশে অর্ধেক দেহ বেরিয়ে এসেছে তার। মারিয়া !

উদ্যত পিস্তল হাতে হরিণীর মতো ছুটে এলো সে জনির কাছে এক নিমেষে। ধুলো ভরা রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েছে পাবলো। পায়ে এবং হাতে পর পর তিনটে গুলি খেয়ে।

ছুটল ওরা একদল পিছু হেঁটে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়ার দিকে। জনির ডান হাত মারিয়াকে আঁকড়ে রেখেছে। ঘুরে পুড়ে



www.boiRboi.blogspot.com

যাচ্ছে ওর গা। টের পেল এমন কঠিন সময়েও জনি। চুক চুক করে উঠল ও। কষ্ট লাগছে মেয়েটার জন্য।

মারিয়াকে টেনে হেঁচড়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়িয়েই লাফিয়ে চেপে বসল জনি। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললো ঘোড়া।

পেছন থেকে গুলির শব্দ হলো ক'বার। গায়ে লাগলো না একটাও। পাশে ছুটল শূন্য পিঠে মারিয়ার ঘোড়া। পালাচ্ছে ওরা। পেছনে ফেলে টমির লাশ।



www.boiRboi.blogspot.com

# আঠাশ

পালাচ্ছে জনি। সাথে প্রায় অচেতন মারিয়া। বৃষ্টি নেমেছে অঝোর ধারে। দুঃশ্চিন্তায় অধীর হয়ে আছে জনি। মারিয়ার জ্বর বাড়ছে। একটা নিশ্চিত আশ্রয় দরকার তাড়াতাড়ি। হারামী পাবলো এবং হ্যারীর দল পিছু নেবেই ওদের।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তীরের মত বিঁধছে ওদের গায়ে। ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ একটা রাস্তা ধরে দুলকি চালে এগিয়ে চলছে ওরা। ঘোড়া দু'টো ক্লান্ত। রোদ, বৃষ্টি, তুষার ঝেড়ে আক্রমণ চালিয়েছে বেচারাদের ওপর। ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে। মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। প্রায় মাইল চল্লিশেক পথ এক-নাগাড়ে ছুটেছে ওরা।

এখন অনেক রাত। তার মাঝে মুষল ধারে বৃষ্টি। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে জনি ঘোড়াটার পিঠের ওপর। হাত বাড়িয়ে পাশের ঘোড়াটার লাগাম ধরে রেখেছে ও।

আরোহী ছাড়া ওটা মনে হয় খানিকটা আরামে আছে। এই সুন্দর নিরবতার মাঝে জনির মন চুপ করে বসে নেই। গুহার সামনে কেমন করে মারামারি বাঁধলো। হ্যারী কিভাবে ওকে প্রথম দিন গুলি করেছিলো। কিভাবে হ্যারী মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল গুহার

সামনে। চেহারাটা বেঁকে গিয়ে কেমন হাঁ হয়েছিল। কাদার ওপর পড়ে যাবার পর চোখ দুটো খাবি খেয়ে উল্টে গিয়েছিল। আচমকা গুলি খেয়ে পাবলো ঘোড়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিভাবে—সব মনে পড়ছে।

প্রকৃতি আমাকে হরদম ঠকাচ্ছে এই ধারনাটা মাঝে-সাঝে উঁকি দেয় ওর মনে। আসলে ওটা বাজে ভাবনা বার বার ভাগ্যের জোরেই কেমন করে যেন বেঁচে যাচ্ছে ও। ভেবে মুচকি হাসল জনি।

বৃষ্টির তোড় বাড়ল, সাথে সাথে বাতাস। থেমে গেল ঘোড়াটা। বার বার মুখ ঝাড়া দিচ্ছে ঘোড়াটা এই ছোট কিন্তু বিশ্রী শত্রুটাকে তাড়াতে গিয়ে। এক মুহূর্তের আরাম আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে বৃষ্টি পূর্ণ উদ্যমে ওর মুখের ওপর। বিরক্ত হয়ে মাটিতে পা ঠুকল ওটা দু'বার।

জনির মনে হলো কি ব্যাপার, দুনিয়া শুদ্ধ সবাই আর আশ-পাশের সবকিছু যেন একজোট হয়ে ওদের থামাতে চাইছে। সামনে পথটা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ঝাঁকড়া ডাল পালার বাহু দিয়ে ছেঁকে ধরছে তাকে চারদিক থেকে।

রাতের আকাশ কেঁদে কেঁদে আকুল। কোথায় যাচ্ছে জনি? লুইজের দিকে।

আংকল জেব ব্যালোওয়ের কাছে। জেব হলো মা'র আপন ভাই, তার মামা।

পশ্চিমের শেষে এই লুইজ। সেই দুর্গম দেশে মামা রেড ইণ্ডিয়ান আর অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়ে ঠাঁই করে নিয়েছে। ও জায়গাটায় সারা বছরে ইণ্ডিয়ান আর ভয়ংকর অ্যাপাচি ছাড়া আর



একটি মানুষের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না। রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে লড়াইয়ের কলা-কৌশল জেব মামাই তাকে শিখিয়েছেন।

আত্মীয়-কুটুমকে দেখার জন্য একবার কেণ্টাকিতে বেড়াতে এসেছিলেন জেব মামা। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল হরিণের এক-প্রস্থ চামড়া। চটচটে চর্বির সাথে জমাট বাঁধা রক্ত আর ক্যাম্প-ফায়ারের ধোঁয়ার প্রলেপ পড়ে থেকে বেরুচ্ছিল ধোঁয়া, মৃগনাভি আর মদের গন্ধ।

এতদিন কোথায় কিভাবে কাটিয়ে ছিলেন সেসব কথা সবিস্তারে বলে যাচ্ছিলেন জেব মামা। মনে হচ্ছিল তিনি যেন বক্তৃতা দিচ্ছেন। শব্দের ওপর জোর দিয়ে দরাজ গলায়, হাসি মুখে এবং হাত দুলিয়ে কথা বলার অপূর্ব সে ঢঙ। আশ্চর্য অবলীলায় একটার পর একটা গল্প অনর্গল শোনাচ্ছিলেন তিনি।

এক পাশে বসেছিল বাবা। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল মদের পেয়ালায়। জেব মামা কথা বলার সময় বাবা চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাকে। আস্তে আস্তে মদের নেশা পেয়ে বসল বাবাকে। তার চেহারা কালো নেকড়ের মত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল এবং চোখ দু'টোয় যেন শয়তানী খেলা করছিল।

বাবা বোঝাতে চেষ্টা করলেন পশ্চিমের দেশটা সম্পর্কে যা বলছো সবই চাপা। জেব মামা এমন অবজ্ঞার চোখে বাবার দিকে চাইলেন যেন বাবা তাঁর কাছে একটা ক্ষুদে পিগমী।

কথা বলার সময় কখনো কখনো একেবারে চুপ হয়ে যেতেন জেব মামা। চোখ দু'টোকে আধ-বোঁজা করে এমনভাবে তাকাতেন যেন কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। জনি তখন কিশোর। প্রশ্ন করে করে কথার খেই ধরিয়ে দিত।



www.boiRboi.blogspot.com

পূর্বের আকাশটা ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে এলো। কিন্তু ধোঁয়াটে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটেনি একটুও। জ্ঞান ফিরেছে মারিয়ার।

জ্বর কমেনি। কপালে হাত রাখতে গিয়ে যেন বিদ্যুতের শক্ খেল জনি। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকটা।

পুড়ে যাচ্ছে। পানি চাইল মেয়েটা। ন্যাকস্যাকটা খুলে পানি খাওয়াল জনি ওকে। পানিটা খেতে খেতেই চোখ বন্ধ করে ফেলল মারিয়া।

এলিয়ে দিল মাথা জনির বুকে। বৃষ্টিতে ভেজা চুলে আদর করল খানিকক্ষণ। তারপর পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনলো নিচে। নড়ে চড়ে উঠে জোরে আঁকড়ে ধরল জনিকে।

'মারিয়া', গভীর মমতায় ডাকল জনি ওকে।

'ইউ-ব্লাডি, খবরদার তুমি আমাকে টাচ করবে না, বলে আরো আঁকড়ে ধরল সে জনিকে। 'তুমি আমাকে নষ্ট করেছো। আই হেট ইউ নটি বয়।

রাতের একটানা বর্ষণ থিতিয়ে গিয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিকণা হয়ে ঝরল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশেষ হয়ে গেলো ওই হাল্কা ঝিরঝিরে ফোঁটাগুলো। আকাশ এখনো ধূসর, মেঘের টুকরো উড়ে যাচ্ছে অনেক নিচু দিয়ে।

পাহাড়ের নিচু চড়াই এটা। পথের দূরত্ব আন্দাজ করার জন্য চোখ তুলল জনি। কুয়াশার ঘন প্রাচীর ভেদ করে কিছুই টের পেল না জনি। থামলো।

একটা গাছের সাথে বাঁধলো সে ঘোড়া দুটোকে। বিশ্রাম দরকার। দরকার মারিয়ার ভাল চিকিৎসা। ডাক্তারী বিদ্যাটা নিজের পেটে যা সংগ্রহে আছে সেটাই ফলাতে হবে এখন।

পাইন গাছের ভেতর খুঁজে বাতাস আড়াল করা একটা আশ্রয়



পেয়ে গেল জনি। কিছু কিছু আধ শুকনো আধ ভিজে ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিল। অদূরে ঘুমুচ্ছে মারিয়া। আর মাঝে-সাঝে জ্বরের ঘোরে ইচ্ছে মতো শাসাচ্ছে ও জনিকে।

জনির মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। পাইনের ডালপালার বিছানা তৈরি করে তার ওপর গ্রাউণ্ডশীট আর কম্বল বিছালো। বাকি জামা কাপড়, খাবার আর গুলি বারুদ হ্যাভারস্যাকে ভরল। একশো পাউণ্ডের বেশি ওজন দাঁড়াচ্ছে এখন ওটার।

জীনস্ উলের শার্ট আর ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট পরে নিল জনি। পিস্তল দুটো দেখে নিল। মারিয়ারটা এখন ওকেই রাখতে হবে।

একটা পরে দ্বিতীয়টা বেল্টে গুঁজল। লম্বা বাক্সটা থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো লম্বা নলওয়ালা কেন্টাকি রাইফেলটা বের করে গুলি ভরল। এই প্রিয় 'ওল্ড শিওর শট' রাইফেলটাকে দুর্লভ সম্পদের মতো সব সময় আগলে রাখতে চাইতো বাবা। কাউকে দেখতে পর্যন্ত দিত না। এর ইস্পাতের নল আর ম্যাপল কাঠের বাঁটটা হাত দিয়ে ছুঁতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত আরাম বোধ করে জনি। বাবার হাতে পরশ পায় যেন।

গুলি ভরা হয়ে গেলে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য শ্রান্ত শরীরটাকে ছেড়ে দিল জনি। হিমে তার পেশীগুলো তখন একেবারে অবশ হয়ে গেছে। একটুখানিক জিরিয়ে নেবো। ওরা তো পিছু নিয়েছে মনে হয়। সর্দারের সুস্থতার জন্য যতটুকু সময় লাগে। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঝিমুতে শুরু করে দিয়েছিল নিজেই জানে না।



www.boiRboi.blogspot.com

মারিয়ার আর্তস্বরে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ওদের দু'পাশে শ্যামল শুক বীথির নিবিড় অরণ্য। মারিয়া ঘুমের ঘোরে চেঁচাচ্ছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাওয়ার আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল জনির। সূর্যহীন আকাশটার দিকে চেয়ে অনুমান করল দু'পুর পার হয়ে যাচ্ছে।

একটা মুরগীর ঠ্যাঙ ঝলসাতে দিয়েছিল। ওটা খেল গোগ্রাসে। মারিয়ার ঘুম ভাঙালো। খাওয়ালো তাকে। কিন্তু তেমন অবস্থা তার আর নেই।

ডাক্তার দেখানো জরুরী হয়ে পড়েছে। মেয়েটার অবস্থা খুব খারাপ। প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় পড়ল ও। তাড়াতাড়ি ওর অর্ধেক শরীর কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল ঘন পাইন বনের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা ঘোড়া দু'টোর দিকে। আবার চলতে হবে।

ওদের অবস্থাও কাহিল। ভাবলো জনি। দ্রুত শহরে পৌঁছানো দরকার। তাড়াহুড়ো করে জায়গাটায় পৌঁছালো। এখানকার অন্ধকারটা বেশি। দৃষ্টি মেলে দিল জনি যে জায়গাটায় ঘোড়া দুটো বাঁধা ছিল।

হৃদপিণ্ডের একটা বিট মিস করল ও। নেই ও দুটো। দুপা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে খুঁজল।

নেই!

কর্পূরের মতো উবে গেছে যেন। নাড়িতে একটা টান অনুভব করল জনি। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা ডাঙায় পড়া মাছের মতো তড়পাচ্ছে।

গেল কোথায়! ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে পালালো, না শত্রু পক্ষের কেউ নিয়ে গেল। জনির বাঁ হাত তার অজান্তেই চলে গেল



www.boiRboi.blogspot.com

কোমরে। তারপর সাবধানে এক পা দু'পা করে পিছিয়ে আসতে লাগল।

সমস্ত শরীর টান টান হয়ে গেছে জনির। প্রায় দুশো গজ পিছু হেঁটে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পা চালাল ও।

অরণ্য ছায়া বেরা ছড়াই পথের এক পাশ ধরে গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে পা ফেলছে জনি। পেছন দিকটা একটু খোলসা হলেই মাঝে মাঝে থেমে ফেলে-আসা পথটাকে জরীপ করে নিচ্ছে একবার।

পথটা দুর্গম কিন্তু চেনা পথ। এতক্ষণ বেশ নিরাপদ অনুভব করেছিল ও। এখন ঘোড়া দুটো খোয়া গেছে। ওদিকে মারিয়াও অকেজো।

পাবলো এবং হ্যারী এবার যে কি ক্ষ্যাপা ক্ষেপবে তা ওর জানা আছে।

দরকার পড়লে ওরা গোটা দলটাকে লেলিয়ে দেবে জনির পিছে। ভাবতে গিয়ে শির শির করে একটা ঠাণ্ডা সাপ হেঁটে গেল ওর শরীর বেয়ে।

যাকগে এসব। মারিয়াকে কাঁধে তুলে নিল ও। পালাতে হবে।

মাইলের পর মাইল পাহাড়ের চড়াই উতরাই ভেঙে, নিবিড় বনের আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে সে যখন কেন্টাকী নদী উপত্যকায় শৈল প্রাচীরের মাথায় এসে দাঁড়াল, তখন পশ্চিমের আকাশে আরেকটি গোধূলির ছায়া নেমেছে। আবছা আঁধারে নিচের দিকে তাকাতেই এক সার দালান-কোঠা নজরে পড়ল।

জায়গাটা ফ্রাঙ্ক ফোর্ট হবে বলে আন্দাজ করল জনি। পুরো পথটুকুতে দু'বার সে জিরিয়েছে থেমে।

মারিয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পানি ও কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল। খায়নি। জ্বর সেই আগের মতোই। পথ চলার শ্রমে শরীরটা একদম কাহিল হয়ে পড়েছে ওর। নিজের শরীরটাই একটা গুরুভার মনে হচ্ছে সাথে মারিয়া। পেশীগুলো অবসাদে টন টন করছে।

নিচের মাটিতে নামার চেষ্টা করতে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে এসে থামল তার পাশেই ফেনিল প্রবাহ তরঙ্গায়িত হয়ে নিচের নদীতে গড়িয়ে পড়ছে রু-গ্রাম প্রপাত।

শীতে হিহি করছে ও। মারিয়া তার শরীরে লেপ্টে যেতে চাইছে। কাতরে উঠছে থেকে থেকে। অস্পষ্ট গোঙানি বেরিয়ে আসছে। কাপড়-চোপড় বৃষ্টিতে, কুয়াশায় ভিজে চুপচুপে।

নদী বেয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। বিঁধে যাচ্ছে হাড়ে। দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ হচ্ছে। শরীরটাকে গরম করে নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে উপায় নেই। পথে চকমকি পাথরের দরকার পড়বে ভাবেনি জনি।

কার কাছে যেন একবার শুনেছিল খুব কাছে থেকে বারুদে গুলি ছুড়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। নিচের শহরে গিয়ে মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

শহরটাকে দূরে রেখে ডান দিকে পাহাড়ের সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা ঢালু পথ বেয়ে নিচে নামছে জনি। নদীর তীরে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই সাঁঝ উতরে গেল। চারপাশে এখন ঘনায়মান আঁধার। মাটির দিক থেকে কারো বাড়ির জানালা গলে আসছে একটা আলোর রেখা।



www.boiRboi.blogspot.com

খুব সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে জনি। ঢালু পথ। মাটি কামড়ে ধরছে দু'পায়ের দশটি আঙুল। এইভাবে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পেরিয়ে যাচ্ছে মাঝখানের দূরত্ব। সাবধানতার দরকার ছিল না কিন্তু কাঁধে রয়েছে অসুস্থ মারিয়া।

ওর অবস্থা যে কতটুকু সিরিয়াস তা জানে না ও। এমনিতে জ্বর সাথে সাথে একটানা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথ একনাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি এবং তুষারে ভিজে। দ্রুত শহরে পৌঁছানোর তাগাদা অনুভব করল সে ভেতর থেকে। পায়ের কাছেই কুলকুল বয়ে ছুটে চলেছে রূপালী নদী। তার কলধ্বনির সাথে জনির পায়ের শব্দ মিলে মিশে একাকার হয়ে চলতে চলতেই হোঁচট খেল সে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে। উল্টে পড়ে গেল। গায়ে জোড় নেই এক ফোঁটা। শুধু কর্তব্যের তাগিদেই যেন কোনরকমে পা পা করে এগিয়ে চলছে জনি। ধাক্কা খেয়ে আবার বিড় বিড় করে উঠল মারিয়া।

খানিকটা সজাগ হয়েছিল বোধ হয়। শুধালো, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কোন জবাব না দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠে দাঁড়ানোর সময় ফের পড়ে গেল ব্যাগটা। অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা শক্ত মত কিছু।

ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা, সাপ ভেবে। ভাল করে দৃষ্টি ফেলতেই খুশিতে ধড়ফড় করে উঠল ওর বুক। একটা টানা দড়ি।

দড়িটাকে অনুসরণ করে নিচে ঢালু জায়গাকে ধরে নামতে গিয়ে নজরে এলো একটা নৌকা। দড়িটার সাথে বাঁধা ছিল।

নৌকো। হাত দিয়ে পরখ করে বুঝল গলুই শুকনো। মালিক

তাকাল ও জনির দিকে। তার হাত রাইফেলে শক্ত হয়ে বসেছে। দৃষ্টিতে একটা নিরাসক্ত ভাব।

মনের ভেতর থেকেই ও দেখতে পেল ওর অসহায়ত্বকে। ঝুপ করে নেমে এল কাঁধ থেকে। মনের সব ইচ্ছেশক্তি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েও টলে গেল বেচারি। এলোমেলো পা ফেলে সামনে এগিয়ে লাল চোখে চাইল হ্যারীর দিকে।

'কি চাও,' প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাল মারিয়া। চোখে চোখে কি যেন ইশারা করল পাবলো তার দু'জন চেলাকে। কেড়ে নিল ওরা জনির রাইফেল। পিঠে গুঁতো খেয়ে এগিয়ে গেল জনি একটা স্টেজ কোচের দিকে।

ঘোড়া থেকে নেমে ঘোরের মধ্যে থাকা মারিয়াকে জাপটে ধরল হ্যারী। পিষে ফেলছে সে ওকে। প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারল না মারিয়া বের হতে ওর হাতের শৃঙ্খল থেকে।

আরেকটা চাপ খেতেই মাথা এলিয়ে দিল হ্যারীর বুকে। ভয়ঙ্কর একটা হাসি খেলে গেল হ্যারীর মুখে। ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল ও মারিয়াকে। হ্যারীর ঘোড়াটা জনিদের দলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে···আরও সামনে।

দ্রুত ছোটাচ্ছে হ্যারী ওটাকে। বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল জনির। তীব্র একটা ব্যাথায় ফিরে তাকাল ও। ওর দু'পাশে দু'জন পাথুরে চেহারার লোক। একজন খোঁচা মেরেছে ছুরি দিয়ে ওর পাঁজরে। কেটে গিয়ে প্রথমে আবছা মত একটা রেখা ফুটে ওঠল। তারপর ক্রমশই ভিজে যেতে লাগল জায়গাটা। ঝাড়া দশ সেকেণ্ড চেয়ে থাকল জনি আক্রমণকারী লোকটার দিকে।

'আরো পাবে। অনেক, অনেক কষ্ট পাবে তুমি।' বলে ক্রুৎসিৎ-



www.boiRboi.blogspot.com

ভাবে হেসে উঠল লোকটা। এবং হাসতে হাসতে ছুরির ভারী বাঁটটা উপরে তুলে এনে সাঁ করে নামিয়ে আনলো জনির চাঁদিতে। আকাশ ভেঙে পড়ল যেন ওর মাথায়। জ্ঞান হারালো জনি। ওর জ্ঞানহীন দেহটা ঘোড়ায় তুলে নিল এক চেলা। ছুটল ঘোড়া। মাইল খানেক দূরেই রয়েছে পাবলোর আস্তানা। কাঠের কয়েকটি বাড়ী নিয়ে এই লুকানো আস্তানা।

জ্ঞান ফিরতে পেটের ওপর দশমনী একটা চাপ অনুভব করল জনি। গুঙিয়ে উঠল সে অস্ফুটে। কে যেন হেসে উঠল। চোখের পাতা পিট পিট করে দৃষ্টিটা পরিষ্কার করে নিল ও। চেয়ে দেখল তার ওপর পা চাপিয়ে রাখা লোকটাকে।

হ্যারী।

'ইউ বাস্টার্ড'!' গালি দিল ওকে জনি। 'আমার মারিয়া কোথায়।

হেসে উঠল হ্যারী। পা'টা স্যাৎ করে উঠে গেল হাত খানেক ওপরে। নেমে এল তীব্র বেগে। কাতরে উঠল জনি। জুতোর ডগাটা ক্রমেই পেটে গুঁজে দিচ্ছে ও। উঠে বসতে চেষ্টা করল জনি। দুনিয়াটা আঁধার হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

পিঠটা মনে হয় সেঁটে ছিল মেঝের সাথে। উঠতে গিয়ে টেনে ধরেছিল যেন। বুকে, পাঁজরে তীব্র ব্যাথা। চ্যাট চ্যাট করছে রক্ত বুকে, পিঠে, মেঝের।

স্পার লাগানো বুট আবার নেমে আসছে ওর মুখ লক্ষ্য করে। ঠিক সংঘর্ষের সময় বিদ্যুৎ বেগে মাথাটা সরাল জনি। আধ ইঞ্চি দূরে শক্ত কাঠের মেঝেতে ঘা খেল হ্যারীর বুট।

পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যেন হ্যারী এই ব্যর্থতায়। চামড়ার চাবুকটা সাপের মতো বাতাসে ঢেউ খেলে নেমে এল

জনির শরীরের ওপর। থামল না আর। চলছেই।

বেচারা জনি, হাত পা মেঝের সাথে শক্ত করে বাঁধা। তবু চিৎকার করে উঠল সে।

'কাপুরুষ, বেজন্মা, মরা শকুন, সাহস থাকলে হাত পা, খুলে দে,' কাজ হলো গালিতে।

থেমে গেল হ্যারীর হাত। জনি চেয়ে দেখল হ্যারীর ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল। গলার কাছের ফাঁসের গোল সাদা দাগটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কাঁপছে ব্যাটা থর থর করে। রাগে···প্রচণ্ড রাগে।

হ্যারী, কার কথায় পাগল হয়েছে তুমি? নাকি মারিয়ার জন্য আমাকে মেরে ফেলতে চাইছো?'

'কুত্তার বাচ্চা,' গর্জে উঠল হ্যারী। ঝুঁকে পড়ে জনির দু'কাঁধ সজোরে চেপে ঝাঁকুনি দিল দু'তিন বার।

মাথা শক্ত দেয়ালে ঠুকে গিয়ে তীব্র ব্যাথায় চোখে আঁধার দেখল জনি।

মারিয়ার নাম নিবি না তুই। ও আমার শুধু আমার ওকে ছিবড়ে ছুড়ে ফেলে দেবো আমি। তুই কে? তোর কাছে এসেছি সোনার সন্ধান জানার জন্য। বল, কোথায় আছে ওটা? নইলে তোর মারিয়াকে।

জ্ঞান হারাচ্ছে তখন জনি। ওর কথা কানে ঢুকল অস্পষ্ট ভাবে। তবু প্রাণপণে সে বলল।

'হ্যারী, মারিয়ার সম্পর্কে কু-কথা বলো না। ও তোমার স্ত্রী হতে পারে না···।

'তবে কি তোর হবে?'



www.boiRboi.blogspot.com

'মারিয়া তোমার বোন, আপন ছোট বোন।'

'কি।' যেন সাপ দেখছে হ্যারী।' বিস্ময়ে দু'পা পিছিয়ে গেল সে। 'মারিয়া কে?'

'তোমার বাবার নাম জন ব্রাউন

তুমি দেখোনি ওকে। 'সংক্ষেপে, পুরো ঘটনা বলে গেল জনি। কি বললে,' 'কেঁপে গেল হ্যারীর গলা।'

'মারিয়া তোমার বোন।

সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে তখন জনির। জ্ঞান হারাল ও।

# উনত্রিশ

পাগলের মত ছুটল হ্যারী পাবলোর আস্তানার দিকে। মারিয়ার কামরায় ছুটে গেল ও। জ্বর বেড়েছে মারিয়ার আরো।

ওর মাথায় হাত রাখল হ্যারী সস্নেহে। বিরাট একটা ধ্বস নামছে আজ ওই মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল মারিয়া। হ্যারীকে দেখে সভয়ে সরে যেতে চাইল ও। হাসল হ্যারী।

কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। খানিকক্ষণ মারিয়ার ভয়ার্ত চেহারার দিকে চেয়েই রইল, তারপর ছুটল বাইরে।

'কিছুই বুঝতে পারল না মারিয়া। হ্যারীর সেই কুৎসিৎ, অমঙ্গল সূচক চেহারাটা হঠাৎ এমন নির্মল মনে হলো কেন?

ঝড় বয়ে যাচ্ছে হ্যারীর মনে। তাহলে এই তার সেই হারিয়ে যাওয়া বোন। ভীষণ—ভীষণ সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে ওর মন।

পেছনের কথাগুলো মনে হতেই লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছে বেচারা ভেতরে ভেতরে।

সেজন্য ক্ষমা চাইবে ও মারিয়ার কাছে, জনির কাছে। আসলে ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মাকে হারিয়ে ওর ভেতরটা রুক্ষ হয়ে গেছে। আর নারী মাংসের প্রতি লোভ তার ছোটবেলা থেকেই। রক্তে মজ্জায় মিশে আছে যেন ওর স্বভাবটা। কি করবে সে?



কিন্তু এখন—

এখন কি করবে ও? ভয়ঙ্কর, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পাবলোকে ম্যানেজ করে, জনি আর মারিয়াকে উদ্ধার করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

কৌশল, হ্যাঁ চাতুর্যের দ্বারাই মুক্তি পেতে হবে ভয়াবহ লোকটার হাত থেকে। ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেয়ে যায় পাবলো মনে মনে হাত মিলিয়েছে ও জনি আর মারিয়ার সাথে, কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওকে।

'পাবলো!'

এমনভাবে ডাকলো হ্যারী যেন বোমা পড়ল কামরাটায়। বোতলের পর বোতল খালি করছিল পাবলো পুরো মদের।

নেশাগ্রস্ত চোখে দেখল হ্যারীকে। উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে এলো ও হ্যারীর দিকে।

টের পেয়েছে দুরন্ধর লোকটা কিছু ভজঘট হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সোনার সন্ধান বলে দিয়েছে জনি ওকে। আধহাত দূরে থমকে দাঁড়াল পাবলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল সে ওর দিকে। হ্যারীর মনে হলো ওর কলজের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে যেন পাবলো।

'এনি নিউজ, খবর পেয়েছো কিছু?' ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল পাবলো।

'পেয়েছি,' বলতে বলতে এক বিগৎ ফাঁক জায়গাটা পূরণ করে নিল হ্যারী। 'কিন্তু কথা আছে তোমার সাথে।'

'বলো বলো,' হেউ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুলল পাবলো। সচেতন হয়ে উঠেছে সে।

'সোনার অর্ধেক আমার চাই।'

'অ্যাঁ,' হাত থেকে গ্লাস আছড়ে পড়ল কাঠের মেঝেয়। কৌতুক



www.boiRboi.blogspot.com

আর বিস্ময়ে থ খেয়ে গেছে পাবলো। তর্জনী তুলে তীরের মত নির্দেশ করলো সে হ্যারীকে। 'তোমার। অর্ধেক, হেউ করে ঢেকুর তুলল সে, 'তুমি নেবে অর্ধেক সোনা। কেন?'

'অনেক কষ্টে ওর কাছ থেকে সোনার খবর বের করেছি আমি। ওটা আমার পাওনা।'

'মারিয়াকে পেয়ে মেটেনি তোমার সখ? ওই তো একটা সোনার খনি।'

'পাবলো। আমি সিরিয়াস।'

'বাহ্, বা-বা বা-সাব্বাস বন্ধু, আমিও সিরিয়াস,' বলেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো অদূরে বসে থাকা কঠিন মুখো লোকগুলোর দিকে। ইশারা করল চোখে চোখে। এবং মারল ও হ্যারীকে। ওই দিকে দৃষ্টি রেখে। পা দিয়ে কিডনী লাইনে।

আচমকা পেটে যেন একটা চলন্ত ট্রাক ধাক্কা মারল। ব্যাথায় নীল হয়ে গেল হ্যারীর মুখটা। সামলে নেবার আগেই ঘুরে নক আউট পাঞ্চ কষালো পাবলো ওর নাক বরাবর।

আছড়ে পড়ল হ্যারী কাঠের মেঝেয়। কোমর থেকে ছুরি বের করল হ্যারী। শক্তিতে সে পাবলোর অর্ধেক। এই ভয়াবহ দানবটার সাথে খালি হাতে লড়তে যাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

থমকে দাঁড়াল পাবলো। তলোয়ারের মতো ছুরিটা ধরে এগিয়ে এলো হ্যারী। আঘাত খেয়ে পাবলোকে মারবার জন্য মরণপণ হয়ে উঠেছে সে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছুরিটা চালানোর ঠিক আগ মুহূর্তে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে খানিকটা বাঁয়ে সরে গেল পাবলো, তারপর বাঁ পা-টা খানিকটা ভাঁজ করে কাৎ হয়ে ডান পায়ে লাথি চালালো সে হাঁটু লক্ষ্য



করে।

বেমক্কা লাথি খেয়ে ঠেকে গেল হ্যারীর পা। পিছিয়ে গেল খানিকটা ধাক্কার চোটে। এইবার দু'হাতে কব্জিটা ধরে সেঁটে গেল পাবলো হ্যারীর গায়ের সাথে পেছন ফিরে। ছুরি ধরা হাতটা চিত হয়ে রয়েছে পাবলোর কাঁধের ওপর দিয়ে।

নিচু হয়ে হ্যাঁচকা এক টান দিতেই মড়াৎ করে ভেঙে গেল হ্যারীর কনুই থেকে হাতটা।

তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠলো হ্যারী। ভাঙা হাতে ছুরিটা ধরা। ব্যাথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের ওপর। সরে গেল পাবলো। দু'জন সাঙাৎ কাঁধের জ্যাকেট খামচে ধরে টেনে তুলল ওকে। ঘুষি চালালো পাবলো কানের পাশে। ঘোড়া বাঁধা থামটার ওপর ছিটকে পড়লো হ্যারী।

সামলে ওঠার আগেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যারীর ওপর। একজন কিডনীর ওপর ঘুষি মারলো। আর একজন বুট চালাল হাঁটুর ওপর। প্রচণ্ড ব্যাথা পেয়ে হাঁটুর ওপর পড়ে গেলো হ্যারী।

নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হাত উঁচু করতেই একজন পিছন থেকে ওর হাত দু'টো চেপে ধরলো, সামনের দু'জন ওর অরক্ষিত পেটের ওপর ঘুষি চালাচ্ছে অবিরত।

প্রচণ্ড মারের মুখেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে হ্যারী। মারিয়ার জন্য ওর আরো খানিকক্ষণ বাঁচা দরকার। কিন্তু পেছনের লোকটা যেভাবে ওকে জাপটে ধরেছে তাকে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টির মতো ঘুষি পড়ছে ওর ওপর। মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। মুখে রক্তের স্রোত। বার বার পড়ে গেল ও। এবং প্রতিবারেই কিল, লাথি ঘুষি ঝরলো অঝোরে।



www.boiRboi.blogspot.com

একটা হাত ছুটিয়ে নিয়ে সামনের লোকটার চোয়ালে মারলো হ্যারী। চিৎপাত হয়ে পড়ল লোকটা। একজনের হাঁটু লক্ষ্য করে বুট চালাল ও। শব্দ হলো হাড় ভাঙার। বুড়ো আঙুল আড়ষ্ট করে ঢুকিয়ে দিলো একজনের নাকে। মাংস ছেঁড়ার অনুভূতি হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারাল হ্যারী। মনে আছে ওর মারিয়ার কথা।

এক ঘণ্টারও বেশি হলো রাস্তায় পড়ে আছে হ্যারী। ধীরে ধীরে ওর জ্ঞান ফিরে এলো। মাথার ভেতর ভারি দপদপানি চলেছে। পাঁজরের কাছে খচখচ করছে একটা তীব্র ব্যাথা। ধুলোর গন্ধ আসছে নাকে। পিঠে ব্যাথা লাগছে, কিন্তু মাটিটা ঠাণ্ডা—মুখে রক্তের তিক্ত স্বাদ।

মারিয়ার কথা মনে এলো ওর। চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল ও। দূরে একজন গার্ড। রাত অনেক। পেছন ফিরে রয়েছে ও। তার বুটের মচ মচ ধ্বনি কানে এলো হ্যারীর। চোখের ফাঁক একটু বড় হলো। এবার কোমরে গোঁজা পিস্তলটার কথা মনে পড়লো ওর। কোটের তলায় দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে ওটা।

হাতটাকে খুব ধীরে সরিয়ে কাছে নিয়ে পিস্তলের বাটটা চেপে ধরল। ঠিক তখনি বাবা-মা হারা মারিয়ার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সিদ্ধান্ত নিল প্রতিশোধ নেবে।

মাটি ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা ওর আছে কিনা জানে না—তবে চেষ্টা করবে ও জান দিয়ে। আজ ওদের দেখে নেবে ও এক চোট। রেগে গেছে হ্যারী। পাবলোর কাপুরুষোচিত আক্রমণের কথা চিন্তা করে আগুন ধরে গেল ওর মাথায়।



www.boiRboi.blogspot.com

কয়েকটা মুখ আর কয়েকটা মুঠির কথা মনে আছে ওর। ওদের তার চাই। ওর মতো লোকের জন্য পরাজয় মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। দু'বার চোখের পলক ফেলে মাথার ঝিম-ঝিমানি ভাবটা দূর করার চেষ্টা করে বিশাল ভালুকের মত ঘাড় ফেরাল হ্যারী।

ফাঁকা জায়গাটা আসলে একটা ট্রেন লাইন। ওদের ইচ্ছে ছিল মৃতপ্রায় হ্যারীর ওপর দিয়ে একটা ট্রেন ছুটে যাক। সে ইচ্ছায় গুঁড়ে বালি। টলতে টলতে রাস্তা ধরে এগোল ও।

পাবলোর আস্তানার কাছে এসে একটা রুমে উঁকি দিল। এক-দল দস্যু মদ খাচ্ছে। হাসছে ওরা।

হঠাৎ ওদের হাসি মিইয়ে গেল। চুমুক দেয়ার জন্য তোলা গ্লাস শূন্যেই স্থির হয়ে থেমে গেল। গুলি করল হ্যারী। দু'হাতে। বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে ঘরটায়।

একজন পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, চিত হয়ে পড়ল গুলি খেয়ে। আতঙ্কগ্রস্ত একজন জানালার ওপর লাফিয়ে পড়ে কাঁচের জানালা ভেঙে সবশুদ্ধ পড়লো ওপাশে।

একজনের হাতে ধরা বোতল ফাটল বুলেটের আঘাতে—আর একজন; ওর মুখটা হ্যারীর মনে আছে—লাফিয়ে দরজা দিয়ে বেরুবার সময় গুলি খেলো শিরদাঁড়ায়। কিন্তু পাবলো কোথায়?

# ত্রিশ

অন্ধকার !

দুনিয়াটা এত কালো কেন ? চোখ খুলে পয়লা এ কথাটাই মনে এলো মারিয়ার। বমি পাচ্ছে ভীষণ। কিন্তু পেটে তেমন কিছু না থাকায় হক্ হক্ করে কণ্ঠা পর্যন্ত একটা ধাক্কা খেয়ে ফের নেমে যাচ্ছে নিচে।

চোখের কোণে পানি জমেছে। সুরসুরি লাগায় অবশ হাত তুলে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সরিয়ে দিল পানি।'

এবার ভাল করে চাইল। মাথার উপর কাঠের তক্তা না ওটা ? আচ্ছা এখন কি আমি শুয়ে আছি কোথাও ? জনি কই ? সামনের পেছনের কিছুই মনে পড়ছে না ওর।

প্রাণপণে পেছনের স্মৃতিগুলো মগজে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাল ও। বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো মনে এলো ওর—জনি আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। অভিমানে মনটা ভরে গেল ওর।

ওহ্। হঠাৎ অমন করল কেন ও ? ভাবতে গিয়ে বুক কাঁপানো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, এবং অবাক হয়ে গেল সে নিজেকে ফুঁপিয়ে উঠতে দেখে। তারপর—জ্বর এসেছিল ওর।

ঘুম ভাঙতে জনিকে দেখতে পায়নি ও—ভয় পেয়েছিল ও—



www.boiRboi.blogspot.com

তাহলে কি পালাল—টলমল পায়ে বেরিয়ে এসেছিল গুহামুখে—দেখল পাবলোকে। সেই বিশাল দানবটা ওকে গুলি করতে চাইছে।

নল সোজা করে ফায়ার করেছিল ও। একটা—দুটো—তিনটে, তারপরই জ্ঞান হারিয়েছিল।

জনি না ? হ্যাঁ, জনিই তো ওকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছিল। ঘোড়ায় একবার জ্ঞান ফিরে আসতে জনিকে গুলি করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু পিস্তলটা তখন ওর হাতে ছিল না।

জনির ওপর ওর ভীষণ জিদ। ওকে প্রাণে না মারলেও শরীরটা একটু সুস্থ হলেই বেধড়ক পেটাবে।

শিওর। দাঁতে দাঁত চাপলো মারিয়া। বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি দেবে ও। কিন্তু এখন জনি কোথায় ? একটু আগে না ও এসে মাথায় হাত বুলিয়েছিল ?

তারপর চলে গেল, 'আসছি—তোমায়—আর—আর একজন কে ? ওহ্ হো। ওটা তো জনি ছিল না ? তাহলে কে ছিল।

অতো মায়া করছিল কেন ওকে ? কে—কে। নাহ্, কিছুতেই মনে করতে পারল না সে তার নাম। কি যেন 'বোন'—'বোন' করছিল না ?

তাহলে জনি কখন আসবে ? ও আমাকে ফেলে চলে গেল নাকি ? উঠবার চেষ্টা করল ও। আরে। বেশ উঠে বসতে পারলো। তাহলে জ্বরটা ছেড়েছে ? কপালে হাত ঠেকালো।

হ্যাঁ, বেশ ঠাণ্ডা। এবার জনি—যাবে কোথায় তুমি, পিটিয়ে টিঁট করবো না আমি তোমায়। বলে, টলমল পায়ে দরোজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

আকাশে উঠেছে এক ফালি চাঁদ। তার রহস্যময় আলোয়

দেখল মারিয়া তাকে। জনি, এগিয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দিল মারিয়া।

জনিকে অত লম্বা-চওড়া মনে হচ্ছে কেন। টলছে মনে হয়। আশ্চর্য। ও মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে নাকি? দ্রুত কিন্তু এলো-মেলো পা ফেলে থমকে দাঁড়াল দোরের গোড়ায়। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক।

কে?

আতঙ্কে হৃদপিণ্ডের একটা বিট মিস করল মারিয়া। কে—ও! ওতো জনি নয়? চৌকাঠে হেলান দিল লোকটা। মুখে নিঃশব্দ হাসি। রক্ত হিম হয়ে গেল মারিয়ার। পিছিয়ে আবার রুমের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। তীব্র আতঙ্কে কাঁপছে ও।

'মারিয়া না, তোর নাম?' চিকন, মেয়েলি স্বরে ডাকল লোকটা।

'পাবলো।'

ধড়াস, ধড়াস করে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলেছে মারিয়ার হৃদপিণ্ড। ছুটে পালাতে চাইছে কিন্তু মনে হলো কে যেন পেরেক মেরে দিয়েছে ওর পায়ে।

'সুইট বেবী, ডার্লিং,' অদ্ভুত রহস্যময় স্বরে থেমে থেমে ডাকছে পাবলো ওকে। 'অনেক রক্ত নিয়েছিস রে তুই আমার। আমিও অ-নে-ক রক্ত বের করবো তোর।'

ঢুকল পাবলো ঘরের ভেতর।

অবচেতন মনের টানেই বোধ হয় ছুটল মারিয়া ঘুরেই। কপাল কুঁচকে ওঠে পাবলোর। দুপদাপ পা ফেলে প্রায় তেড়ে এলো ও মারিয়ার দিকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে মারিয়া। উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে কাঁপছে মেয়েটা টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মত।



www.boiRboi.blogspot.com

'কেন—কেন খুকী? কেন, আমি কি সুন্দর নই?' অদূরে চিকন স্বরে শুধালো পাবলো। 'আমি কি রক্ত বের করতে পারবো না। কিরে হারামজাদী বল…বল…।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটা, মারিয়ার ওপর। তীক্ষ্ণ, ভয়ার্ত চিৎকারে ভরে গেল কামরাটা। ওকে এক হাতে নিজের বুকের সাথে সেঁটে নিল পাবলো। মেঝে থেকে প্রায় আধহাত ওপরে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কাঠের হুড়কো লাগিয়ে নিয়ে এল বিছানার দিকে।

'ওই' দেখ, ছুকরী—কত আরাম।' খিক খিক হেসে উঠল পাবলো, ছুঁড়ে দিল ওকে বিছানায়। পোশাক ছাড়ল ও এক এক করে। ক্যান থেকে গলায় ঢাললো মদ। শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপুড় করে রাখল ক্যানটা।

হাতের উল্টো চেটো দিয়ে স্বভাব সিদ্ধ ভাবে মুছলো গড়িয়ে যাওয়া মদ। ঘরটা গরম। ফায়ার প্লেসের কাঠ পুড়ে ছোট হয়ে এসেছে। কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে যথেষ্ট তাপ বেরুচ্ছে এখনো। আতঙ্কে জ্ঞান হারানোর দশা হয়েছে দুর্বল মারিয়ার।

শুধু বড় বড় চোখে দেখলো, তার পাশে শুয়ে পড়লো লোমশ ভালুকটা। হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামতে চাইল মারিয়া।

খপ করে চুলোর মুঠি ধরে ফেলল দানবটা। ধীরে ধীরে টেনে আনছে মারিয়াকে। মারিয়া যেন জমে গেছে বরফের মতো।

এক হাতে টানছে, অন্য হাতে চোখ বন্ধ করে নিজের উরুতে আলতো হাতের আঙুল ছোঁয়াল সে— শিউরে উঠল সারা শরীর। তারপর বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে খুশি হল দানবটা।

আবার পিছিয়ে যেতে চাইল মারিয়া। গড় গড় করে এক গাছি চুল চলে এলো পাবলোর হাতে ছিঁড়ে।

'ছিহ্, ছিহ্,' চুলগুলোর দিকে চেয়ে মধুর করে হেসে বলল পাবলো, 'দিলাম তো চুল ছিঁড়ে। নাহ্—নাহ্ অমন করেনা বাপু লক্ষ্মী।' ফিক্ ফিক্ শব্দ বের হতে লাগল পাবলোর গলা থেকে।

হাসছে সে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে মারিয়া ওকে। জ্ঞান হারানোর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে বুঝি তার। শুধু পাথর হয়ে চেয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

'এই ময়না,' ডাকল পাবলো ওকে। 'না-না ওভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ো না, সারা শরীরটা দেখো। ওহ্। বলোতো আর দেখেছো কখনো? জনির শরীরটা কি আমার মতো? বলো—,' আচ্ছা, একটু ভাবল যেন পাবলো, 'তোমার ওই হ্যারী—ও-ও তো আমার মতো নয়। আমার তুলনায় বলতে গেলে খ্যাংরা কাঠি। তাই না?' বলেই আহত ভালুকের মতো বিকট শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাবলো। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে থাকল মারিয়ার জামা-কাপড় কাঠের মেঝেয়।

হাঁটুতে ভর রেখে মারিয়ার মুখোমুখি উঠে বসে সে। দুর্ধর্ষ দানব টাইটনদেরই সহোদর মনে হচ্ছে ওকে। মারিয়ার গালে হাত দিয়ে হিংস্র কিন্তু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুধালো; এবারে বলো, তুমি ভয় পাচ্ছ। পাচ্ছ না? তাহলে মিনতি করো, পায়ে ধরো, যাতে আমি ছেড়ে দিই তোমাকে, তোমাকে আঘাত না করি।' কিচ্ছু বলল না মারিয়া।

ফিক ফিক করে হাসলো পাবলো। 'ও, বলবি না, না মাগী,'



www.boiRboi.blogspot.com

তারপরে ঝাপটে ধরলো ওকে বুকের সাথে। এক মট ধ্বনি উঠতেই খুশিতে হাসলো পাবলো।

কথা বল্—শালী চেমনি মাগি।' মুখের কোণ দিয়ে সরু রক্তের একটা রেখা বেরিয়ে আসছে মারিয়ার। ঠোঁট দিয়ে চেটে নিল ওটা পাবলো তৃপ্তির সাথে।

তোর এক নাগরকে খতম করে দিয়েছি ঘুমিয়ে। আরেকজনকে তোর দু'নম্বর নাগর দিয়েছে খতম করে। তাহলে তুই কেন আমার সাথে কথা বলবি না। কেন আমাকে দেখে হাসবি না—কেন আমাকে পছন্দ করবি না, এ্যাহ্ দেখি—' ঘুরিয়ে দিল মারিয়াকে সে উল্টোদিকে।

উজ্জ্বল আর মসৃণ শরীর। তৃপ্তির সাথে চাটছে বিকৃত দানবটা। উন্মাদের মতো। দ্রুতলয়ে শ্বাস বইছে তার, যেন কামরাটায় ভূমিকম্প হচ্ছে। যেন সে এক আদিম অরণ্য থেকে ভেসে আসা মেঘ গর্জনের মত গুরু গুরু ঢাকের আওয়াজ।

'তাকিয়ে দেখ,' চেঁচিয়ে ফের ঘুরালো সে মারিয়ার মুখটা; 'তাকিয়ে দ্যাখ মাগী, তোকে কাঁদিয়ে ছাড়বো। কিন্তু তার আগে—' মারিয়ার বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে ওকে তুলে মেঝেয় আছড়ে ফেলল পাবলো।

ওর মুখের মধ্যে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে শরীরের ভারে অক্ষম করে কঠিন আঙুলে দুমড়ে পিষে তছনছ করে দিতে থাকল স্তন দুটিকে।

জ্ঞান ফিরে আসছে মারিয়ার। দড়াম করে একটা ঘুষি মারল পাবলো মারিয়ার মুখ লক্ষ্য করে। যন্ত্রণায় দু'চোখের কোণ বেয়ে

নেমে আসছে অবিরল ধারা। কাঁদছে অসহায় মেয়েটা।

'উফ্, মাগো।' কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস মারিয়ার অপার্থিব চিৎকারে। আকাশ ভেঙে পড়েছে ওর ওপর। হা হা করে হেসে উঠলো দানবটা।



www.boiRboi.blogspot.com

# একত্রিশ

শেষ ছুটো দায়িত্ব আমার। বিড় বিড় করে শব্দটা আউড়ালো হ্যারী। এই কথাটাই ওকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল।

এক নম্বর, পাবলোকে খুন করতে হবে। দুই, পিস্তল এবং ছুরিটা হস্তান্তর করতে হবে মারিয়ার কাছে, মৃত্যুর আগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে। তাই ইঞ্চি ইঞ্চি করে অদ্ভুত সপিল গতিতে পাঁজরের কাছটা একহাতে খামচে ধরে রক্তের একটা সরু আঁকাবাঁকা রেখা আঁকতে আঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে মারিয়ার কামরার দিকে।

সন্দেহটা ওর মনে জেগেছে। পাবলো নিশ্চয়ই মারিয়ার কামরায়? মদ খেয়ে টাল হয়ে ব্যাটা হুঁশ জ্ঞান হারিয়েছে। আর যদি ঢোকে মারিয়ার কি হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল হ্যারী।

গতি আরো খানিকটা বেড়ে গেল। 'মারিয়া, বোন তুমি কি ভাল আছ?' দুচোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এল হ্যারীর।

পরম তৃপ্তির সাথে হাসিমুখে মারিয়ার অজ্ঞান দেহটার ওপর মদ ঢালছে পাবলো। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে মারিয়া।

অনেকক্ষণ পর দৃষ্টি মেলল। দিশেহারার মতো পুরো কামরাটা একবার দেখল। তারপর সামনে দাঁড়ানো দানবটাকে দেখেই

ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে এলোমেলো পায়ে ছুটল দরজা পানে।

ক্যাক করে চুলের মুঠি ধরে ফেলল পাবলো। হিড় হিড় করে টেনে আনল বিছানায়। ঠাস করে চড় মারল।

মারিয়ার দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা। আবছা চোখে দেখল বেরিয়ে গেল পাবলো। বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে দিল পাবলো। বিছানায় এলিয়ে দিল গা। ঠিক তখনি জোরে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ পেল।

শরীরে একটু জোড় নেই তবু সজাগ হয়ে উঠে বসলো মারিয়া। মাথাটা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে।

'কে?' ডাকল মারিয়া, জনিকে আশা করে।

'আমি, হ্যারী,' লক্ষ্মী বোন, দরজাটা খোল। বাঁকা বিদ্রূপ ভরা একটা তিক্ত হাসি খেলে গেল মারিয়ার মুখে।' তার মানে জ্বলন্ত চুলো থেকে ফুটন্ত কড়াইতে পড়তে হবে। হ্যারী এসেছে এবার।

চুপচাপ পাথরের মতো বসে রইল ও দরোজায় ক্রমাগত বিভিন্ন লয়ে পিটিয়ে চলছে হ্যারী।

কাশতে কাশতে ডাকছে মারিয়ার নাম ধরে।

মারিয়া 'বোন' আমি মরতে চলেছি। পাবলো আমার পাঁজরে গুলি করেছে। মরার আগে দু'টো কথা বলতে চাই তোমার সাথে।' ফ্যাঁশফ্যাঁশ করে উঁচু গলা চেঁচিয়ে বলল হ্যারী।

মনের ভেতরকার তাগিদেই বুঝি উঠে এগিয়ে গেল মারিয়া। উঁকি দিল দরজার পাশের ছোট জানালা দিয়ে। দেখল আহত হ্যারীকে। 'হ্যারী,' কাঁপা গলায় ডাকল মারিয়া। 'দরোজা বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছে পাবলো।' 'পাবলো,' কেঁপে উঠল হ্যারীর গলা। তীব্র একটা আর্তস্বর শুনলো মারিয়া।



হ্যারী হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ছে। টলমল করছে তার শরীরটা অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে। ওর ডান হাতটা পিস্তলসহ কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল ওপরে।

নেমে এলো তালা বরাবর। মারিয়াকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি পাবলো অথবা মাতাল ছিল বলে খেয়াল করেনি—বুঝলো হ্যারী। খুলে গেল মরচে ধরা পুরোন তালাটা ঘটাং করে।

ধাক্কা দিয়ে দমকা বাতাসের মতো ঢুকে পড়ল হ্যারী কামরার ভেতর।

হাওয়ার ভেতর ওর দু'টো হাত কিছু খুঁজল, না পেয়ে আছড়ে পড়ল ও মারিয়ার ওপর। মারিয়া দু'টো দুর্বল হাতে ওকে টেনে নিয়ে এলো বিছানায়। অবাক চোখে দেখছে আহত হ্যারীকে। কিছু বুঝতে পারছে না ও। হ্যারীর এই দুরবস্থা কেন?

'মারিয়া!' কোলে মাথা রেখে কথা বলছে হ্যারী। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর; 'মারিয়া তুই আমার বোন। জনি বলেছে আমাকে। ও সব জানে। ওকে তুই জিজ্ঞেস করে নিস। আমি—আমি অনেক —অনেক অপরাধ করেছি রে। আমার যাবার সময় হলো। এখন দরকার তোর ক্ষমা। আমাকে ক্ষমা করে দে বোন...বোন... ক্ষমা করে দে।'

'হ্যারী, ফুঁপিয়ে উঠল মারিয়া। কিছু ভাবতে পারছে না ও।

উহু হ্যারীর নয়, বল ভাইয়া—' আকুল কণ্ঠে বললো হ্যারী, 'ওরে ভাইয়া...বল...ভাইয়া।'

'ভাইয়া—বলতে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়লো সে হ্যারীর বুকে। অঝোর ধারে কাঁদছে সে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর পিঠটা।



www.boiRboi.blogspot.com

দু'বার হাত বুলাল ওর পিঠে। তারপর ব্যাকুল স্বরে বললো, 'আমি তো মরতে চলেছি বোন তুই শক্তি সঞ্চয় কর। আমার পিস্তলটা নে আর কোমরে রয়েছে ছুরি। আর—আর আমার অপরাধ ···অপরাধ···কথা থেমে গেল হ্যারীর। হেলে পড়ল মাথাটা একদিকে।

মরে গেছে ও।

'ভাইয়া!'—আর্তনাদ করে উঠল মারিয়া তীক্ষ্ণস্বরে। মাথাটা নামিয়ে রাখল ধীরে ধীরে। কাঁদছে সে ডুকরে ডুকরে।

'হায়, এতদিন পর পেয়েও পেলাম না তোমাকে। আমি যে এতিম হয়ে গেলাম ভাইয়া—' বাইরের আকাশে তখন এক টুকরো মেঘ ঢেকে দিল আধফালি চাঁদ। সে দিকে তাকিয়ে রইল ও।

'ভাইয়া···ভাইয়া···' বিড় বিড় করে বলছে মারিয়া। 'কেন দেখা দিয়েই হারিয়ে গেলে তুমি···কেন?'

চোখ মুখ কঠিন হয়ে গেল ওর। পাবলো। ক্ষমা নেই তোর ভাবছে মারিয়া। সামনে হ্যারীর লাশ একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে। টেনে নিয়ে এসেছে কামরার অন্ধকার কোণে। তারপর ভাবতে বসেছে। এখান থেকে বেরুবার একটা পথই রয়েছে তার সামনে। সেটার জন্য সে এখন প্রস্তুত। আবার তাকালো হ্যারীর দিকে, ভাবলো ওকে কোনদিন দেখিনি আমি। 'ভাইয়া···ভাইয়া··· মৃত্যুর সময় কেউ মিছে কথা বলে না, জানি তুই আমারই ভাইয়া রে···তোকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।' কাঁদছে ও। ওর কোলে হ্যারীর লাশ। ওর চোখের জল টপ টপ করে পড়ছে হ্যারীর মৃত মুখের ওপর। দু'চোখ বিস্ফারিত করে সেদিকে তাকিয়ে আছে মারিয়া। জানে একটু পরেই পালাতে হবে ওকে হ্যারীর লাশ



www.boiRboi.blogspot.com

ফেলেই। কাজেই যতক্ষণ দেখা যায় ভাইয়াকে, ততক্ষণই লাভ। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। বাইরে অজানা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে, ভোর হয়ে এলো। ঠিক এমনি সময় হাসিমুখে ঢুকলো পাবলো দরজা ঠেলে। হাসিমুখে বসে আছে মারিয়া। থ খেয়ে গেল পাবলো। ভ্রূ কুঁচকে দেখল সে ওকে। দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান করল মারিয়া। ছুটন্ত পাহাড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পাবলো ওর ওপর। খিল খিল করে হেসে উঠল মারিয়া।

'কাল তুমি অনেক আনন্দ দিয়েছ আমাকে।'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসলো পাবলো। পিষে ফেলছে ও মারিয়াকে। ওর হাত দ্রুত এবং প্রচণ্ড শক্তিতে খেলা করছে মারিয়ার নিটোল বুকে, পেটে, দেহের নরম অংশগুলোয়। ওকে টান দিয়ে শুয়ে পড়ল মারিয়া।

'আমি তোমাকে বিয়ে করবো,' বললো মারিয়া পাবলোর কানে কানে মধুর স্বরে।

ঘোঁৎ করে উঠল সে খুশিতে। দ্রুত জামা-কাপড় খুলছে ও। আনন্দে ওর বিশাল ভয়াবহ মুখের পেশীগুলো কাঁপছে। নিশ্চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও মারিয়ার ওপর।

হাঁপাচ্ছে দানবটা। সিংহ বিক্রমে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ও মারিয়ার ওপর। অলস ভঙ্গিতে মারিয়ার হাতটা চলে এলো বালিশের নিচে। হাত ঠেকলো লুকান পিস্তলে।

চমৎকার চকচকে ওয়েবলী স্কট পিস্তলটা ওর হাতে শোভা পাচ্ছে। চোখ বুঁজে যুদ্ধ করছে পাবলো।

দেখতেও পেল না পিস্তলটা।

ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল মারিয়ার। বাজ পড়ার মতো শব্দ

হলো কামরাটায়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে গড়ান দিয়ে মেঝের পড়লো পাবলো।

ডান বাহু থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার। অবাক চোখে দেখছে রক্তমাখা হাত এবং মারিয়ার হাতের পিস্তলটাকে। তারপর বিকট শব্দে চিৎকার করে ডান-হাতটাকে বাঁহাতে ধরে ছিটকে পড়ল বাঁ দিকে।

দাঁড়াবার আগেই পিঠের সেভেনথ্ ভাট্রেবায় অনুভব করলো পিস্তলের নলের ঠাণ্ডা খোঁচা।

খবরদার পাবলো। একটুও নড়াচড়া করো না। টের পেলেই গুলি করবো। চলো।' ধমকে উঠল মারিয়া। 'বাইরের সবাইকে তুমি হুকুম দেবে কেউ যেন আমার ধারে কাছেও না থাকে।' মারিয়া পিস্তল ঠেকিয়ে বাইরে নিয়ে এল পাবলোকে। হাঁটছে ওরা।

জনির কামরায় এসে যখন পৌঁছুল মারিয়া তখন গোঙাচ্ছে পাবলো যন্ত্রণায়। সেই পথ দেখিয়ে এনেছে মারিয়াকে। বাঁধন খুলে দিল মারিয়া জনির।

'মারিয়া তুমি!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো জনি।

'কোন কথা নয়। চলো বাইরে। ওখানে স্টেজ কোচ আছে একটা। ওতে প্রচুর এক্সপ্লোসিভ আছে। পাবলো আলাপ করছিলো গত রাতে ওর অনুচরের সাথে, আমি লুকিয়ে শুনেছি।' উত্তেজিত গলায় বললো মারিয়া।

বেরিয়ে এল ওরা।

চারপাশ ঘিরে ফেলেছে পাবলোর অনুচররা। গুলির শব্দে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'সাবধান···সাবধান···চেঁচিয়ে উঠল জনি। 'কেউ অস্ত্র চালাতে



www.boiRboi.blogspot.com

চাইলে বুলেটে ঝাঁঝড়া করে দেবো পাবলোকে। পাবলোর ইংগিতে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

মারিয়া চড়লো একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে। আর জনি, পাবলোকে শক্ত করে পিঠমোড়া করে বেঁধে স্টেজ কোচে উঠে বসলো।

দু'হাতে গুলি করতে করতে ছ'ঘোড়ার স্টেজ কোচটা চালাল জনি। বিদ্যুৎবেগে চিহিহি করে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াগুলো গুলির বিকট শব্দ পেয়ে। ছুটলো দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে।

# বত্রিশ

'পালালো। পালালো।' বলে চেঁচাচ্ছে পাবলোর লোকজন। 'ফলো করো ওদের,' চীৎকার করে নির্দেশ দিল হেলী। 'কিন্তু খুব সাবধান···ওস্তাদের গায়ে যেন গুলি না লাগে।' হৈ হৈ করতে করতে ঘোড়ায় চেপে বসলো রেড ইণ্ডিয়ানরা। তারপর দলবদ্ধ ভাবে সুশৃংখল ভাবে ছুটাল ঘোড়া।

দুপুর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বোঝার উপায় নেই। অনেকক্ষণ ধরে চলছে ওরা। প্রচণ্ড ধুলোঝড় চলছে। দূরের বড় বাকটার পেছনে ডেথ ক্যানিয়ন। ওদের ধাওয়া করার আগেই যদি ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তবেই রক্ষে। নইলে পিষে আটা করে ফেলবে ওদের ভয়ংকর রেডইণ্ডিয়ান দল। অবশ্য জনি, এখনও জানে না মারিয়ার উদ্ধার কাহিনী। ওর বাঁধন খুলে দেবার পর থেকেই পাথরমুখো হয়ে আছে মারিয়া।

হঠাৎ ঘটল অঘটন। এক ঝটকায় স্টেজ কোচের দরজা খুলেই শক্ত পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লো পাবলো। অদ্ভুত ভংগিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়িমড়ি করে ছুটলো পেছন দিকে এঁকেবেঁকে হাস্যকর ভংগিতে এঁকে বেঁকে।

দেখলো জনি। কিন্তু স্টেজ কোচ থামালো না। তাতে বিপদ



www.boiRboi.blogspot.com

বাড়বে বৈ কমবে না। 'মারিয়া···' চেঁচিয়ে উঠলো জনি। 'পাবলো পালিয়ে গেছে···তুমি স্টেজ কোচে এসে হাল ধর। আমি ভেতরে দেখছি, কাঠের বাক্সে কি সব অস্ত্র আছে।

তাই করলো মারিয়া। নিজের ঘোড়া ছেড়ে লাফিয়ে স্টেজ কোচের চালকের আসনে বসে পড়ল। কাঠের বাক্স খুলেই হাসি ফুটে উঠল জনির। সব ডিনামাইট। সাথে ঘড়ি লাগানো। সময় নির্দিষ্ট করে দিলেই ফুটবে।

'এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে···, বিড় বিড় করে আপন মনে বলল জনি। লেগে গেল কাজে।

ওই পাহাড়ের দিকে পিছু হটে গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের ঠেকাতে পারবে হয়তো—কিন্তু গুলি ফুরিয়ে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু হবে ওদের।

ঘোড়ার পিঠে চাবুকের বাড়ি মারল মারিয়া। তুফান বেগে ছুটল কোচ। প্রবল বাতাসের ঝাপটা লাগছে ওর মুখে। বাতাসে চুল উড়ছে।

মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে কালো ঘোড়া চুটোর, কিন্তু সমান তালেই ছুটে চলেছে ওগুলো। পেছন থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছে। তবে ছুটন্ত অবস্থায় ওদের পক্ষে জনিদের গায়ে গুলি লাগানো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে আসতে লাগলো ওদের দিকে। কোচের ঘোড়াগুলো চিঁ হিঁ হিঁ রবে সামনের দু'টো পা উঠিয়ে তড়পাচ্ছে। ভয় পেয়েছে ওরা। টাল সামলাতেই বাঁক ঘুরে বেরিয়ে গেল মারিয়া।

সিডার ক্যানিয়নটা মুখের কাছে মাইলখানেক চওড়া হলেও

ধীরে ধীরে সরু হতে হতে কানা গলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাম দিক দিয়ে পাহাড়টা পেরিয়ে পশ্চিম ক্যানিয়নে পৌঁছুতে পারলেই রক্ষা।

চলতে চলতে এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালটা একটু কম দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলো মারিয়া। গতি কমে গেল ঘোড়ার।

মাথার কাছে পৌঁছে পিছনের দু'পায়ে লাফাতে গিয়ে পিছলে গেল ঘোড়ার পা। ধড়াম করে লাফিয়ে উঠল মারিয়ার কলজেটা। ভেতর থেকে কি যেন সব নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। কি করছে জনি?

এক্সপ্লোসিভগুলোকে একটার পর একটা সাজাচ্ছে জনি। তারের জোড়া দিয়ে। কাজ শেষ। প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে নেয়ে গেছে ও। প্রায় পাগলের মতো লাগছে তাকে। এলোমেলো চুল জটা বেঁধে গেছে। চোখ দু'টো লাল টকটকে। উত্তেজনায় টগবগ করছে জনি।

প্রতিশোধের জ্বালায় দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন ওর শরীরে। পাবলোর পুরো দস্যু দলটাকে শেষ করতে চায় ও। সুযোগ বুঝে লাফিয়ে নেমে পড়ল ও।

'মারিয়া তুমি সামনে চলে যাও' চেঁচিয়ে বলল জনি। পিঠে এক্সপ্লোসিভের বোঝা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠতে শুরু করল ও।

পাথরের ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো তুলোর মতো ঘোড়ার পায়ে বিঁধতেই ঘোড়া দু'টো লাফিয়ে কোচ সহ চলে গেল পাহাড়ের ওপারে—যাবার পথে অবাক চোখে দেখল ও নিচে লাফিয়ে পড়েছে জনি কাঁধে এক্সপ্লোসিভের বস্তাসহ।

ওর উদ্দেশ্যটা টের পেল মারিয়া। লাফিয়ে নামল ও। ঘোড়ার পিঠ থেকে উইনচেষ্টারটা বের করে নিয়ে পাথরের পেছনে শুয়ে



পড়ল মারিয়া। ছুটে আসছে পাবলোর লোক।

নিচের লোকগুলোর দিকে রাইফেলটা তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল ও। চিৎকার করে উঠল একটা লোক। থমকে দাঁড়াল ওরা। ওখানকার ভিড়টা বাড়ছেই। একটার পর একটা গুলি চালিয়েই যাচ্ছে মারিয়া। ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে এদিকে।

পাহাড়ের বড় বড় পাথরের ফাঁকে ডিনামাইট গুঁজে দিয়ে চলেছে জনি।

অর্ধেক এক্সপ্লোসিভ খালি করে ছুটে এলো জনি, মারিয়ার দিকে। জনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সে। সংযত করতে গিয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গেল তার চেহারাটা।

ঠাণ্ডা। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। আরও উঁচুতে উঠতে হবে ওদের। সেখানে আরো ঠাণ্ডা। স্বেচ্ছায় কেউ এই বিজন এলাকায় আসে না। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে অবিরল। উত্তর দিকে রওনা হলো জনি। পেছনে কোলাহল বলতে গেলে নেই। কিন্তু ওরা আবার আসবে।

সন্ধ্যা নাগাদ ওরা যেখানটায় পৌঁছুলো, সেখানকার পৃথিবীর চেহারাই আলাদা। পাথরে ছেয়ে আছে চারদিক। খুব সাবধানে পা ফেলছে ঘোড়াগুলো রুক্ষ পাথরের ওপর। প্রায় দু'মাইল চলার পর একটা গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়তেই চোখে পড়ল তার সামনে পাহাড়ে ঘেরা একটা সুন্দর মাঠ।

ওদের কাছে থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট নিচে, স্প্রুস আর অ্যাসপেন ঝোপে ঘেরা—মাঝে মধ্যে দু'একটা পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর একটা উপত্যকা। ক্যাম্প করার জায়গা বটে। খুশিতে মনটা ভরে উঠল জনির। একটা ছোট ঝর্ণাও আছে, ঠিক মাঝখান



www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে বইছে ওটা।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একটা বাক। ঘোড়া দু'টোর শরীরটা সামনে বেড়েছে, হুড়মুড় করে একটা মস্ত বড় পাইন গাছ পড়ল আড়াআড়ি ভাবে রাস্তার ওপর। লাগাম টানবার সময় পেল না জনি। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল ও। শক্ত হয়ে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী। কিন্তু শেষ রক্ষে হল না।

সোজা ঘোড়া দু'টোর কাঁধের কাছে ধাক্কা খেল গাছটা। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি। কোথায় আঘাত লাগল টেরই পেল না জনি। চোখে আঁধার দেখছে বেচারা।

সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঘোড়া দু'টো। চেপ্টে গেছে ওরা। রক্তে মাখামাখি ওদের শরীর।

ঠিক এমনি সময় এল আক্রমণটা। ওদের আগেই ইনডিয়ানরা উল্টো রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল পাহাড়ের চুড়োয়, গোপন রাস্তা ধরে। ঝাঁকুনির পর প্রথম যা টের পেল জনি, কেউ ওর বুকের কাছে শার্ট ধরে টানছে ওপর দিকে। নিজের প্রায় অজান্তেই মাথাটা নিচু করে লোকটার কড়ে আঙুল কামড়ে ধরল জনি।

আর্তনাদ করে ছেড়ে দিল লোকটা জনিকে। কোচের দরোজাটা খুলে গেছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল জনি, ঝাঁপিয়ে পড়ছে মারিয়া একটা লোকের ওপর। হিংস্র বাঘিনীর মত।

ধাঁরাল ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে অবিরত। তিরিশ সেকেণ্ড পর মারা যাবে লোকটা। আন্দাজ করে খেয়াল দিল নিজের দিকে।

'মারিয়া সাবধান...সাবধান,' সতর্ক করে দিল জনি।

লাফ দিয়ে বাইরে পড়ার পূর্ব মুহূর্তেও দেখল ঝোঁপের ওপাশ থেকে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে ছুটে আসছে দু'জন পাবলোর



www.boiRboi.blogspot.com

স্যাঙাৎ।

'ধর, ধর। ধর শালাকে!'

আরেকজন লোক স্টেজ কোচের পেছনটা ঘুরে এগিয়ে আসছে। হাতে ছোরা। কোমরে পিস্তল। লাফ দিয়ে নিচে পড়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল জনি। লোকটা নামতে দেখেনি জনিকে, এক ছুটে ওর গায়ের ওপর পড়ল সে।

হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল জনি লোকটার তলপেটে। ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা। পড়ে গেল কাত হয়ে, কাটা মুরগীর মত লাফাচ্ছে দম নেবার জন্য। বিদ্যুৎ গতিতে ওর কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে আধপাক ঘুরে দেখল পেছনে। ধ্বক করে উঠল বুকটা। মারিয়া কোথায়।

এ পর্যন্ত মাইল খানেক এগিয়েছে ওরা ক্যানিয়নটা ধরে। পুরো রাস্তা জুড়ে এক্সপ্লোসিভ ফিট করছে মারিয়া। জনিকে আক্রমণকারীদের সামলানোর ভার দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দ্রুত হাতে জোড়া লাগিয়ে চলেছে তারা। শেষ হতেই ছুটল জঙ্গলমুখী।

'মারিয়া।' দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকল জনি। চিৎকার আর বুটের স্পারধ্বনি শুনে পিছু নিল দশ-পনেরো জন লোক। ঘাড় ঘুরিয়ে চকিতে দেখে নিল জনি ওদের। ছুটন্ত পদশব্দ ওর বিশ হাত পেছনে।

জনিদের চেয়ে কম যায় না ওরা। মারিয়া জনির কানে কানে কি যেন বলে হারিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর। ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পারলো পেছনের লোকগুলো। পাঁচ মিনিট প্রাণপণে দৌড়েও

মাঝখানের দূরত্ব একহাত বাড়াতে পারল না মারিয়া।

ঘন সিডার আর পাইন বন দিয়ে ছুটছে ও। পেছনের লোক-গুলো দৌড়ের সাথে সাথে চেঁচিয়ে জঙ্গল মাথায় করছে বলে হাঁপিয়ে উঠল দ্রুত। মুখ বুঁজে প্রাণপণে পা চালাচ্ছে জনি, কাজেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করল ওরা।

এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল জনি। কাউকে দেখতে না পেলেও চেঁচামেচি আর চপাচপ বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। সামনের একটা ঘন পাতায় ছাওয়া নাদুস নুদুস গাছ বেছে নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল জনি। একটু জিরিয়ে নেয়া দরকার। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, সাথে ঘোড়ার পায়ের সম্মিলিত ধ্বনি ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে। ঝোপ-জঙ্গলের শাখা ভাঙার মটমট শব্দ পাচ্ছে জনি। প্রথম লোকটা আকাশের দিকে মুখ তুলে ছুটে গেল পাশ ঘেঁষে। কিছু বলল না তাকে জনি। লোকটার পিঠের দিকে চোখ রেখে ঝুঁকে পড়ল ও, তুলে নিল দেড়সেরি একটা পাথর, দ্বিতীয় লোকটা আসছে।

এসে পড়েছে। ধীরে সুস্থে গাছটার আড়াল থেকে বেরুল জনি। দাঁত বের করে হাসছে সে। থমকে দাঁড়াল লোকটা। ঠিক নাকের কাছে দেখতে পেল জনির হাতের পাথরটা।

হাত তুলে আত্মরক্ষার সুযোগও পেল না, বিস্ময়ে মুখ খুলে গেছে তার। আসন্ন চিৎকারটা বন্ধ করে দিল জনি লোকটার কপাল বরাবর পাথরের ঘা মেরে।

হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পাথরটা আবার লোক-



www.boiRboi.blogspot.com

টার চাঁদির ওপর নামিয়ে আনতে যাবে জনি, সামলে নিল। জ্ঞান হারিয়েছে দস্যুটা।

এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করল জনি। প্রথম লোকটার সামনে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবে দূর থেকে তার চিৎকার শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। আরো লোকজন, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জনি।

কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক রয়েছে ওর চারপাশে। আন্দাজ করলো জনি। এসে গেছে পাবলোর মূল দল। দিক না বদলেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল জনি। জঙ্গলের শেষ মাথায় ক্যানিয়নটার পয়লা বাঁক। ওখানে মিলিত হবে মারিয়া।

সবগুলো বিস্ফোরক কাজে লাগাতে যাচ্ছে সে। মারাত্মক প্রতি-শোধ স্পৃহায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে মেয়েটা। পাবলোর প্রতিটি মানুষকে খুন করবে ও।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। লোকগুলোর মাঝে কিছু রেড ইণ্ডিয়ান, কিছু অ্যাপাচি রয়েছে। এখানকার জঙ্গল, ক্যানিয়ান যেসা সব পথঘাট ওদের নখদর্পণে।

ওরা কৌশলে ওদের জঙ্গলের বিশেষ একটা এলাকায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। যেখানে ঘেরাও করে ওদের ধরাটা সহজ হবে। এদিকের জঙ্গল তেমন ঘন নয়। যে কোন জায়গা থেকে বনের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

গা ঢাকা দেয়া প্রায় অসম্ভব। তার ওপর জনির গায়ে বাকস্কিনের যে জ্যাকেটটা রয়েছে, সেটা লাল রঙের।

দশ মিনিট পর দেখল জনি, জঙ্গল একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। আধঘন্টার চেষ্টায় ওটার মাথায় উঠে পড়ল জনি। উপত্যকার দিকে তাকাল। মহীরুহে ভরাট সত্যিকার গভীর বনভূমি দেখতে পেল সে। ওখানে ওকে পৌছুতে হবে।

কিন্তু ওদেরকে জানান দিয়ে। মারিয়া নিচে পৌছে গেছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে। মারিয়ার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল জনি ইচ্ছে করে। জানিয়ে দিল ওদের, তার উপস্থিতি। হঠাৎ সমস্ত পদশব্দ থেমে গেল এক সাথে।

নামতে শুরু করল জনি। পিছনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে দূরত্ব খুব একটা বেশি নেই। পঞ্চাশজনের ওপর ঘোড়সওয়ার আর বেপরোয়া লোক ছুটে আসছে, আসুক।

ঝেড়ে দৌড় দিল এবার জনি।



www.boiRboi.blogspot.com

# তেত্রিশ

আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো দ্রুত চলে আসছে কাছে। একশো মাইল বিস্তৃত জঙ্গলে একবার হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাবে না ওরা। তীরের মত নেমে এল জনি। হেমলক, ওগলাস, ফার আর রেড সিডারের আড়ালে সাতটনী একটা প্রকাণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

সূর্যের আলো পাতা আর ডালের ফাঁক গলে নিচে পড়ে আলোছায়ার অদ্ভুত এক মায়া তৈরি করে রেখেছে। ছুটল সে।

ডাক শুনতে পেয়েছে মারিয়া। সব কাজ শেষ। আরামসে বসে আছে সে, একটা তার হাতে নিয়ে।

প্রথম বড় সিডার গাছটার কাছে পৌছে দেখতে পেল জনি মারিয়াকে। ছুটে এসে ধপ করে বসে পড়লো ওর পাশে।

'আর ইউ রেডি?' হাঁপাতে হাঁপাতে শুধালো সে।

বাঁকা হাসি দেখা দিল মারিয়ার ঠোঁটের কোণে।

অদ্ভুত রুক্ষ আর বুনো মনে হচ্ছে ওকে আজ। কিন্তু একটা মায়াবী সৌন্দর্য ঘিরে আছে যেন। সূর্য ডুবতে এখনো চার ঘন্টা দেরি। পেছন দিকে তাকাল জনি।

প্রথম লোকটা ওর কাছ থেকে দু'শো গজ দূরে, বাকি সবাই তার পিছনে লম্বা একটা লাইনের মধ্যে রয়েছে।

মূর্তিমান শত্রুর একটা ঢেউ। জনির আন্দাজ ভুল। ওরা প্রায় একশো জন লোক, ছুটে আসছে পিঁপড়ের সারির মতো। গুলি ছুড়তে ছুড়তে। এখনো দেখতে পায়নি ওরা জনিদের। কিন্তু টের পেয়েছে এখানেই আছে শত্রুর অস্তিত্ব। শত্রুদের হন্যে হয়ে খুঁজে ফাঁসিতে লটকাবে ওরা।

তারে জোড়া লাগাল মারিয়া। একটা বিদ্যুতের রেখা ছুটে গেল মাইল খানেক এলাকা জুড়ে।

কড়াৎ—কড়াৎ কান ফাটানো শব্দে জ্ঞান হারাবার দশা হলো ওদের। বৈদ্যুতিক শক ওয়েভ ওদের গায়ে ধাক্কা দিল। ছিটকে দূরে সরে গেল ওরা।

তারপর পরস্পরে হাত ধরে ছুটল। খানিকক্ষণ পর নিরাপদ একটা জায়গায় দাঁড়াল। তাকাল পেছন দিকে।

লম্বা কাভারটা, ঘোড়া, মানুষ রাইফেল, পিস্তলসহ আকাশে উঠে লাফিয়ে পড়ছে নিচে। দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে মারিয়া আর জনি উইনচেস্টার হাতে নিয়ে গুলি শুরু করল। থামল না যতক্ষণ পর্যন্ত খালি হলো ম্যাগাজিন।

পুরো বন, পাহাড় জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। বিশাল বিশাল পাহাড়ের টুকরো বিস্ফোরণের ধাক্কায় শূন্যে উঠে যাচ্ছে, তারপর অলস ভঙ্গিতে নেমে আসছে নীচে।

পাহাড়ের ধ্বস নেমেছে।



www.boiRboi.blogspot.com

বুঝতে পারছে বাঁচা সম্ভব নয় তবুও প্রাণপণ শক্তিতে পালাতে চাইছে নীচের লোকগুলো।

কিন্তু চেঁচামেচিই সার, পালাতে পারছে না। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে চলন্ত মৃত্যু।

শুরু হলো ভয়ংকর মরণ যন্ত্র। কাত হয়ে শুয়ে পড়ছে ওরা, পাথরের বিশাল বিশাল টুকরোর আঘাতে। রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সারা প্রান্তর। মরছে ওরা···মরে যাচ্ছে।

'সব শেষ···সব শেষ···' নিচের দিকে তাকিয়ে বললো জনি মৃদু কণ্ঠে। ওর বুকের ভেতর যন্ত্রণার ঢেউ। হউক ওরা দস্যু। তবু মানুষ তো।

ওদের এই অসহায় মৃত্যু ব্যথিত করে তুলেছে ওকে।

tার

# চৌত্রিশ

পলাতক কিছু ঘোড়সওয়ার ছুটে এলো খোলা উপত্যকায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে মারিয়া। খুঁজছে সে একজনকে। এদিকে ব্যস্ত রয়েছে জনি সাত আটজনের বিরুদ্ধে।

এবং দেখতে পেল তাকে মারিয়া। দেখতে পেল বলা ভুল হবে, বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচেই ঘোড়াসহ আরোহী ছুটে আসছে ওর দিকে।

পাবলো।

ফায়ার করল পাবলো, ঘোড়ার পিঠে থেকেই। প্রায় ছিটকে সরে গেল মারিয়া। তারপর উড়ে এলো ওর পিস্তল থেকে পর পর ছ'টা গুলি। ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়ল পাবলো শক্ত মাটিতে।

প্রায় উন্মত্তের মতোই গর্জন দিল সে ওঠে পড়ার জন্য। ছ'টা গুলি, ওরটাকে একটা, একটা হাঁটুতে লেগেছে। অন্য চারটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওর কনুই।

উঠতে পারলো না পাবলো। মুখ উঁচু করে পড়ে গেল ও। ছুটে এল মারিয়া। তার পায়ের বুটের স্পার গেঁথে গেল পাবলোর মুখে। প্রতিশোধের তীব্রতায় নির্মম হয়ে উঠেছে মারিয়া। ওর পাটা, ছুটে নামছে, নামছে উঠছে। বার বার মুখ বাঁচাতে চেষ্টা করল পাবলো। রক্তাক্ত হয়ে গেছে সারা মুখ।

দু'হাত তুলে দোহাই এর ভঙ্গি করলো। নিরস্ত হলো না মারিয়া। এক সময় মৃতপ্রায় দানবটাকে টেনে তুলল তার জেকেটের কলার ধরে।

ঠেলে নিয়ে গেল একটা গাছের দিকে। শক্ত করে বাঁধলো দড়ি দিয়ে। ইচ্ছে মত ঘুরালো। তারপর পাবলোর ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে এক্সপ্লোসিভ ফিট করলো দুই কব্জিতে।

'তুমি কি পাগল হয়েছো, মারিয়া? কি করতে যাচ্ছ?' চেঁচিয়ে উঠলো জনি।

'সরে যাও জনি।'

'আমি আইনের লোক। আমার সামনে তুমি এমন পৈশাচিক একটা হত্যাকাণ্ড চালাতে পারো না।'

জনির কথায় যেন খানিকটা জ্ঞান ফিরল পাবলোর। ঢুল ঢুল করে চাইল সে মারিয়া আর জনির দিকে। দড়াম করে বুটের লাথি পড়ল ওর সোলার প্লেক্সাসে। ওঁক করে উঠল পাবলো। ঝুলে গেল মাথাটা। থুতনি ছুঁলো বুকে।

'মারিয়া, আমি তোমাকে বাধা দেবো। ইউ ক্যান্ট ডু ইট।' বুঝাতে চেষ্টা করছে জনি।

'তাহলে,' ঝট করে পিস্তলের নল ঘুরে গেল ওর, জনির দিকে। 'গুলি খাবে তুমি।'

'মারিয়া, ধমকে উঠল জনিও, 'এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে

www.boiRboi.blogspot.com

তার
তোমাকে।'

'জাহান্নামে যাও, তুমি।' শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মারিয়ার পিস্তলের নল, ওর দিকে। ভাবছে জনি।

পাবলোকে বাঁচাতে হলে একটা গুলি খরচ করতেই হয়। হাওয়া থেকে যেন পেড়ে নিল, পিস্তলটা কোমর থেকে। এবং গুলির শব্দ হলো। গুলি করেছে মারিয়া।

ঠিক কব্জি বরাবর আগুনে শিসেটা ঢুকে গেল জনির। ব্যথায় কুঁচকে বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ। ছিটকে গেল তার পিস্তল পাঁচ হাত দূরে।

ছুটে গিয়ে তুলে নিল ওটা মারিয়া। পিস্তল তুলে পিছু হটতে বলল সে জনিকে। একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল সে তাকে। তারপর পিছু হেঁটে এগিয়ে এলো পাবলোর দিকে।

'পাবলো।' প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলো মারিয়া ওর মুখে। চোখ মেললো সে। 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করেছিস তুই, অনেক—অনেক খুন করেছিস তুই। অনেক সংসার নষ্ট করেছিস, কাজেই—জোড়া দিল সে ছোট তারের।

শেষ বারের মতো মিনতি ফুটে উঠল পাবলোর মুখে। নীল আলো জ্বলে উঠল তারটায়। জ্বলতে জ্বলতে ছুটে গেল ওটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের দিকে। বাজ পড়ার মত কানফাটা শব্দ হলো একটা।

গাছটা সহ উড়ে গেল পাবলো টুকরো টুকরো হয়ে। এখানে ওখানে উড়ে উড়ে পড়লো ওর দেহাবশেষ।



www.boiRboi.blogspot.com

ছুটে এল জনি। স্থির পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া পাবলোর অবস্থানের দিকে চেয়ে। চামড়া পোড়ার গন্ধ ছুটছে চারিদিকে।

'এত নিষ্ঠুর হলে কেন মারিয়া', মৃদু কণ্ঠে বললো জনি।

'কারণ—' শক্ত গলায় উত্তর দিল, 'কুত্তার বাচ্চাটা আমাকে রেপ করেছিল। ভাইয়াকে···ভাইয়াকে মেরে ফেলেছিল।'

'কি বললে!' চমকে উঠল জনি। তাকাল শক্তমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মারিয়ার দিকে।

## পঁয়ত্রিশ

সাঁঝের বেলা। ঝর্ণার ধারে বসে আছে ওরা। দু'জন দু'দিকে মুখ করে, পাবলোর দলের প্রায় সবাই মারা গেছে। যারা বেঁচে ছিল তারা বাপ বাপ করে পালিয়ে গেছে প্রাণভয়ে।

মাথার উপর আকাশটা ধোঁয়ায় ভরা। জঙ্গলে আগুনের লকলকে আভা। ঝর্ণায় সে আভা প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে মারিয়ার মুখে। বোবার মত বসে আছে সে।

'মারিয়া···মারিয়া' নরম সুরে বললো জনি।

'মরে গেছে' শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল মারিয়া।

'মারিয়া।' ব্যাকুল কণ্ঠে ধমকে উঠল জনি।

'তুমি তাকে মেরে ফেলেছ জনি', হা হা করে হেসে উঠল মেয়েটা উন্মাদিনীর মত 'তারপর এক দানব লুটে পুটে নিয়েছে ওর শরীর। মারিয়া মরে গেছে···একেবারেই মরে গেছে।'

'মিথ্যে।'

সব ভুলে যাও মারিয়া। তোমাকে আমি বিয়ে করবো মারিয়া। আর আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে···আসলে কি জান তুমি এতটা আবেগপ্রবণ ভাবতেও পারিনি আমি।' বড় করুণ



www.boiRboi.blogspot.com

শোনাল জনির গলা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মারিয়া, জনির দিকে।

'বিয়ে, করবে আমাকে?' বিস্মিত গলায় বললো মারিয়া 'একটা নষ্টা মেয়েকে?

'দুর পাগলী' কাছে সরে এসে মারিয়ার মাথায় সস্নেহে হাত রাখল জনি।

'মেয়ে মানুষের দেহটাই কি সব? অনেক দুর্ঘটনার কারনেই ওটা নষ্ট হতে পারে। আসল জিনিস হচ্ছে মন···ওটাতো কেউ নষ্ট করতে পারে না। তোমার মন ফুলের মতো নিষ্পাপ, আমি ওটাই চাই···ওটাই চাই।'

হু-হু করে কেঁদে ফেলল মারিয়া। চুপচাপ বসে আছে জনি। কুল কুল করে বয়ে চলেছে ঝর্ণাধারা। আকাশে তারার ঝিকিমিকি। তার মাঝে আধফালি চাঁদ উঠলো ঝিক করে। হাসছে। সে আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবী জুড়ে।

'মারিয়া···দেখছো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। হাসছে···কান্না ভুলে এমনি হাসো তুমি। আসলে কি জানো—সারা ওয়েষ্টার্ন দেশটাইতো ধর্ষিতা। এখানে জোর যার মুল্লুক তার।

এখানে প্রতিদিন শত শত মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে। শত শত হ্যারী জন্ম নিচ্ছে। পাবলোর মত চরিত্রের আবির্ভাব হচ্ছে। এইতো এখানকার জীবন। তাহলে কাঁদবে কেন?

সব ভুলে হাসো। রাত শেষ হলেই তোমাকে নিয়ে চলে যাব তোমার চাচার কাছে, উনি জীবিত আছেন। বিয়ে করবো



জনি

তোমাকে। স্বপ্নের একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলবো নির্জন কোনো এলাকায়। কোনো হামলা এলে ঠেকাবো দুজনে মিলে। এ্যাই মেয়ে তখন পালাবে নাতো আমাকে ফেলে?'

ফিক করে হেসে ফেললো মারিয়া, কান্না ভুলে এইসব নাটকীয় ডায়ালগ শুনে।

'আরে···আরে···মেয়ে দেখি হাসতেও জানে···' ছ'চোখে বিস্ফারিত করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জনি।

—: শেষ :—

www.boiRboi.blogspot.com

## নতুন লেখক লেখিকারা লক্ষ্য করুন

আপনি কি একজন লেখক-লেখিকা?

আপনার লেখা কি প্রকাশ হচ্ছে না?

ভয় কি, আমরা আছি, আপনার পাশে। আজই আপনার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায় অথবা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। লেখা অবশ্যই ভাল হতে হবে। আপনার কি ইংরেজীতে ভাল দখল আছে? আপনি কি কোন বই অনুবাদ করতে ইচ্ছুক? আমাদের সাথে তাহলে আজই যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে কাজ দেবো। যে সব বই আমরা প্রকাশ করছি তা হল :

| | |
|---|---|
| ১। ওয়েস্টার্ন | ২। পিশাচ কাহিনী |
| ৩। স্পাই থ্রিলার | ৪। কিশোর থ্রিলার |
| ৫। অনুবাদ সাহিত্য | ৬। রহস্য উপন্যাস। |

এ ছাড়া আপনি ইচ্ছে করলে ভৌতিক বড় গল্প (৪০ থেকে ৫০ পৃষ্ঠার মাঝে) পাঠাতে পারেন। ভাল লাগলে আমরা ছাপাবো। ভাল লেখার জন্য উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হবে। অমনোনীত লেখা 'লিনা প্রকাশনী' নিজ খরচে ফেরৎ পাঠাবে। আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।
ফরিদ আহমদ
সেলস ম্যানেজার
লিনা প্রকাশনী
১১১ রায়ের বাজার (পূর্ব) ঢাকা—নয়।

www.boiRboi.blogspot.com

# আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com